ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ।

ভট্টপল্লীবাশিষ্ঠবংশপরিচয় ।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ ॥
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥

ভট্টপল্লীনারায়ণস্মৃতিসমিতি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ।

বাশিষ্ঠশ্রীকমলকৃষ্ণস্মৃতিতীর্থ কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ।

বাশিষ্ঠশ্রীবিনোদবিহারিবিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক
পরিদৃষ্ট ।

ভাটপাড়া
সন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ ।

উৎসর্গপত্রম্।

ওঁ পিতৃচরণেভ্যঃ।

ওঁ নমঃ পিতৃভ্যঃ।

মুখবন্ধ।

ওঁ

উশন্তস্ত্বা নিধীম হ্যশন্তঃ সমিধীমহি।

উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে॥

ওঁ

আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসো

অগ্নিষ্বাত্তা পথিভির্দ্দেবযানৈঃ।

অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽ

ধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্॥

পিতৃগণচরণপ্রসাদাৎ 'ভট্টপল্লীবাশিষ্ঠবংশপরিচয়' গ্রন্থ লিখিত হইল। ইহা আমাদিগের ইতিহাস ও ধর্ম্মগ্রন্থ। আজ প্রায় তিনশত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে এই বংশ ভাটপাড়ায় অবস্থিত। বংশ প্রাচীন হইয়াছে ধারা অনেক দূর নামিয়াছে মুখে মুখে সব সংবাদ রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে আর লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিলে চলে না তাই ইহা লিখিত হইল। ইহা স্থূল উদ্দেশ্য। সূক্ষ্ম অভিসন্ধিও আছে। কাল যখন কোথা হইতে কত কি আনিয়া বর্ত্তমানকে অতীতের নিভৃত গহ্বরে ডুবাইয়া দেয় তখন তাহার খননের আবশ্যক হয় খুঁড়িতে খুঁড়িতে অতীতের প্রথম অবস্থাটি জানিতে পারা যায়। তাহাতে আনন্দ আছে। এই যে আজিকার মৃত্তিকাস্তূপ উহা এক সময়ে সমৃদ্ধ নগর ছিল ইহা জানিতে পারিলে সেই মৃত্তিকাস্তূপের বিশিষ্ট একটা আদর হয়। এইতো সাধারণ ভাব ইহার ভিতর একটা অসাধারণত্ব আছে। মানবসমাজ লইয়া যখন এই উদ্ঘাটন কার্য্য হইতে থাকে তখনই ইহার অসাধারণত্ব বুঝা যায়। কথা এই, সকল বস্তুরই যেমন বর্ত্তমান অবস্থা অতীত হয় মানব সমাজের উপরও সেই একই নিয়ম। তবে মানবের একটা বোধ আছে অপরের নাই। মানব আপনার

সমাজের অতীত উদ্‌ঘাটন করিতে যাইলে বুঝিতে পারে আমরা এই ছিলাম, এই হইয়াছি। এই 'এইথাকা' ও 'এই হওয়া' যখন উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরে নামার বিষয়ীভূত হয় তখন মানবসমাজে ভারি একটা বিষাদের ছায়া পড়ে। সারা ভারতে এখন সেই ছায়া। অনেকে বলে আমাদের ইতিহাস নাই। আবার অনেকে বলে আছে। আমি শেষ দলের লোক। বেদ, উপনিষদ্, ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত, সংহিতা, পুরাণ, কাব্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি আমাদের ইতিহাস। তবে উহা হইতে তথ্য বাহির করিতে হয়। "যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সম্প্লুতোদকে তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ" র মত আবশ্যকীয় তথ্য উহা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। এই তথ্য অনুসন্ধান করিয়া যদি আমরা আমাদের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি আমরা জানিতে পারি আমরা কি ছিলাম কি হইয়াছি। এতো গেল একটা বড় কথা সারা ভারতের কথা। এখন আমাদের কথা হউক। আমরা বাশিষ্ঠ সেই ঋষি বশিষ্ঠের সন্তান। বৈদিক যুগ হইতে পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত বশিষ্ঠের কথা নানাভাবে নানাগ্রন্থে বিবৃত হইয়া রহিয়াছে। কি উজ্জ্বল ঋষি! সপ্তর্ষিমণ্ডলে তাঁহার স্থান! তাঁহারই পত্নী অরুন্ধতী! তাঁহারই বংশে বেদব্যাস! এক কথায় ভারতের সনাতনধর্ম্মের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। আমরা যখন মনে করি আমাদের ধমনীতে তাঁহার সেই ঋষিরক্ত প্রবাহিত, মন আনন্দে নাচিয়া উঠে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে অন্ধকার দেখি হায়! আমরা কে কি হইয়া গিয়াছি। এ শুধু বাশিষ্ঠের অবস্থা নহে সকল ঋষিসন্তান ব্রাহ্মণগণের।

এখন আত্মসন্তোষ এই কালের সহিত যাইতে হইবে, হইবেই হইবে, বাধা দিবার সাধ্য নাই। বাধা দিবার সাধ্য নাই কিন্তু একটা সাধ্য আছে তাহা ভাসিয়া যাইতে যাইতে অতীতের দিকে ফিরিয়া দেখা। দেখায় লাভ আত্মতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন, তাতে লাভ আপনাকে আপনি চেনা। আপনাকে আপনি চিনিয়া যদি সংসারে ভাসিতে থাক সময়ে উঠিবার চেষ্টা করিতে পারিবে। ইহারই নাম আত্মজ্ঞান। ইতিহাসের সূক্ষ্ম বিজ্ঞান এই। আমাদেরও এই বংশেতিহাস লেখার ইহাই সূক্ষ্ম অভিসন্ধি। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বংশের একজনও যদি আত্মজ্ঞান লাভ করে শ্রম সার্থক হইবে।

গত সন ১৩৩১ সালে বংশের কি এক পুণ্যফলে বংশের মূলপুরুষ সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রী৺নারায়ণঠাকুরের আবির্ভাব তিথি শুক্লা মাঘী সপ্তমী ইহা

স্বপ্নলব্ধ বলিয়া উদ্‌ঘোষিত হয় ও তদ্দিনে উৎসব ও নারায়ণ ঠাকুরের স্মৃতি রক্ষার্থে "নারায়ণস্মৃতিসমিতি" নামে সমিতি স্থাপিত হয়। বাশিষ্ঠেরা সকলেই উহাতে আনন্দ সহকারে যোগদান করেন বংশের শিষ্য শ্রীমান্ অব্জপ্রকাশ হাল্‌দার ও শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সভায় উপস্থিত হইয়া বিশেষ সহানুভূতি দেখান। এইরূপে সমুদ্‌ভূত নারায়ণস্মৃতিসমিতি নারায়ণ ঠাকুরের স্মৃতিরক্ষাকল্পে বংশপরিচায়ক একখানি গ্রন্থ প্রকাশের আবশ্যকতা মনে করেন। গ্রন্থে মাত্র স্বর্গগত মহাত্মগণের যথাসম্ভব কিছু কিছু পরিচয় ও মূলপুরুষ হইতে বর্ত্তমান পুরুষগণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বংশবল্লী থাকিবে। এবং ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে এই গ্রন্থের সঙ্গে বংশের অন্যতম প্রথম ও প্রধান শিষ্য ভাটপাড়ার আদিম ভূস্বামী হাল্‌দার বংশের সংক্ষিপ্ত অতীত ইতিহাস ও মূলপুরুষ হইতে বর্ত্তমান পুরুষগণ পর্য্যন্ত বংশবল্লী সন্নিবেশিত হইয়া উভয় বংশের পবিত্র সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গীভাবে একীভূত করিয়া চির স্মরণীয় করা হইবে। ভাটপাড়ার অপরাপর শিষ্যগণেরাও যিনি যিনি তাঁহাদের বংশবল্লী দিবেন তাহাও ইহাতে সন্নিবদ্ধ হইবে। এই সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সঙ্কলনভার আমার সর্ব্বকালমিত্র নারায়ণস্মৃতিসমিতির অন্যতর সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অনুসন্ধান তাঁহার সংগ্রহ তাঁহার অদম্য উৎসাহ পূর্ব্ব হইতেই আমাদের জানা ছিল সুতরাং কথায় ও কাজে এক হইতে বিলম্ব হইল না। আজ যে এই প্রায় দ্বিশতাধিক পিতৃলোকগত মহাত্মগণের পরিচয় একাধারে পাইয়া অতীতকে প্রত্যক্ষ করিতেছি ইহা কেবল ঐ আমার বন্ধুবরেরই যত্নফল। তিনি কোথায় ঘটককারিকা কোথায় অন্যান্য গ্রন্থ এই সব তন্ন তন্ন করিয়াছেন। পিতৃগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন। হাল্‌দার শিষ্যগণের পরিচয় ও বংশবল্লী চৌবাড়ীর শ্রীমান্ ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম্ এর সাহায্যে তাঁহারা আপনারাই সরবরাহ করিয়াছেন। মান, মুখোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় শিষ্যদিগের পরিচয় ও বংশবল্লী তাঁহারা নিজে নিজেই লিখিয়াছেন।

আমাদিগের বংশবল্লী হইয়াছে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ৬ খানি। রমাবল্লভের ধারায় ১ খানি বীরেশ্বরের ধারার বড়, মেজো, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম এই পাঁচ ছেলের পাচ ধারার ৫ খানি। একখানি বংশবল্লীতে এতগুলি ধারার সমাবেশ করা অসুবিধা বোধে ঐরূপ করিতে হইয়াছে। আমাদের এই কার্য্যে পাঁচবাড়ীর শ্রীমান্ কান্তিচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, টোলের বাড়ীর শ্রীমান্ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ, চৌবাড়ীর শ্রীমান্ বনমালী জ্যোতিষাধ্যায়ী ও ছোট ঠাকুরের বা সাতবাড়ীর শ্রীমান্ রামরতন

ঠাকুর এম্, এ, যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। পিতৃগণ ইঁহাদের সকলের প্রতিই প্রসন্ন হউন।

আমাদের এই গ্রন্থ যখন সঙ্কলিত হইতেছে তখন বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর শ্যামপুর নিবাসী ২৪ পরগণা ইছাপুর নবাবগঞ্জ কৃতাধিষ্ঠান অধুনা কাশীবাসী পণ্ডিতপ্রবর বাশিষ্ঠ শ্রীযুক্ত রামগোপাল স্মৃতিভূষণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার "কাশীবাস" বলিয়া এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন ও উহা ভাটপাড়ায় পাঠাইয়া দেন। তাঁহার নিজ বিবরণেই পরিপূর্ণ উক্ত পুস্তকে আমাদেরই এই বশিষ্ঠ বংশের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আছে। তিনি নিজে বশিষ্ঠগোত্রজ ও আমাদেরই আদিপুরুষ যে গদাধর তাঁহার প্রথম পুত্র যে বিষ্ণু তাঁহারই বংশধর। তিনি গদাধরের ২য় পুত্র যে জনার্দ্দন যাঁহার ধারা আমরা এই ভট্টপল্লীর, আঁড়িয়াদহের, কাঁটালপাড়ার ও হালিসহরের বাশিষ্ঠ, আমাদের পরিচয় সম্যগ্ অবগত না থাকায় ও যথাযথ অনুসন্ধান না করায় আমাদের সংবাদ তাঁহার গ্রন্থে বড়ই অসম্পূর্ণ ও স্থানে স্থানে ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হউক, তথাপি তাঁহার এই প্রথম উদ্যম প্রশংসনীয় এবং আমাদের যখন এখন এই গ্রন্থ বাহির হইল তখন ভাটপাড়ার বাশিষ্ঠদের সংবাদের জন্য কাহারও আর কোন ভুল থাকিবেনা গোস্বামী মহাশয়েরও ভবিষ্যতে ইহা উপকারে আসিবে। সে যাহাই হউক এখন গোস্বামী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থস্থ একটি বিষয়ের জন্য বড়ই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তিনি গদাধর ঠাকুরের মূল বাসস্থানের অনুসন্ধান ফল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উহা কান্যকুব্জের অন্তর্গত মার্জ্জনী নামক গ্রাম এবং গঙ্গাতীরে অবস্থিত। তিনি তথায় এখনও মিশ্র উপাধিধারী অনেক বশিষ্ঠগোত্রীয় ব্রাহ্মণ দেখিয়া আসিয়াছেন। এ সংবাদ বড় আনন্দের এবং ইহা প্রচার করিয়া স্মৃতিভূষণ গোস্বামী মহাশয় বাস্তবিকই একটি কাজ করিয়াছেন। তবে একটি বিষয় এখনও আমাদের জানিতে বাঁকি রহিল স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের গ্রন্থে উহা পাইলাম না। উহা প্রবর। আমাদের যে ত্রৈই তিন প্রবর বশিষ্ঠ, পরাশর, নৈয়ধ্রুব এই প্রবরই ঐ মার্জ্জনীগ্রামস্থ বাশিষ্ঠদিগের কি না তাহা এখনও জানিবার বিষয় রহিল। ভরসা করি আমাদের মধ্যে কেহ ইহা কোন সময়ে পূরণ করিবেন।

এইবার হে আমার ভক্তি শ্রদ্ধা স্নেহভাজন বংশীয়গণ! ও আশীর্ভাজন শিষ্যগণ! আমাদের এই স্মৃতিপ্রতিমার দিকে একবার ফিরিয়া চাহুন। আমাদের এই প্রতিমা পিতৃগণের ভূষণে বিভূষিত করিয়া আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছি। দেখুন কি ব্রহ্মজ্ঞতা, কি শাস্ত্রজ্ঞতা, কি ধর্ম্মনিষ্ঠা, কি আচার, কি দান, কি স্নেহ,

কি ভক্তি, কি উদারতা, কি উপেক্ষা, কি সরলতা, কি মধুরতা, কি তেজস্বিতা, প্রভৃতি পিতৃগণের বিভূষণ আমাদের এই স্মৃতিপ্রতিমায় রহিয়াছে। আসুন ঐ সমবেত গুণের ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল এই প্রতিমা আমরা আমাদের হৃদয় রূপ মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাগদ্বেষ ভুলি ও মিলিত হই। পিতৃগণ আশীর্ব্বাদ করিবেন। আসুন আমরা সমস্বরে করজোড়ে বলি :—

পিতৄন্ নমস্যে দিবি যেচ মূর্ত্তাঃ
স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং
বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥

উপসংহারে বংশীয়গণ ও শিষ্যগণ প্রতি নিবেদন যে এই গ্রন্থমুদ্রণ কার্য্যে যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছে স্পষ্ট হিসাব কার্য্যশেষে নারায়ণ স্মৃতিসমিতির নিকট দেওয়া হইবে। মোটামুটি ২৫০ শত টাকা ব্যয় ধরা হইছে। তন্মধ্যে ভাটপাড়ার শ্রীমান্ অংশু প্রকাশ হাল্‌দার, শ্রীমান্ অজপ্রকাশ হালদার ও তাঁহাদের ভ্রাতৃগণ ৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়া যথেষ্ট ও যোগ্য সহানুভূতি দেখাইয়াছেন বংশীয়গণের নিকট আজ পর্য্যন্ত একশতের কিঞ্চিদধিক টাকা পাওয়া গিয়াছে। ভরসা করি বাঁকি ব্যয় নারায়ণস্মৃতিসমিতির সদস্যগণ পূরণ করিবেন। পরিশেষে বক্তব্য স্বর্গতগণের পরিচয়ে অনেক স্থানে অনভিজ্ঞতা জন্য ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গেল এক্ষেত্রে তাহা মার্জ্জনা করিয়া ২য় সংস্করণের সময় বংশীয়গণ আমাদিগকে যথাযথ উপকরণ সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিবেন ইহাই প্রার্থনা। ওঁ তৎসৎ

সূর্য্যকুমারং পিতরং নমামি ভক্ত্যা নীলমণেঃ পুত্রম্।
স প্রসীদতু পিতা মে নারায়ণসন্ততিঃ সততম্॥

ইতি—
নারায়ণস্মৃতিসমিতির অন্যতর সম্পাদক
বাশিষ্ঠ—শ্রীবিনোদবিহারিবিদ্যাবিনোদ।

নিবেদন।

একটি কর্ত্তব্য এ সংস্করণে করা হয় নাই উহা আমাদিগের স্বগ্রামবাসী বিভিন্ন বিভিন্ন ঋষিবংশসম্ভূত মহনীয়কীর্ত্তি মহামান্য কুটুম্বনারায়ণগণের পরিচয়প্রদান। আমরা তাঁহাদের তাঁহারা আমাদের শোণিতসম্পর্ক ওতপ্রোত আত্মীয়তা অবিচ্ছিন্ন উহা দেখান হয় নাই গ্রন্থ অসম্পূর্ণ হইয়াছে। কারণ কিন্তু আর কিছুই নহে কেবল উপকরণ সংগ্রহের অভাব। তাই করযোড়ে তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন তাঁহারা যেন এ ত্রুটি মার্জ্জনা করেন। যদি ভগবান্ দয়া করেন গ্রন্থখানি সকলের সহানুভূতি পায় দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁহারা যেন সাহায্য করেন আমরা যেন তাঁহাদের পরিচয় দিয়া গ্রন্থখানিকে সম্পূর্ণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারি। এই নিবেদন আমাদিগের কাঁটালপাড়া হালিসহর ও আঁড়িয়াদহ নিবাসী জ্ঞাতিমহাশয়গণ-দিগের প্রতিও প্রযোজ্য। তাঁহাদের পরিচয়েরও ইহাতে অনবস্থানের ঐ একই কারণ উপকরণ সংগ্রহাভাব। তাঁহারা যেন সহানুভূতি দেখান আমরা আমাদের গ্রন্থখানিকে ২য় সংস্করণে তাঁহাদের পরিচয়ে যেন সমৃদ্ধ করিতে পারি। ইতি—

নিবেদক—

নারায়ণস্মৃতিসমিতির

সম্পাদকদ্বয়।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পঙ্‌ক্ত্যঙ্ক
জ্যোতিষাধ্যায়ী	জ্যোতীরত্ন	৶০	২৬
গিয়াছেন	হইয়াগিয়াছেন	১৩	৯
১১৯৪	১২৯৪	২৪	১৪
অশৌচপ্রকরাবণ ব্যববস্থ	অশৌচপ্রকরণের ব্যবস্থায়	২৪	২৬
ইহাকে	ইহার সম্বন্ধে	২৫	২
উজুলী	উলুসী	৩০	৮
শৌস্থীর্য্য	শৌণ্ডীর্য্য	৩৭	৯
সমাস্থৃত	সমাদৃত	৩৯	৫
দয়াল তর্করত্ন	কেদারনাথ সিদ্ধান্তরত্ন	৪৫	৩
প্রকাপ	প্রকাশ	৪৮	১১
নীলকমল	রামকমল	৪৯	১৩
তারক	(O)	৪৫	২৬
জ্যেষ্ঠ	কনিষ্ঠ	৪৫	২০
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	৪৫	২৩
শুরুচতি	শুরুচিত	৫২	৪
মুখোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৩	২৪
জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী	৫৪	১১
মুখোপাধ্যায়	চট্টোপাধ্যায়	৬২	৮
প্রচীন	প্রাচীন	৬৭	১৭
পুত্রের	পৌত্রের	৭৬	২৪
বিদ্যারত্ন	শিরোমণি	৮৯	১০
কমলাকান্ত বাচস্পতি	রামকমল ন্যায়রত্ন	৮৯	৭
বিদ্যারত্ন	শিরোমণি	৯০	২
জিট্‌মল	জুটমিল	৯৫	১৫

আশীর্ব্বাদ।

আমাদের এই গ্রন্থমুদ্রণকার্য্যে যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করায় আমরা আমাদের শিষ্য কলিকাতা বালীগঞ্জনিবাসী শ্রীমান্ শশিভূষণবন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বরবন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়কে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতেছি তাঁহারা যেন শ্রীশ্রী৺নারায়ণ ঠাকুরের কৃপায় সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেন। এই আশীর্ব্বাদ ভাটপাড়ার চৌবাড়ীর ঠাকুর শ্রীমান্ বনমালিজ্যোতীরত্নের প্রতিও প্রয়োজ্য। শ্রীমান্ আমাদিগের দক্ষিণহস্তস্বরূপ এ কার্য্যে নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন। ইতি—

নারায়ণস্মৃতিসমিতির—

সম্পাদকদ্বয়।

ভাট্পাড়ার (ভট্টপল্লীর) প্রতিষ্ঠাতা।

আদি সিদ্ধমহাপুরুষ বাশিষ্ঠ নারায়ণঠাকুরের কিছু পরিচয় প্রদান ও তাহার বংশধর-দিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

কর্ম্মব্রহ্মপথপ্রচারসবিতা সিদ্ধেঃ পরং পারগো
ব্রহ্মর্ষেঃ কুলমাজগাম জনুষা যশ্চাদিরেষাং পুমান্।
যন্নামস্মরণং ভবার্ত্তিশমনং কালে সুঘোরে কলৌ
তং বন্দে শতশো হিতায় জনুষো নারায়ণং বা পরম্॥

ভাটপাড়া কতদিনের গ্রাম সেবিষয় প্রমাণ মিলিতেছে না তবে এই গ্রাম যে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্বসময়ে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ বাঙ্গালা ৯০০ সালে ছিল তাহার একটী নিদর্শন মিলিয়াছে।

মাহেশের প্রসিদ্ধ রাধাবল্লভজীউ বিগ্রহের স্থাপয়িতা ৺কমলাকান্তপিপ্লাই মহাশয় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অব্যবহতিপরবর্ত্তী কারণ ১৪৫৫ শাকে শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পুরুষোত্তমে লীন হওয়ার পর ১৫ পোনর বর্ষ মধ্যে শ্রীভগবানের দারুমূর্ত্তির পরিবর্ত্তন হয় ঐ সময় পুরুষোত্তমে অবস্থিত পিপ্লাইমহাশয় স্বপ্নাদেশ পাইয়া ঐ ত্যক্ত দারুমূর্ত্তিটীকে প্রথমে মাহেশে আনয়ন করেন এবং ঐ দারু হইতে শিল্পিসাহায্যে বিগ্রহের অবতারণা করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন ইহা বহুপ্রমাণে সিদ্ধান্ত আছে। ঐ কমলাকান্ত পিপ্লাই মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বিপ্রদাসপিপ্লাই (যাঁহার পূর্ব্ব নিবাস ছিল বাদুড়িয়াগ্রামে) ১৪১৭ শাকে অর্থাৎ এখন হইতে কিছু অধিক চারিশত বৎসর আগে মনসার ভাসান গীতিকাব্য

রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে বর্দ্ধমান কালনা হইতে আরম্ভ করিয়া বেহুলার গমনকালীন রচনায় ভাগীরথীর উভয়-পার্শ্বের অনেকগুলি গ্রামের বর্ণনাক্ষেত্রে পূর্ব্বপারে কাঁকনাড়া ভাট-পাড়া মূলাজোড় প্রভৃতির নাম উল্লেখ আছে। এই প্রমাণেই চব্বিশ-পরগণার গেজেটপ্রণেতা মাননীয় হাণ্টার সাহেব ঐ বিপ্রদাস কবিকে আকবর বাদ্সাহের পূর্ব্বের ও ভাটপাড়াগ্রামকে চারি-শত বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্থির. করিয়াছেন। সুতরাং প্রতাপা-দিত্যের রাজ্যস্থাপনের বহু পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত এই গ্রন্থে ভাটপাড়া নামের স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় ইহাই স্থির যে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতেও এই নামেই এই গ্রাম বিদ্যমান ছিল!

এখন নারায়ণঠাকুরের চরণস্পর্শে কোন সময় এই গ্রাম পবিত্র হইল তাহার সন্ধান লইতে হইলে অগ্রে জানা আবশ্যক নারায়ণঠাকুর কোন বংশের কাহার পুত্র কোথা থেকেই বা কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিলেন। এই সকল বিষয়ের সম্যক্ তথ্য নির্দ্ধারণ করিবার পক্ষে সহায্য পাইবার কোন প্রকার ইতিহাস নাই। কেবল পূর্ব্বাপরবর্ত্তীদের হস্তলিখিত পুস্তকাদিতে স্বাক্ষর ও লিখিতসময় ও পুরুষসংখ্যা অনুসারে শতাব্দনিরূপণ এবং অধস্তন বংশধরদিগের প্রতিষ্ঠিত নবরত্নাদিতে খোদিত লিপি ও পুরুষপরম্পরায় প্রচলিত প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার সময়নিরূপণে যত্ন লইয়াছি।

নারায়ণঠাকুরের পিতামহ শুক্লযজুর্ব্বেদী মাধ্যন্দিনশাখী ত্রিপ্রবর বসিষ্ঠগোত্র মহাত্মা গদাধর ঠাকুর কান্যকুব্জ হইতে এই দেশে আসেন। কান্যকুব্জ বা কনোজরাজ্য মুসলমান অধিকারে আসায় দস্যু-দিগের দ্বারা নির্যাতনভয়ে সেই শতাব্দীতে গদাধরের ন্যায় অনেক বেদজ্ঞ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ এদেশে আসেন তাঁহারাই নবাগত পাশ্চাত্য-বৈদিক নামে কুলপঞ্জিকায় অভিহিত আছেন। গদাধরের পিতার নাম কপিল ও পিতামহের নাম মহাবীর এখনও বংশধরেরা ঐ নামে তর্পণ করিয়া থাকেন।

গদাধরের কনোজ হইতে আগমনের প্রমাণরূপে নিম্নলিখিত শ্লোকটী তদীয় বংশধরদিগের মুখে প্রবাদরূপে এবং ১৭০ বৎসর পূর্ব্বে বগড়ী শ্যামপুরনিবাসী গদাধরেরই অন্যধারাসম্ভূত বাসিষ্ঠ * বৃন্দাবনগোস্বামী মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত গোপালতাপনীগ্রন্থে ও ১৪৫ বর্ষ পূর্ব্বে গদাধরের অধস্তন সপ্তমপুরুষ ভাটপাড়ানিবাসী রামকান্ত-সার্ব্বভৌমমহাশয়ের স্বরচিত রামলীলোদয়মহাকাব্যের পরিশেষে নিজ বংশের পরিচয়ক্ষেত্রে লিখিত আছে দেখা যায়।

দস্যুভয়াত্ত্রাতুমনা ধর্ম্মদারসুতাদিকান্।
কান্যকুব্জাৎ সমায়াতো গদাধরমহাসুধীঃ।
গদাধরস্য দ্বৌ পুত্রৌ খ্যাতৌ বিষ্ণু-জনার্দ্দনৌ॥

এখানে জানাইয়া রাখি যে ভাটপাড়ার বাসিষ্ঠ গুরুঠাকুরেরা গদাধরের ২য় দ্বিতীয় পুত্রের বংশধর। উপস্থিতপ্রসঙ্গসঙ্গতিবশে ১ম পুত্র বিষ্ণুর বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন হইল গদাধর কনোজ হইতে বঙ্গে পৌঁছিলেন সহযাত্রিকদের অভিপ্রায়মতে পুরুষোত্তমদর্শনে অভিমুখ হইলেন ঐ সময়ের ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে কনোজ হইতে সমাগত ঋগ্বেদী মৌদ্গল্য মুরারিভট্ট ভরদ্বাজ উপেন্দ্রভট্ট ও গৌতম গণপতি-ভট্টমহাশয় প্রভৃতিরা তখন বগড়ীতে বাস করিতেছিলেন ঐ পথে পুরুষোত্তমাভিমুখে যাইবার কালে তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। পথশ্রান্তা গুর্ব্বিণী বনিতা ও কিশোরবয়া পুত্র বিষ্ণুকে তাঁহাদের আগ্রহাতিশয়ে তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পুরুষোত্তমযাত্রা করেন। এই বগড়ীতেই তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জনার্দ্দন ভূমিষ্ঠ হন।

ঐ সময় বরদারাজা শোভাসিংহ সেই অপ্রাপ্তবয়া বিষ্ণুর এক অলৌকিক ব্রহ্মশক্তি † দেখিয়া বিস্মিত হন ও ঋষিজ্ঞানে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লন শ্যামপুরবাসী গোস্বামিমহাশয়েরা সেই বিষ্ণুরই বংশধর এবিষয় বিশদভাবে আমার স্বরচিত সংস্কৃত বংশ-পরিচয় গ্রন্থে বিবৃত আছে।

---

* বৃন্দাবনগোস্বামীই বৃন্দাবনচন্দ্রনামে যে কৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন তাহা এখনও শ্যামপুরে সেবিত হইতেছেন।

† মন্ত্রপূত সলিলনিক্ষেপে মত্তহস্তী বশ্য হয়।

পূর্ব্বোক্তগণপতিভট্ট—

বাঙ্গালার প্রথম স্মৃতিসংগ্রহকার বৈষ্ণবচূড়ামণি গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্যের পিতা এই গণপতিভট্ট জ্যোতিষ্মতীনামে এক জ্যোতিষের টীকা প্রস্তুত করিয়া তাহার শেষে লিখিয়াছেন।

বিশ্বাঙ্গশ্রুতিসম্মিতে কলিযুগস্যাব্দে প্রসিদ্ধাহ্বয়ো
ভট্টঃ খ্যাতগুণোত্তরো গণপতির্জ্যোতির্বিদামগ্রণীঃ।
লক্ষ্মীনন্দিপুরন্দরানুজ পদদ্বন্দ্বারবিন্দার্পিত—
স্বান্তঃ সন্তুর্তমন্দিরাপরি.তো জ্যোতিষ্মতীমাতনোৎ॥

ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে কলিযুগের ৪৬১৩ এই অব্দে অর্থাৎ এখন হইতে ৪৩৩ বর্ষ পূর্ব্বে ঐ পুস্তক লিখেন ইহা তাঁহার প্রাচীন বয়সের লেখা কারণ তাঁহার পুত্র গোবিন্দানন্দের নিবন্ধ-রচনা ১৫৪০ খৃঃ অর্থাৎ এখন হইতে ৩৮৫ তিন শত পঁচাশি বৎসর পূর্ব্বে ইহা প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের সিদ্ধান্তিত, ক'র রাজা শোভাসিংহের সঙ্গে পাঠানদের যুদ্ধঘটনা ১৫১২ খৃঃ এখন হইতে ৪১৩ বর্ষ পূর্ব্বে। ইহাতে বুঝা যায় গণপতিভট্ট প্রায় সাড়ে চারি শত ৪৫০ বৎসরেরও পূর্ব্বে বঙ্গে আসেন। গণপতিভট্ট গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন ৪৩৩ বৎসর পূর্ব্বে, তাঁহার পুত্র গোবিন্দানন্দের নিবন্ধ প্রস্তুত হইল ৩৮৫ বৎসর পূর্ব্বে, রাজা শোভাসিংহের পাঠানদের সঙ্গে সংঘর্ষ ৪১৩ বৎসর পূর্ব্বে। ঐ রাজা শোভাসিংহ গদাধরপুত্র বিষ্ণুকে আশ্রয় করিলেন ও গদাধর পূর্ব্বাগত গণপতিভট্টদিগের সহযোগে স্ত্রী পুত্র রাখিয়া তীর্থ যাত্রা করিলেন। ইহার কোন অসামঞ্জস্য হইল না। এদিক দিয়াও বলা যায় যে গদাধর ৪৪০ বৎসরেরও পূর্ব্বে বঙ্গে আসিয়াছিলেন অর্থাৎ বর্ত্তমানে গদাধর হইতে ১২।১৩ কোথায় ও বা ১৪ বা ১৫ পুরুষ হইতে দেখা যাওয়ায় এখন হইতে একশত বৎসর পূর্ব্বের পুরুষদের তিন পুরুষে একশত ও পরবর্ত্তী শতাব্দটী চারি বা পাঁচ পুরুষে ধরিলেও গদাধর ঠাকুর কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ৪৫০ সাড়ে চারিশত বর্ষের লোক হন সুতরাং এই প্রবাদ শ্লোকটী এখন অনুকূলে উল্লেখযোগ্য হইল।—

সার্দ্ধাচ্চতুঃশতাদর্ব্বাক্ বর্ষাত্ পূর্ব্বং চতুঃশতাত্।
গদাধরঃ সমায়াতঃ পন্থ্যাং বঙ্গেষু বান্ধবৈঃ॥

গদাধর তীর্থ প্রত্যাগমনোত্তর কিছুকাল বগড়ীতেই থাকেন। তখন ক্রমাগত ঐ পথে পাঠানদের গতিবিধি হইতে থাকায় ঐ সকল স্থানে নির্ব্বাধে ব্রহ্মনিষ্ঠার সুযোগ না পাইয়া এবং নিকটেই বরদারাজার সম্পর্কে বিষ্ণুর অবস্থান নিজের প্রীতিকর না হওয়ায় ঐ স্থান ও বিষ্ণুর সহযোগ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া যশোরে ধূলিপুর—সমাজের ধলবেড়ে গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হন তখন তথায় নবাগত অনেক বেদজ্ঞ বাস করিতেছিলেন একটী বৈদিকসমাজও গঠিত হইয়াছিল এবং তখন যশোরে হিন্দুশাসক ভূঞাদের অধিকারে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অব্যাহত ছিল এবং যশোরসম্বন্ধে এই প্রবাদ চলিতেছিল—

যশোহরপুরী কাশী দীঘিকা মণিকর্ণিকা।—

তাহার কারণ পীঠমাল্যমতে য'শারে পাণিপদ্ম পতিত হওয়ায় যশোহর পীঠস্থান ছিল ও আছে। গদাধরের তিরোধানের পর তাঁহার পুত্র জনার্দ্দন ঠাকুর ধূলিপুরেই প্রতিষ্ঠার সহিত বাস করেন তাঁহারই সময়ে নকীপুরের চৌধুরীদের সঙ্গে গৌরবাস্পদ গুরুতা-সম্বন্ধ সংঘটিত হয়।

কেহ কেহ বলেন যে কোটালিপাড়ার গোষ্ঠীপতি হরিহর চক্রবর্ত্তীর অনুষ্ঠিত অগ্নিযজ্ঞে বঙ্গের চতুর্দ্দশ বৈদিকসমাজ আহূত হন জানা গিয়াছে যে নানা প্রাচীন ও নবাগত বৈদিকের সমাজ হইতে সামবেদিবসিষ্ঠ ও প্রবরভেদে দ্বিবিধ যজুর্বেদিবসিষ্ঠ সন্তানেরাও তথায় উপস্থিত ছিলেন তখন ধূলিপুরে ধলবেড়েও একটী বৈদিকসমাজ ছিল এবং ঐ স্থানে জনার্দ্দন ঠাকুর ব্যতীত আর কেহ যজুর্বেদী বসিষ্ঠ ছিলেন না সুতরাং ইহাতে বুঝা যায় যে জনার্দ্দন ঠাকুরও উক্ত যজ্ঞসভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমি এমতের সম্যক্ সমর্থন করি না—কারণ যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের অভ্যুদয়কাল খৃষ্টীয় ষোড়শতাব্দীর শেষভাগ ও

প্রতাপাদিত্যের অবসানের বিংশতিবর্ষ পরে ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় ইহা প্রমাণিত আছে অতএব তখন জনার্দ্দন ঠাকুরের বয়স ১২০ বৎসরের কম হয় না তাঁহার অত দীর্ঘজীবী হওয়ার কথা শুনা নাই আর তাহা হইলেও ঐরূপ বয়সে তথায় যাওয়া সম্ভবপর হয় না এ বিধায় জনার্দ্দনের পুত্র বর্ত্তমান বর্ণনীয় মহাপুরুষ নারায়ণঠাকুরেরই তথায় উপস্থিতি সম্ভব এবং সেই বিষয়ে আংশিক প্রমাণও মিলে।

ঐ যজ্ঞে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলনিয়ম রক্ষাকল্পে যে কৌলীন্য-সূচক অঙ্গ নির্ণীত হইয়াছিল তাহাতে—

বেদো বিত্তং সদাচারো ভূমি-বহ্নি-পরিগ্রহঃ।
ধর্ম্মঃ সত্যং তপশ্চৈবমষ্টাঙ্গং কুলমুচ্যতে॥

এই পাশ্চাত্যপঞ্জিকায় লক্ষ্মীকান্তমিশ্রমহাশয়ের লিখিত বচনানু-সারে নারায়ণঠাকুরের বংশধরদিগের নানাসমাজে কুলমর্য্যাদার প্রভূত প্রশংসা আছে এবং ঐ সভাতেই নারায়ণঠাকুরের সম্যক্ পরিচয় পাইয়া শুনকেরা সন্তুষ্ট হন এবং পরে নারায়ণ ঠাকুরের বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত করেন নারায়ণঠাকুরের পত্নীর নাম লক্ষ্মী দেবী ছিল বলিয়া শুনা যায়।

জনার্দ্দনঠাকুর সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহার প্রণীত দুর্গার্চ্চাকৌমুদী অতি সারবান্ গ্রন্থ আজিও তদনুসারেই এই ভাট্পাড়ায় তাঁহার বংশধরেরা দুর্গোৎসব করিয়া থাকেন। সেই জনার্দ্দনের ঔরসে অবতারভূত নারায়ণঠাকুরের জন্ম হয়। নারায়ণঠাকুরের আবির্ভাবকালের বিশেষ কোন নিদর্শন নাই তবে কাঠালপাড়ানিবাসী তাঁহারই বংশধর শ্রীযুত রামপ্রসন্নবিদ্যারত্ন ঠাকুর মহাশয়ের বাটী হইতে একখানি মহেশ্বরন্যায়ালঙ্কারকৃত কাব্য-প্রকাশের টীকা মিলিয়াছে তাহাতে নারায়ণ শর্ম্মার স্বহস্ত লিখিত বলিয়া এবং ১৫৭৮ শাকে লিখা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে ঐ লেখা নারায়ণঠাকুরের প্রাচীন বয়সের লিখা ধরিলে কতক সামঞ্জস্য হয়, যেহেতু তাঁহার পুত্র রামনাথঠাকুরের স্বহস্তলিখিত চণ্ডীপুস্তক ১৫৭৫ শাকের লিখা আমার গৃহে ছিল এবং তাঁহারই লিখিত

অমরকোষ ১৫৯৩ শকাব্দায় লেখা বলিয়া সঙ্কেতযুক্ত ভাটপাড়া-নিবাসী তাঁহারই বংশধর ৺ মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের গৃহে আছে। যদিও ইহাতে পিতা পুত্রের প্রায়ই এক সময়ে লিখন আসে তাহাতেও দোষ কিছু না দেখিলেও কাব্যপ্রকাশের টীকার শেষে "স্বার্থং লিখিতং" এই কথাটী লেখা থাকায় অত প্রাচীনবয়সে এই লেখার পক্ষে তর্ক উঠে এক্ষণে সাধারণে বিচার করিবেন।

প্রথম—নারায়ণঠাকুরের স্বহস্তলিখিত কাব্যপ্রকাশ টীকায় ১৫৭৮ শাক। দ্বিতীয়—নারায়ণঠাকুরের কোটালীপাড়ায় অগ্নিযজ্ঞে গমন ১৫২৫ শাক। তৃতীয়—তাঁহার পুত্র রামনাথ ঠাকুরের হস্তলিখিত চণ্ডীর সময় ১৫৯০ শাক। চতুর্থ—ঐ রামনাথ ঠাকুরের হস্ত-লিখিত অমরকোষের সময় ১৫৯৩ শাক। ৫ম—রামনাথঠাকুরের পৌত্র বীরেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের নবতিবর্ষবয়সে তীরস্থ হওনের সময় বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতা অবরোধ করিয়া পরপারে চুঁচুড়ায় আসিয়া নৌযানে রাত্রিযাপন করেন ১৭৫৭ খৃঃ—১৬৭৮ শাক অর্থাৎ নারায়ণঠাকুরের সময় হইতে চারি পুরুষে একশত বর্ষ হইল। ৬ষ্ঠ—পরবর্ত্তী পুরুষদিগের নবরত্নাদি খোদিত দলীলাদিতে লিখিত সময় দর্শনে ও ২৫ পঁচিশ থেকে ৩০ ত্রিশ বৎসর হিসাবে প্রতিপুরুষ ধরিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে ৩৫০ সাড়ে তিন শত বৎসর হইল নারায়ণঠাকুর আবির্ভূত হন। নিম্নোক্ত শ্লোকটীও এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক—

শতাচ্চ শাকাত্তিথিমাদথোর্দ্ধং ত্রিংশৎসমাস্তঃ ক্বচিদেকবর্ষে।
রবৌ তপঃসপ্ততিথৌ সিতায়াং সুতো বভূবাস্য হিতায় পুংসাং॥

অদ্যকার তিথিটীকে সেই প্রাতঃস্মরণীয় প্রভুর আবির্ভাব স্মৃতিদিন-রূপে ব্যবহার করিবার পক্ষে কোন ভক্তের প্রতি অলৌকিক স্বপ্নাদেশও কারণ আছে তাহা সময়ে বিবৃত হইবে।

নারায়ণঠাকুরের গৌরবরশ্মি সমগ্রবঙ্গে কি প্রকার বিস্ফুরিত হইয়াছিল তাহার একটী নিদর্শন দেখাইতেছি—

খৃঃ—অষ্টাদশশতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত নব'গত পাশ্চাত্য কুল-পঞ্জিকায় গ্রন্থকার লক্ষণবাচস্পতি মহাশয় নবাগত পাশ্চাত্য বৈদিক-গণের পরিচয়ক্ষেত্রে সোপাধিক নারায়ণ ঠাকুরের প্রকৃষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সাধারণের মধ্যে উত্তম বলিয়া গিয়াছেন—

দ্বিজো ভরদ্বাজকুলাব্জসূর্য্যঃ শ্রীমান্ হি দামোদরমিশ্রনামা।

বসিষ্ঠজোঽভীস্টবিশিস্টনিষ্ঠো নরেষু নারায়ণঠাকুরাখ্যঃ॥

পিতৃপথানুসরণ করিয়া নারায়ণঠাকুর বাসগৃহের প্রাঙ্গণে বিল্ববৃক্ষের মূলে সাধনা আরম্ভ করেন, এই সাধনাই তাঁহার সিদ্ধির মূল। সেই প্রাচীন বৃক্ষ দেবাত্মভাবে অধিষ্ঠিত থাকায় বহুদিনই ছিল! উহা নষ্ট হইলে উহার মূল থেকে যে দ্বিতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার মূল-দেশে নারায়ণঠাকুরের সাধনাবেদীর ভগ্নাবশিষ্ট অংশ এখনও আছে এবং সেই বেদীসংলগ্ন বিল্ববৃক্ষের মূলে বহুদূর থেকে গৃহস্থেরা আসিয়া গাভীর প্রথম দুগ্ধ ঢালে চতুর্বণসাধারণে মানসিক করে এবং অভীষ্ট রোগ-নাশ বা পুত্রাদিলাভকামনায় ৺ তারকেশ্বর প্রভৃতি অনাদিস্থানের মত হত্যা দেয় এবং সফলকাম হইয়া তথায় সমারোহে দেবীর পূজা দেয়।

এবং সেই মহাপুরুষের বাস্তুভিটা বর্ত্তমানে তিনচারি বিঘা জঙ্গল ময় হইয়াছে তথাকার লোকেরা এখনও ঐ ভিটাকে বেলবাড়ী বলিয়াই নির্দ্দেশ করে এবং তাঁহার তথাকার নিষ্কর অন্যসম্পত্তি সকল এই ভাটপাড়ার তাঁহার বংশধরেরা গ্রহণ করেন নাই শুনিয়াছি চন্দ্রশেখর ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রবংশীয় এড়েদাবাসী বশিষ্ঠগোত্রঠাকুরেরা ভোগ করিয়া আসিতেছেন বর্ত্তমানে তাঁহাদেরও অনেক অংশ হওয়ায় অনেকে বিক্রয়ও করিতেছেন।

শুনিয়াছি নারায়ণঠাকুর পঞ্চোপাসক ছিলেন এবং ঐ পঞ্চোপাসনার মন্ত্র তাঁহার বংশে একটী ধারায় চলিয়া আসিয়াছে তবে বর্ত্তমানে এখনও সেরূপ দীক্ষা হইতেছে কি না জানি না।

নারায়ণঠাকুর মূলমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন এবং তাঁহার যোগসহযোগে মন্ত্রসাধনার প্রভাবে গুটিকাসিদ্ধি প্রভৃতি দুই একটী যোগিজনোচিত ব্যবহারিক সিদ্ধি ও আয়ত্ত হইয়াছিল।

তাঁহার সিদ্ধিলাভের নিদর্শন ক্রমে দেখাইতেছি—তিনি একসময়ে বলিয়াছিলেন, আমার বংশে সর্পাঘাতে কেহ মরিবে না। এই বাক্‌সিদ্ধির ফল এখনও এইবংশে আছে বলিয়া শুনা যায়। তাঁহার কৃপায় ইহা চিরসিদ্ধ থাকুক ইহাই প্রার্থনা।

তিনি ধূলিপুরের ধলবেড়া গ্রামের স্ববাস্তু হইতে সমসূত্রপাতে ত্রিশ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত এই ভাটপাড়ার গঙ্গায় আধুনিক ভাঙ্গাবাঁধা ঘাটের নিকটে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অন্যের অলক্ষ্যে প্রত্যহ স্নান করিতে আসিতেন এবং তথায় ভাগীরথীতে সন্ধ্যাতর্পণাদি বর্ণাশ্রমোচিত নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই স্বস্থানে প্রস্থান করিতেন। গুটিকাসিদ্ধির সাহায্যে তাঁহার এই গমনাগমন দুই এক দণ্ড মধ্যেই নিষ্পাদিত হইত।

পথিমধ্যে গোবরডাঙ্গার নিকট ইছাপুর গ্রাম পড়িত, ঐ গ্রামে গোষ্ঠীপতি ব্রহ্মর্ষিকল্প জমীদার রাঘব সিদ্ধান্ত বাস করিতেন। কথিত আছে, এই সিদ্ধান্তমহাশয়ের সঙ্গে যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের খণ্ড যুদ্ধ হয়; যে স্থানে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, ইছাপুরের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে একক্রোশের মধ্যে সেই স্থানটী আজিও প্রতাপপুর নামে অভিহিত আছে; এখন তাহা একটী ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে। আকাশপথে প্রত্যহ এক তেজঃপুঞ্জের গমনাগমন সিদ্ধান্তমহাশয় লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতেন; তিনি তখন প্রাচীন হইলেও কৌতুকী হইয়া স্বীয় তপঃপ্রভাবে সেই তেজঃপুঞ্জরূপী নারায়ণ ঠাকুরকে স্বগৃহে অবতারিত করেন এবং তদীয় রূপ গুণ বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য ও তপঃশক্তির পরিচয় পাইয়া আপনাকে ধন্য বোধ করেন এবং বলেন, ঠাকুর আমি তো যিযাশু, এক্ষণে আমার বংশ পবিত্র করুন। ক্রমে সিদ্ধান্তমহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ও উচিতপাত্র বুঝিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে তাঁহার পুত্রাদিকে দীক্ষা দেন, তদবধি ইচ্ছাপুরের চৌধুরী মহোদয়েরা এই বংশের শিষ্য হইয়া আসিতেছেন। এই ঘটনাটী ঠাকুরবংশে এ যাবৎ স্ত্রীপুংসাধারণের নিকট পরম্পরাক্রমে বিবৃত হইয়া আসিতেছে এবং এই পুস্তকসঙ্কলয়িতার ৺ পিতামহের শিষ্য ৺সুরনাথ চতুর্ধুরীণ জমীদারপ্রবরের যত্নরক্ষিত পুস্তকরাশির মধ্যে

এক তালপত্রে রাঘবসিদ্ধান্তের পুত্রের দীক্ষা লওয়ার প্রসঙ্গ এইরূপেই বর্ণিত ছিল বলিয়া তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন।

২য়। মেদিনীপুর পাথরা গ্রামের ৺রামনারায়ণ মজুমদার নারায়ণ ঠাকুরের কাছে দীক্ষা লইতেছেন এই স্বপ্ন পান, তদবধি বহুবর্ষ বহুস্থানে প্রভুর স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তিস্মরণে অনুসন্ধানও করেন, ক্রমে সর্ব্বত্র অকৃতার্থ হইয়া কাশী হইতে নৌযানে প্রত্যাগমনকালে ভাগীরথীতীর অন্বেষণ করিতে করিতে এই ভাটপাড়ার ঘাটে দর্শন পান, তখন কৃতার্থ হইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রভুর গোচর করেন। প্রভু সমস্ত জ্ঞাত হইয়া বুঝিলেন, তাঁহার প্রতি সত্যই দেবতার অনুগ্রহ,তখন তাহার ঐকান্তিক, আন্তরিক প্রেম দেখিয়া ও দেবতার আদেশ মান্য করিয়া এই গঙ্গাতীরেই তাঁহাকে দীক্ষা দেন। তদবধি পাথরা ও জনার্দ্দনপুরের মজুমদার মহাশয়েরা এই বংশের শিষ্য হইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে সেইবংশের উল্লেখযোগ্য মনীষী শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার একজন শাস্ত্রবিশ্বাসী সুপণ্ডিত গুরুপ্রেমিক পাঁচবাড়ীর ৺অমৃতময় ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ও বংশের অন্যতম প্রধান ভক্ত।

৩য়। ভাটপাড়ার ভাঙ্গাবাঁধাঘাটের সন্নিকটস্থ গঙ্গাতীরবাসী মাধব নামে এক কুম্ভকার প্রত্যহই প্রত্যুষে প্রভুকে স্নানাদিব্যাপৃত দেখিত কিন্তু সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর ব্রহ্মণ্যদেবের নিকট যাইতে বা তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহসী হইত না. এবং চেষ্টা করিয়াও তিনি কোন্‌পথে কোথা হইতে আসেন বা যান, তাহাও জানিতে পারিত না। এই ব্যাপারটী ক্রমে তাঁহার তদানীন্তন ভূস্বামী পরমানন্দ হালদার মহাশয়ের গোচর করিল। ঐ পরমানন্দ হালদার যশোর জেলার ভুগিরহাটের নিষ্ঠাবান্ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের বংশধর; ইনি নবাব সরকারে চাকুরী করিয়া কর্ম্মের পারিতোষিকরূপে বাঙ্গালা ১০০০ সালে ভাটপাড়া তালুক প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন। এবং তিনি নিজে পবিত্র সদাচারী বিষ্ণুভক্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি কুম্ভকার-বাক্যে বিস্মিত হইয়া কোন এক প্রত্যুষে সেই মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার সম্যক পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হন এবং

এখানে বাস করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু প্রভু নিঃসম্পৃক্তের বিশেষতঃ গঙ্গাতীরে প্রতিগ্রহ করিতে বৈমুখ্য দেখাইলে পর হালদারমহাশয় নিজের আজীবন আকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধপুরুষের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। নারায়ণঠাকুরও তাঁহাকে যথার্থ পাত্র ও অনুরক্ত বুঝিয়া দীক্ষা দান করেন। হালদার মহাশয়ের অধস্তনদের মুখে শুনিয়াছি "যখন সময় আসে, তখন শুভ সংযোগ সব আপনা আপনি সংঘটিত হয়" এই কথা তৎকালে পরমানন্দের মুখে বাহির হইয়াছিল, কারণ তাঁহার যেমন সুসময়, তেমনি বসিষ্ঠপ্রতিম গুরু পান। হালদারমহাশয় গুরুর সাময়িক বাসোপযোগী গঙ্গাতীরেই আটচালা করিয়া দেন। স্থায়ী বাস করিবার উপরোধ করিলে প্রভু উত্তর দিয়াছিলেন, স্থায়ী বাস আমার পৌত্র হইতে এখানে ঘটিবে; তাই তাঁহার পৌত্র চন্দ্রশেখর বাচস্পতি হইতেই এখানে স্থির বাস। পূর্ব্বোক্ত এই তিনজনই তাঁহার প্রথম ও প্রধান শিষ্য হন বলিয়া কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন, এড়েদার ঘোষাল মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ ভাটপাড়ায় গঙ্গাবাস করিবার কালেই তাঁহার শিষ্য হন। নারায়ণঠাকুরের যে কেবল অধ্যাত্মবিদ্যায় বিশিষ্ট পরিচয় দেখা যায়, তাহা নহে; তাঁহার প্রণীত 'ব্রহ্মসংস্কারমঞ্জরী' একখানি যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিন শাখীদের সংস্কার করিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ; সেই মতে আজিও ভাটপাড়ার তদীয় বংশধরেরা সংস্কারকর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন :—

> মুরারিভাষ্যোবটভাষ্যসারসঙ্কেততঃ শাতপথশ্রুতীশ্চ।
> বিলোক্য পারস্করগৃহ্যভাষ্যাণ্যশেষদেশাৎ পরিসঞ্চিতানি॥
> তন্যতে স্যায়চার্ব্বঙ্গী শ্রীনারায়ণশর্ম্মণা॥
> প্রীতয়ে ধর্ম্মভীরূণাং ব্রহ্মসংস্কারমঞ্জরী॥

এই গ্রন্থ প্রণয়নকার্য্যে নারায়ণঠাকুর নানা দেশ হইতে যে সকল বেদভাষ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন, এখন সে সব গ্রন্থই দুষ্প্রাপ্য। এই গ্রন্থের বন্দনাশ্লোকে "নমামি শম্ভোশ্চরণারবিন্দং" এই কথা লিখাতে তাঁহাকে শৈব বলিয়া বুঝা যায়, অথচ সিদ্ধিলাভ

নিদর্শনে শাক্ত বলাই ঠিক, আবার তাঁহার পূজিত শালগ্রাম শিলা পুরুষপরম্পরায় এই বংশে সেবিত হইয়া আসিতেছেন। ইহাতে এই বুঝায় যে, তিনি "অন্তঃশাক্তো বহিঃ শৈবো সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ' এই প্রমাণের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

আজি তিনশত বৎসর অতীত হইতে চলিল তিনি জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠার প্রভাবে আজি পর্য্যন্ত এই বংশ বঙ্গে উজ্জ্বল হইয়া আছে এবং হালিসহর, কাঁঠালপাড়া, এড়েদা ও এই ভাটপাড়ায় প্রায় ২০০ দুইশত ঘর তাঁহার বংশধর বাসিষ্ঠসন্তান গৃহস্থালী করিতেছেন। যদিও প্রতি ৫০ বর্ষে অনেকগৃহস্থ নির্নাম ও দৌহিত্রগতাধিকার হইয়াছেন বলিয়া বংশবৃদ্ধি নাই, তথাপি এখনও এই ভাটপাড়াতেই ১০০ একশত ঘর বসিষ্ঠগোত্রীয় আছেন।

হালিসহর ও কাঁঠালপাড়ার বসিষ্ঠগোত্রেরা নারায়ণঠাকুরের মধ্যম-পুত্র রাঘবরামঠাকুরের ধারায় আসিয়াছেন। আর জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্র পিতৃদ্বেষে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ধারার দুই একঘর মাত্র ধলচিতা ও রামপুরে দেখা যায়। ৩য় পুত্র রামনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রশেখরঠাকুরের ধারায় ভাটপাড়ার ঠাকুরেরা এবং ঐ ৩য় পুত্র রামনাথের ২য়পুত্র রামকিশোরের ধারায় এড়েদাবাসী বসিষ্ঠগোত্রীয়েরা। সুতরাং এড়েদাবাসীদের সঙ্গে ভাটপাড়ার-কাঁঠালপাড়া ও হালিসহর অপেক্ষা একপুরুষ নিকট সম্বন্ধ।

ভাটপাড়ায় প্রকৃতবাস নারায়ণঠাকুরের পৌত্র চন্দ্রশেখর বাচস্পতি হইতে ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ চন্দ্রশেখর হইতে আজি পর্য্যন্ত ২৫০ বর্ষ হইল ইহাতে ৮।৯ পুরুষ হইয়াছে কোন ধারায় দশপুরুষও দেখা যায়। আমাদিগের বংশে সেইজন্য সাপিণ্ড্যসম্বন্ধ থাকে থাকে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চন্দ্রশেখরের পত্নী সহমৃতা হন, তাহার পর সহমরণ প্রথা নিবারণ আইন হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ এখন হইতে ৯০ বর্ষ পূর্ব্বে দেড়শত ১৫০ বৎসর সময় মধ্যে এই ভাটপাড়ায় নারায়ণঠাকুরের বংশে ৬টী সহমরণ ঘটিয়াছিল। শুনিয়াছি ভাটপাড়ায় শেষসহমরণকারিণীকে নিবৃত্তা করিবার জন্য ফরাসডাঙ্গা হইতে ফরাসী গবর্ণর উপস্থিত হন এবং নানা

উপায়ে নিবারণ করিতে না পারিয়া আইন বলে এই কার্য্য বন্ধ করিতে ব্রীটিশ গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেন। ঐ সময় রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ উদ্যোগে ইহা আইনে পরিণত হয়।

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি হইতে আজি পর্য্যন্ত এই ২৫০ বর্ষে বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যের বিকাশে এই ভাটপাড়ার বসিষ্ঠবংশ অর্দ্ধবঙ্গের ব্রাহ্মণ পরিবারের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইয়া আসিতেছেন। এই বংশে এ যাবৎ কুশাগ্রবুদ্ধি নৈয়ায়িক অধ্যাপক, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক, তন্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণ, জ্যোতিষশাস্ত্রে বিখ্যাত বহুমনীষী হইয়াছেন এবং কাব্য নাটক ও ধর্ম্মসংগ্রাহাদি গ্রন্থের নির্ম্মাতাও অনেক গিয়াছেন এবং প্রত্যেকেই সংস্কৃতভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া এই ভাটপাড়া নবদ্বীপের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারিয়াছে। এমন সময় গিয়াছে, যে সময় ১০০জন সংস্কৃত ব্যুৎপন্ন বসিষ্ঠসন্তান বাহির হইতেন ও আচার-নিষ্ঠায় আদর্শ ছিলেন। একদিন প্রসিদ্ধ বিদুষী রমাবাই ভাটপাড়াতেই শাস্ত্রপ্রসঙ্গের সদুত্তর পাইয়াছিলেন। ৫০বর্ষ হইতে চলিল, সে দিনও ভূদেববাবুর উদ্যোগে দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে চুঁচুড়ায় ভাটপাড়ার পণ্ডিতপ্রবর ৺তারাচরণ তর্করত্নমহাশয়ের যে পৌত্তলিকতা লইয়া বিচার হয়, তখনও তথায় ভাটপাড়া হইতে প্রায় ৭৫ জন সংস্কৃতব্যুৎপন্ন গিয়াছিলেন; বিচারে সভ্যজনেরা ভাটপাড়ার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হন।

এই বংশের সদাচারসম্বন্ধে নিদর্শন দিবার প্রয়োজন নাই; যে সদাচার লক্ষ্য করিয়া বঙ্গের প্রচুর ব্রাহ্মণ-পরিবার শিষ্যতা স্বীকার করিয়াছেন, আজিও এই বংশের প্রবীণারা পর্য্যন্ত অনেক ব্যবস্থা স্থির করিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন।

রামনাথ ঠাকুর—

ইনি নারায়ণ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র ইনি ধার্ম্মিক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৫৭৫ শাকে ইঁহার স্বহস্তলিখিত চণ্ডীর এখনও দুই এক খানি পাতা দেখা যায়, মুক্তার ন্যায় লিপি অতি বিশুদ্ধ এবং ১৫৯৩ শাকে ইঁহারই লিখিত অমরকোষ এখনও রহিয়াছে। ইনি অত্যন্ত পিতৃভক্ত

ছিলেন, পিতা নারায়ণ ঠাকুরের ভাটপাড়ায় অবস্থান কালে ইনিই অনন্য-কর্ম্মা হইয়া পিতৃ-পরিচর্য্যায় নিরত থাকিতেন। ইঁহারই এক পুত্রের ধারায় এড়েদাবাসী বসিষ্ঠ গোত্র ঠাকুরেরা।

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি—

ইনি রামনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র মিথিলায় থাকিয়া দর্শন ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তথ্য সম্যক্ অধ্যয়ন করিয়া আসেন এবং অনেক ছাত্রকে কৃতবিদ্য করিয়াছিলেন ; ইঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা অত্যন্ত অধিক ছিল। ইনিই ভাটপাড়ার বসিষ্ঠগোত্রীয় গুরুঠাকুরদের আদি পুরুষ, ইঁহার পত্নী বিমলা দেবী সহমৃতা হন বলিয়া শুনা যায়। এই দম্পতীর পুণ্য-প্রভাবে আজিও তাঁহার বংশধরেরা ভাটপাড়ায় সম্মানের সহিত গৃহস্থালী করিতেছেন।

চন্দ্রশেখর বাচস্পতির দুই পুত্র রমাবল্লভ ও বীরেশ্বর। উভয় ধারার বাস্তু যথাক্রমে পূর্ব্ব-পশ্চিমভাগে অবস্থিত হওয়ায় আজি পর্য্যন্ত বীরেশ্বরের বংশধরেরা পশ্চিমেবাড়ীর ঠাকুর ও রমাবল্লভের বংশধরেরা পূবের বাড়ীর ঠাকুর বলিয়া আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন।

কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাজপেয়ী এই বংশের বিশেষ সম্মান করিতেন। তাঁহার প্রমাণ অনেক আছে। তিনি সময়ে ইঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া অনেক ভূসম্পত্তি দিয়াছিলেন ; এ সকল বিষয় পরবর্ত্তী বংশাবলীচরিতে সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে।

তবে একটা কথা বলিয়া রাখি, যখন নারায়ণঠাকুরের আবির্ভাব, তখন বাঙ্গালায় একদিকে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, চণ্ডীদাস ও শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাজনেরা কৃষ্ণভক্তিপ্রেমের নির্ঝরিণী বহাইতেছেন,অপর দিকে আগমবাগীশ প্রভৃতি শাক্তসাধকেরা শক্তিসাধনায় দেশকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহাদের তন্ত্রসার প্রভৃতি সাধনাগ্রন্থ রচিত হইতেছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্য প্রভৃতি মীমাংসক পণ্ডিতজনেরা স্মৃতিনিবন্ধ প্রণয়ন করিয়া দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বহুল প্রচার করিতেছেন বহু গ্রামে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ দেখা যাইতেছে। এই প্রকারে আর্য্যধর্ম্মের নানারূপে অভ্যুদয়সময়েই সত্যধর্ম্মের অন্তরভ্যুদয়কে

সুদৃঢ় করিবার নিমিত্তই অবতারভূত নারায়ণঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল। এইবার উদারহৃদয় মদ্বংশীয় আর্য্যগণ বন্ধুগণ ও সাধারণ পাঠকগণের নিকট করযোড়ে নিম্নলিখিত আত্মপরিচয় দিয়া এই গ্রন্থের ভূমিকা শেষ করিতেছি। এ অধম সঙ্কলয়িতা নারায়ণ ঠাকুর হইতে—একাদশ পুরুষ।

ভবমহাসাগরতরণে তরণিভূতৌ নারায়ণচরণৌ।
শরণং মম স্তাং সততং যথা শাম্যতু মম চিত্তবিমোহঃ॥

ইতি—নারায়ণস্মৃতি-সমিতি-নিযোজ্য
বিনীত
শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ
সন ১৩৩১, ২০শে মাঘ।

এই চন্দ্রশেখর ঠাকুরই ভাটপাড়ার বশিষ্ঠ গুরুঠাকুরদের মূল পুরুষ। ইহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ রমাবল্লভ, দ্বিতীয় বীরেশ্বর। ক্রমানুযায়ী প্রথম পুত্রের ধারার পরিচয় প্রথমেই দেওয়া গেল।

নারায়ণ ঠাকুর হইতে ৪র্থ পুরুষ ৺রমাবল্লভ ঠাকুর ও তাঁহার ধারার পরিচয়। ইঁহার পুত্র হইতে ইঁহারা পূবের বাড়ীর ঠাকুর বলিয়া অভিহিত।

১। রমাবল্লভ ঠাকুর

ইনি চন্দ্রশেখর ন্যায়বাচস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার অকালে তিরোধান হওয়ায় উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন কার্য্যের নিদর্শন মিলে না, তবে ইঁনি অত্যন্ত স্বজনপ্রেমিক ও কুটুম্ববৎসল ছিলেন। সাত্বিকতা ও আচারনিষ্ঠা পিতৃপৈতামহিক ছিল। কোটালীপাড়ার শুনক হরিদেব তর্কবাগীশকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া ভাটপাড়ায় বাস করান। মধ্যকালে (বাং ১২৫০ সালে) ঐ শুনকবংশ বৃদ্ধি পাইলে তাঁহাদের বাস্তুস্থান তর্কবাগীশপাড়া নামে খ্যাত হয়। রমাবল্লভের জামাতৃসূত্র অনুসরণে এখনও পূবের বাড়ীদের সন্ধিপূজার দ্রব্য শুনকবংশে অর্পিত হইয়া আসিতেছে।

২। বাণেশ্বর পঞ্চানন

ইনি রমাবল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি পিতৃব্য বীরেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের নিকট হইতে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। (ইঁহার বিবরণ বীরেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।) ইঁহারা স্ত্রী-পুরুষে যে দুটী মন্দিরে শিবলিঙ্গদ্বয় স্থাপনা করেন, (বাঙ্গালা ১১৪৪) এখনও তাহা ভাঙ্গাবাঁধা ঘাটের উপর অক্ষুণ্ণ অবস্থায় পূজিত হইতেছেন। বালাণ্ডা পরগণায় কাশীপুর গ্রামে তাঁহার কৃত দীর্ঘিকা অনেকের জীবন রক্ষা করিতেছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রাপ্ত ভূসম্পত্তির মধ্যে আনরপুর, কুশদহ ও বালাণ্ডা পরগণায় ভাসূলা ডেওপুল বরুণাবেড়ে প্রভৃতি গ্রামের অন্যূন তিনশত বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মত্রা ভূমি এবং তাঁহার স্বোপার্জিত পীঠাপুকুরিয়া তালুক এখনও তাঁহার বংশধরেরা ভোগ করিতেছেন। ঐ তালুকের ভূমির পরিমাণ প্রায় ১০০০ বিঘা। পঞ্চানন ঠাকুর বলিয়াই ইনি খ্যাত ছিলেন। ইনি যে বাণলিঙ্গ

ও রঘুনাথ শালগ্রামশিলা নিত্য সেবা করিতেন, তাহা (শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থের) গৃহে পূজিত হইতেছেন।

৩। রাধাকান্ত ঠাকুর

ইনি রমাবল্লভের কনিষ্ঠ পুত্র। নিজে অপুত্রক থাকায় সাবর্ণ গোত্রীয় জামাতা হরিদেব ভট্টাচার্য্যকে সামন্তসার হইতে আনাইয়াছিলেন। এখনও সাবর্ণ হরিদেবের বংশধরেরা রাধাকান্ত ঠাকুরের বাস্তুতে থাকিয়া তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছেন।

৪। রামদুলাল তর্কবাগীশ

ইনি বাণেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সাত্বিক ও বেশ ক্রিয়াবান্ ছিলেন। মাজনামুটার রাজা যাদবরাম চৌধুরীর নিকট বাং ১১৬২ সালে যে দোরোপরগণায় ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন, বর্ত্তমানে তাঁহার বংশধরেরা সেই ভূমির অবশিষ্ট ৯৬ বিঘা বাগাখোলাচক ও ২০০ বিঘা বিশ্বনাথচক নামক সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।

৫। রামকান্ত সার্ব্বভৌম

ইনি বাণেশ্বরের মধ্যম পুত্র। অত্যন্ত ভাগ্যবান্ পুরুষ। দায় প্রতিগ্রহ ও ক্রয় এই তিন সম্বন্ধ সূত্রে ইনি প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার বিঘা ব্রহ্মত্র প্রভৃতি ভূমির মালিক ও প্রায় দুই হাজার ব্রাহ্মণ গৃহস্থের দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাজা যাদবরাম চৌধুরীর নিকট দোরো পরগণায় যে দুই হাজার বিঘা ভূমি প্রাপ্ত হন, তাহা পরে তাঁহাদের পৌত্রদের নামানুসারে বাহালী হইলেও বংশধরদিগের দুরদৃষ্টবশে এক্ষণে তন্মধ্যে রামজীবনচক্ ও কালীপ্রসাদচক সমুদ্র গ্রাস করিয়াছেন।

ইনি সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত রামলীলোদয় মহাকাব্য নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া নৈষধের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। গ্রন্থখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ইনি ১১৭৪ সালে মন্বন্তরের সময় স্বীয় বাস্তুর নিকটে একটী নবরত্ন ও একটী

পঞ্চরত্ন এই মন্দিরদ্বয় নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে ১১৮০ সালে স্ত্রী পুরুষে দুইটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখনকার মন্দিরসম্মুখ নামক স্থানে উহা এখনও বর্ত্তমান। ভাটপাড়ার পূর্ব্বপার্শ্বে মাদ্রাল গ্রামে তাঁহার কৃত প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের পশু, পক্ষী, মানুষের জীবন রক্ষা করিয়া এখনও সার্ব্বভৌমের অক্ষয় যশঃ খ্যাপন করিতেছে। বর্ত্তমানে ঐ দীর্ঘিকা প্রস্তুত করা লক্ষ টাকাতেও হয় কি না সন্দেহ। তৎকালে হালীসহরপরগণার জমীদার কোম্প্যানীর দেওয়ান দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি গুরু সার্ব্বভৌম মহাশয়কে ঐ দীর্ঘিকার জন্য ১০০ বিঘা ব্রহ্মত্রভূমি দেন; পরে সেই জমীদারী গরিফার গোবিন্দ সেনের অধিকারে আসে ও দীর্ঘিকা তাঁহারই অধিকারভুক্ত হয়। তবেব্রহ্মত্রের কাগজপত্র দেখাইলে ফিরিয়া দিব বলিয়া জমীদার গোবিন্দ সেন সার্ব্বভৌমের বংশীয়দের বলিয়া পাঠান। কিন্তু কাগজপত্র থাকিতেও তৎকালে সার্ব্বভৌমের পৌত্র ৺দধিবামন ঠাকুরের অবহেলা ও আলস্যে দীর্ঘিকা চিরদিনের মত জমীদারের কবলেই রহিয়াছে, এখন ইহা শ্রীরামপুরের গোস্বামীদিগের অধিকারভুক্ত। ভিন্ন স্থানের ভিন্ন সমাজের শিক্ষিতজনেরা শিশুপাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী প্রকটনেও লিখিয়াছেন যে, ঐ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গুরু রামকান্ত সার্ব্বভৌমের মাতৃশ্রাদ্ধে লক্ষটাকা ব্যয় করেন ও ঐ শ্রাদ্ধে দম্পতিবরণ প্রভৃতি কার্য্য হইয়াছিল। ভূকৈলাস রাজবংশের প্রসিদ্ধ মহাত্মা কন্দর্প ঘোষাল বাঙ্গালা গবর্ণরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার জামাতার সার্ব্বভৌমের শিষ্য হওয়া সূত্রে ঘোষাল মহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। কথিত আছে যে, এই ঘোষাল মহাশয় কোন এক সময়ে সুন্দরবন জরীপ করিতে যান ও তথায় দুটী মৌনী ধ্যানমগ্ন ক্ষুৎপিপাসাশূন্য যোগীকে প্রাপ্ত হন ও তাঁহাদিগকে স্বগৃহে আনয়ন করেন। তন্মধ্যে একটীকে সার্ব্বভৌম মহাশয় স্বগৃহে আনয়ন করিয়া সযত্নে রক্ষা করেন। তিনমাস, কাল যাবৎ তিনি ও তাঁহার শিষ্য ছাত্র ও স্বজনেরা নানারূপে যোগীকে পরীক্ষা করিয়া

কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। কেবল একটী মাত্র কথা "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" ইহা যোগীর মুখ হইতে বাহির হয়। শেষে লোকালয়ে যোগীকে রাখা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় নিজব্যয়ে কাহালগাঁর পাহাড়ে রাখিবার জন্য যোগীকে নৌকা যোগে লইয়া যান। তখন এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। পর্ব্বতোপরি হইতে ঐ প্রকারের আর এক মহাপুরুষ যেন কি এক ইঙ্গিত করিলেন, অমনি এই যোগী সেই নৌকা হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে পর্ব্বতে উঠিয়া অদৃশ্য হন, পরে বহু অনুসন্ধানেও তাঁহার সন্ধান মিলে নাই। সার্ব্বভৌমের জীবনে ইহা এক বিচিত্র ঘটনা। এক সময় ইনি লক্ষসংখ্যক শতদল পদ্ম দ্বারা হোম করিয়াছিলেন। ইনি যেমন সৌভাগ্যশালী ছিলেন, তেমনি দীর্ঘজীবী হইয়া ছিলেন। ৮৪ বর্ষ বয়সে ১২১২ সালে ৺গঙ্গালাভ করেন।

৬। রামজয় সিদ্ধান্ত

ইনি বাণেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র। নিজে বিশেষ নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। ভ্রাতাদের সঙ্গে সম্পত্তি বণ্টনে গোলযোগ বুঝিয়া শিষ্য দ্বারা বৃত্তান্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গোচর করেন ও নদীয়ায় উপস্থিত হন। ক্রমে কয়দিনে রাজা তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠায় চমৎকৃত হইয়া ব্রহ্মচারী উপাধি দেন, তদবধি লোকে তাহাকে ব্রহ্মচারী ঠাকুর বলিয়া আসিতেছে। পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতে এক তৃতীয়াংশ রাজাই তাঁহাকে বণ্টন করিয়া দেন।

এইবার জ্যেষ্ঠানুক্রমে বাণেশ্বরের পুত্রগণের ধারার পরিচয়।

৭। জ্যেষ্ঠ রামদুলালের

রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, পদ্মলোচন বাচস্পতি ও কৃষ্ণমোহন শিরোমণি এই তিন পুত্র। ইঁহারা তিন ভ্রাতায় পিতৃব্য রামকান্ত সার্ব্বভৌমের সঙ্গে পৃথক হওয়ার পর ১১৯২ সনে মাতাকে দিয়া যে নূতন নির্ম্মিত নবরত্ন মন্দিরে শিবপ্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন, তাহা এখনও আধুনিক মন্দিরসম্মুখে অবস্থিত আছে। ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বাগবাজারের প্রসিদ্ধ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের অন্তর্বর্ত্তী [illegible] দেবীর গুরু হয়েন এবং গুরুর

দক্ষিণারূপে কাঁপার তালুক প্রাপ্ত হন ও তিন ভ্রাতাতেই ভোগ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র সাত্ত্বিক অনুষ্ঠায়ী ঋষিকল্প সুব্রাহ্মণ ছিলেন। শিষ্যেরা ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। ৪০ বর্ষ বয়সেই ইঁহার দেহ যায়।

৮। শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার

ইনি রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশের জেষ্ঠপুত্র। অতি সদাশয় সুব্রাহ্মণ ও ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। প্রতি অমাবস্যায় ও পিতৃপক্ষকাল ব্যাপিয়া নিত্যপার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতেন। তাঁহার শিষ্য বেহালাবাসী ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে ও ভক্তিতে অধিকাংশকাল বেহালাতেই থাকিতেন। তাঁহার দাতৃতা উল্লেখযোগ্য। তিনি খিদিরপুরে গঙ্গাস্নানে গিয়া অনেক দিন পট্টবস্ত্র এমন কি সাল পর্য্যন্ত দান করিয়া গামছা পরিয়া আসিতেন। তাঁহার এই দাতৃতা শিষ্যের উদারতায় রক্ষিত হইত। শুনা যায়, পৈতৃক শিষ্যসম্ভারের প্রভাবে তাঁহার বিবাহে বর ও বরানুযাত্রীদের ভাটপাড়া হইতে দণ্ডীরহাট যাতায়াতকার্য্যে ১২টী হাতী যানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাঁহার গঙ্গাস্নানে এতই শ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি গঙ্গাতীর ত্যাগ করিয়া প্রবাসে কদাচিৎ যাইতেন।

৯। কালীনাথ ঠাকুর

ইনি ঐ শ্রীনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পরমধার্ম্মিক ও একান্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। ৪০ বর্ষ বয়সে দেহাবসান হয়। ইহার মধ্যে বিশেষ ক্রিয়াবান বলিয়া খ্যাতি পান এবং পিতার ন্যায় দাতা হয়েন। অনেক কন্যা-ভারগ্রস্তের দায় উদ্ধার করিয়া নিজে ঋণী হইলেও নিজেকে ভাগ্যবান্ বুঝিতেন।

১০। হারাণচন্দ্র ঠাকুর

ইনি শ্রীনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। সরলস্বভাব ও বিনয়ী ছিলেন গুরুজনের গৌরব রাখিবার আদর্শ পাত্র ছিলেন।

১১। বিশ্বনাথ বিদ্যাপঞ্চানন

ইনি রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশের মধ্যম পুত্র এবং বংশোচিতগুণ-সম্পন্ন, বিনয়ী ও সাত্ত্বিক ছিলেন। ইঁহার শাস্ত্রবিশ্বাস অসাধারণ ছিল। সংসারের কল্যাণার্থে প্রতিমাসে দশহাজার তুলসীদানে হরিপূজা করাইতেন। তাঁহার যত্নে পৈতৃক দোরোর সম্পত্তি বাজাপ্তি কবল হইতে উদ্ধার হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট হইতে সম্পত্তির বিশ্বনাথচক্ নাম দেওয়া হইয়াছে। ইনি মাতার জীবনকাল মধ্যেই গঙ্গালাভ করেন সুতরাং মাতৃশ্রাদ্ধ ঘটা করিয়া স্বয়ং করিবেন আশায় বহুদিন ধরিয়া যে রূপা কাঁসা পিত্তল রাখিয়াছিলেন, ঐ সকল দ্রব্যের অধিকাংশ তাঁহারই শ্রাদ্ধে ব্যয়িত হয়। তাহাতে বুঝা যায়, মানুষ বৃথা আশা করে। ৪২বর্ষ বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

১২। কৈলাসচন্দ্র বিদ্যারত্ন

ইনি বিশ্বনাথ ঠাকুরের মধ্যমপুত্র। আদর্শ অনুষ্ঠায়ী। তৎকালে তাঁহার সদাচার ও ব্রহ্মনিষ্ঠা সকলের আদর্শ বিষয় ছিল ; তাঁহার আবাল্য ঋষিবৃত্তিতে তিনি ব্রহ্মর্ষিরূপেই সম্মানিত হইতেন। তাঁহার আবির্ভাবে বংশ উজ্জ্বল হইয়াছিল। ইনি ইছাপুর খাটুরা হইতে সুপদ্ম ব্যাকরণ পড়িয়া আসেন এবং এই বংশেরই উজ্জ্বল মণি উমাকান্ত ন্যায়পঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে ব্যুৎপন্ন-কেশরী শ্রীরামন্যায়বাগীশের সহায়তায় স্মৃতি, তন্ত্র ও ভাগবতাদি পুরাণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হন। অল্পবয়সে পিতৃহীন এই মহাপুরুষ অনাসক্ত ভাবেই মর্যাদার সহিত সংসার করেন। ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন প্রমুখ এই বংশের বৃহস্পতিকল্প মহাত্মারা অনেক স্থানে ধর্ম্মমীমাংসায় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সন্দেহাকুল হইলে এই বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উপদেশ ও আচারকে শাস্ত্রবৎ বলবৎ বুঝিয়া অনুসরণ করিতেন। ইনি এই গ্রামের ৺বলরাম দাসসরকারের প্রসিদ্ধ বাঁধা ঘাটে চতুর্হস্তমধ্যে পদ্মাসনে বসিয়া শীতাতপ-বর্ষা ঋতু ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তিনবার গায়ত্রী পুরশ্চরণ ও বহুবার মন্ত্র

পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। নিত্য নৈমিত্তিক শ্রৌত স্মার্ত্ত এমন কর্ম্মই ছিল না, যাহা তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রতিবর্ষে চাতুর্ম্মাস্যে একটী না একটী কঠোর ব্রত পালন করিতেন। একবার তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে চাতুর্মাস্যে সর্ব্বজয়া নামক ব্রত করেন। এই ব্রতোদ্যাপনের পর যে পুত্র জন্মিয়াছিল, ব্রতান্তে জাত বলিয়া ঐ পুত্রের নাম সত্যব্রত রাখেন। উপনয়নাবধি জীবিত কাল যাবৎ নিরম্বু একাদশী নিত্য বৈশ্ব-দেববলি প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার অব্যাহত ছিল। প্রসিদ্ধ বিদুষী রমাবাই ভাটপাড়ায় আসিলে এই বংশের রত্ন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের ভবনে বিদ্বদ্বরেণ্যগণাধ্যুষিত সভায় শাস্ত্রালোচনা প্রসঙ্গে এই বিদ্যারত্ন মহাশয়ই পুরাণের সন্দিগ্ধ স্থলবিশেষের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া সভাকে চমৎকৃত করিয়া ছিলেন। ইনি কঠোপনিষদের

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥

এই নিদেশ অনুসারে যেমন অনুষ্ঠানাত্মক কর্ম্মের সেবা করিতেন, তেমনি নানা উপনিষদ্ ও গীতার অনুশীলনে ও নিষ্কামকর্ম্ম দ্বারা পরাভক্তির সাহায্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞানেরও অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অবসানে গীতা বিধুরা হইলেন বলিয়া লোকে ঘোষণা করিয়াছিল। কোন্নগরের মহা-মহোপাধ্যায় ৺দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় এই কৈলাসচন্দ্রকে ঋষিজ্ঞানই করিতেন এবং ইঁহাকেই গুরুর উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া নিজের উপদেশ্য পাইক্ মাজিটার শ্রীধর তর্কভূষণকে ইহা দ্বারা দীক্ষিত করান। এক সময় শ্রীরামপুরের ৺ হেমচন্দ্র গোস্বামীর মাতৃশ্রাদ্ধে নানা দিগ্দেশাগত বৃহস্পতিপ্রতিম আচারবান্ পণ্ডিতগণের সমক্ষে প্রভাতে গঙ্গাতীরে আন্দুলের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উমাচরণ তর্করত্ন ও পূর্ব্বোক্ত শ্রীধর তর্ক-ভূষণ নিজ গুরুদেব কৈলাসচন্দ্রের পাদপূজা করেন, ইহা দেখিয়া সহস্র সহস্র লোক বিস্মিত হন এবং কৈলাসচন্দ্রের আকার প্রকার দর্শনে তাঁহাকে স্বর্গাগত কোন ঋষি বিবেচনা করেন। তৎকালীন নবদ্বীপ-ভূষণ ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন তাঁহার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া প্রণাম করিয়া বলেন, আজি আমার সুপ্রভাত। জীবনের সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মণ্যদেবের

সাক্ষাৎ পাইয়া চরিতার্থ হইলাম। সত্যই ইঁহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন শরীরী সদাচার লোকরক্ষার্থে আসিয়াছেন। ইঁহাকে অনেকেই বংশের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় গণনায় আসন দিয়া থাকেন। ইঁহার প্রসঙ্গ লিখিলেও পুণ্য হয়। ইনি যে সময় তীরস্থ, তৎকালের একটী ক্ষুদ্র ঘটনা বলি, ইঁহার সকল বিষয়ে বাল্যবন্ধু বংশের অন্যতম আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীধর বিদ্যারত্ন ঠাকুর শ্রীরামপুর হইতে আসিবার কালে পথেই ইঁহার তীরস্থ হওয়ার কথা শুনিয়া ধূলি পায়েই ভাঙ্গা বাধা ঘাটের ঘরে আসিয়া দেখেন, মুমূর্ষু কেবল "ওঁরাম" বলিতেছেন। তিনি বলেন, "আমি আসিয়াছি, তোমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, এই নূতন লেবু আনিয়াছি, একটু রস গ্রহণ করিবে কি?" তদুত্তরে কৈলাসচন্দ্র বলেন, খুড়া মহাশয়! লেবুর রসে স্বরব্যক্তি হইবে না। ইষ্ট নামোচ্চারণের ব্যাঘাত হইবে। তখন সাশ্রুনেত্রে শ্রীধর বিদ্যারত্ন বলেন, "শাস্ত্র সত্য। তুমি আর ফিরিবে না। আমায় একলা রাখিয়া গেলে!" ইহার একদণ্ড পরেই জলে স্থলে সজ্ঞানে বাং ১৯৯৪ সালে ৬৯ বর্ষ বয়সে গঙ্গায় তাঁহার মৃত্যু হইল।

১৩। নবকুমার ঠাকুর

ঐ বিশ্বনাথ ঠাকুরের ৩য় পুত্র। ইনি বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন; লোকে ইঁহাকে বড়ই ভয় করিত। ইঁহার আকারে এমনিই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল।

১৪। কালাচাঁদ ঠাকুর

ঐ বিশ্বনাথ ঠাকুরের ৪র্থ পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের পিতার মত ভক্তি করিতেন অনুর্জ্জন করিবেন কর্ম্মপ্রাণতা খুব ছিল গ্রামের বহু লোকেই তাঁহাকে ভালবাসিত।

১৫। নন্দলাল ন্যায়রত্ন

ইনি ঐ কৈলাসচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুষ্পাঠী রাখিয়া বহুছাত্রকে অন্ন দিয়া স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। অসৌচ প্রকরণের্য্য য়বাস্থ আদর্শ ব্যবস্থাপক ছিলেন। জগন্নাথ বিদ্যার্ণব ইঁহার অন্যতম ছাত্র।

ইনি সরলতার আদর্শ ছিলেন। ঘটনাক্রমে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় ইঁহার চরিত্র দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে এই বংশেরই অলঙ্কার মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বলিয়াছিলেন আপনাদের বংশের নন্দলালের মত চরিত্রবান্ ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন সরল অথচ তেজস্বী সত্যবাদী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমি জীবনে দেখি নাই। ইঁহার ক্রোধ ছিল না। আবাল বৃদ্ধ বনিতা ইঁহার গুণে মুগ্ধ ছিল। নিত্যই শালগ্রাম শিলার পূজাকালে ইঁহার অশ্রুপাত হইত। বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয় এই মহাপুরুষকেও শেষ জীবনে পুত্রশোক ও জামাতৃশোক পাইতে হইয়াছিল। বাং ১৩১৩ সালে ৬৪ বর্ষ বয়সে বৈশাখ শুক্লা ষষ্ঠীতে গঙ্গায় ইনি দেহত্যাগ করেন।

১৬। সত্যব্রত তর্করত্ন—

ইনি কৈলাশ চন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। নৈয়ায়িক ছিলেন। নিজ প্রতিভাবলে কাব্যালঙ্কারেও বিশেষ অধিকারী হন। এই ব্যুৎপন্নকেশরী আলঙ্কারিকের নিকট নৈষধাদি মহাকাব্য পড়িবার জন্য পাঠার্থীদের সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষা হইত। ইনি বড় মধুরভাবে পড়াইতেন। ইনি তেজস্বী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। বুদ্ধিমত্তার সহিত বাক্‌পটুতা ছিল। এই তেজস্বী মহাপুরুষ পিতৃ রীতির অনুসরণে আজীবন ব্রাহ্মণোচিত অনুষ্ঠানে আদর রাখিতেন। ৫৮ বর্ষ বয়সে গঙ্গা লাভ হয়। বংশে ইঁহার অভাব পূরণ হওয়া অসম্ভব। ইঁহার সংস্কৃত গদ্য লিখন এমন সুগম্ভীর ছিল যে তাহা পাঠ করিলে কাদম্বরী প্রভৃতি মহাগদ্যকাব্য পাঠের আনন্দ হইত।

১৭। পূর্ণচন্দ্র ঠাকুর—

ইনি নবকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুপুরুষ ও বংশোচিত মর্য্যাদাবান্ ছিলেন। ইনি একজন বিশিষ্ট সুকণ্ঠ ও সঙ্গীত বিদ্যায় নিপুণ থাকায় সকলেই ইঁহাকে বড় ভালবাসিত। ইঁহার জয়দেব গান বড় উচ্চদরের ও নিতান্ত হৃদয়-গ্রাহী হইত। মাত্র ৪০ বর্ষ বয়সে এই গুণবান্ ভবধাম ত্যাগ করেন।

১৮। রামকুমার ঠাকুর—

ইনি নবকুমারের মধ্যম পুত্র। শান্ত প্রকৃতি ও সরল স্বভাব ছিলেন। কাহারও সহিত কখনও বিরোধ ঘটে নাই। কলিকাতা ওরিএন্টাল স্কুলে ২৫ বর্ষ যাবৎ অধ্যাপক পদে থাকিয়া প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইনি পিতৃনামে "নবধাম" নামক এক সুধাধবল বাড়ী প্রস্তুত করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় অকালে ইঁহাকে সেই নবধাম ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে যাইতে হইয়াছে।

১৯। হরিপদ ঠাকুর—

ইনি নবকুমারের তৃতীয় পুত্র। অতি শিষ্ট ও নম্র ছিলেন। বড় অল্পায়ু হইয়াছিলেন।

২০। চক্রপাণি ঠাকুর—

ইনি কালাচাঁদ ঠাকুরের পুত্র। বংশোচিত মর্য্যাদা রাখিবার জন্ম আগ্রহী ছিলেন। ইঁহারও অকালে মৃত্যু হয়।

২১। পদ্মলোচন বাচস্পতি—

ইনি রামদুলালের মধ্যম পুত্র। ইনি একজন বিশিষ্ট সুপুরুষ ভাগ্যবান্ ও ক্রিয়াশূর ছিলেন। আধুনিক মন্দির সম্মুখে যে নবরত্ন শিব মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ উহা তাঁহারই নির্ম্মিত বাং ১১১৯ সালে তিনি উহাতে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। এ শিবলিঙ্গটিও আবার গ্রামের সকল শিব অপেক্ষা আকারে বৃহৎ। শুনা যায় উহা নাকি ওজনে ৭ মণ। এই প্রসঙ্গে এক গল্প আছে পদ্মলোচনের এই শিব রামমোহন চক্রবর্ত্তী নামক তাঁহার এক অতি বলবান্ ভক্ত শিষ্য একা গঙ্গার ঘাট হইতে আনিয়া মন্দিরমধ্যে পিণাকে বসাইয়া দেন। মন্দিরগাত্রে প্রোথিত শিলাফলকে উৎকীর্ণ নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে পদ্মলোচনের ধর্ম্ম প্রাণতা আজও প্রস্ফুট রহিয়াছে।

> জাতঃ সদ্রঘুবংশ পাবন গুরোর্বংশাম্বুধৌ যো দ্বিজঃ
> খ্যাতঃ শ্রীযুত পদ্মলোচন ইতি যঃ প্রাপ্তুং শিবং মন্দিরম্।
> তেনেদং শববাসবাসব জগদ্বাসস্ত শম্ভোঃ কৃতং
> বাসার্থং কৃতবহ্নিবারিধি ধরামানে শকে মন্দিরম্॥

ইনি নলডাঙ্গার রাজা ইন্দুভূষণ দেবরায়ের দীক্ষা গুরু হন। আজিও ইঁহার বংশে নলডাঙ্গার রাজসংসার হইতে দৈনিক ১৲ টাকা হিসাবে বার্ষিক ৩৬০৲ টাকা গুরুবৃত্তি প্রদত্ত হইতেছে। ইনি অনেক সম্পত্তি অর্জন করিয়া যান। ৮৪ বর্ষ বয়সে ইঁহার গঙ্গালাভ হয়।

২২। কৃষ্ণমোহন শিরোমণি—

ইনি রামদুলালের পুত্র। একজন নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন। অকালে ইঁহার দেহাবসান হওয়ায় ও অপুত্রকতা নিবন্ধন ইঁহার সম্পত্তিও ধারা দৌহিত্রগত হইয়াছে।

২৩। রামকেশব ঠাকুর—

ইনি পদ্মলোচনের পুত্র। বংশোচিত ক্রিয়াবান্ ছিলেন। পদ্মলোচনের বহু পুত্রের মধ্যে শেষ ইনি থাকায় ইঁহাতেই সমস্ত সম্পত্তি আসিয়াছিল।

২৩ ক। মধুসূদন ঠাকুর—

রামকেশব ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ধনবান্ রূপবান্ ক্রিয়াবান্ ও মর্য্যাদাবান্ ছিলেন।

২৪। রামগোপাল বিদ্যারত্ন—

রামকেশব ঠাকুরের পুত্র। ইনি সৌম্যদর্শন ও সুপুরুষ ছিলেন। স্বভাবে একটা বিশেষ মাধুর্য্য ছিল। সংস্কৃতভাষায় সুব্যুৎপন্ন এই মহাপ্রাজ্ঞ তন্ত্রে ও পুরাণে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সংসারে পৈতৃক ক্রিয়া কলাপ অব্যাহত ভাবে করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার যথেষ্ট শিষ্য সম্পত্তি। বেহালা নিবাসী ভূতপূর্ব্ব অনারেবল শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ রায় তাঁহাদিগের অন্যতম। শেষবয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুতে বড়ই শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। গ্রামের এই গণ্য মান্য মহাত্মা ৮২ বর্ষ বয়সে গঙ্গায় দেহত্যাগ করেন।

২৫। বীরেশ্বর তর্করত্ন—

রামগোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বংশের একজন অন্যতম উজ্জলরত্ন বীরেশ্বর অকালে ইহধাম ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রিয় বন্ধুবর্গকে নিষ্প্রভ করিয়া গিয়াছেন। আজ তিনি জীবিত থাকিলে ভাটপাড়ার কতই না গৌরব বৃদ্ধি পাইত। তিনি এই বংশেরই অন্যতম উজ্জ্বল মণি মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমের একজন বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। ন্যায় শাস্ত্র সমগ্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতিত্বের সহিত উহা পড়াইতে আরম্ভ করেন কিন্তু কাল তাঁহাকে গৌরব মুকুট পরিতে সময় দিল না কাড়িয়া লইয়া গেল। শুধু কি ন্যায়ে তাঁহার কৃতিত্ব কাব্যশাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি কবিত্বে সিদ্ধ মস্তিষ্ক। ভাটপাড়ার সংস্কৃত নাটক রূপ একটা বিশুদ্ধ আমোদ ছিল। বীরেশ্বর তাহাতে সংস্কৃতে গান রচয়িতা থাকিতেন। সে গান যে কি সুললিত ভাষাময় কি সুন্দর ভাবময় হইত তাহা এখন আর বলিয়া উঠা যায় না। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বংশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বাং ১৩১৯ সালে ৪০ বর্ষ বয়সে পিতার জীবদ্দশায় তিনি ৺কাশী প্রাপ্ত হন।

২৬। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন—

ইনি রামকেশবের পৌত্র ও মধু ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সংস্কৃত ভাষায়

সুব্যুৎপন্ন ও অদ্বিতীয় মেধাবী ছিলেন। এত উদ্‌ভট শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল যে কেহ তাঁহাকে নূতন শ্লোক শুনাইতে পারিত না।

২৭। যোগীন্দ্র নাথ বিদ্যাচুঞ্চু—

ইনি রামকেশবের পৌত্র ও মধু ঠাকুরের মধ্যম পুত্র। ইঁহার বিদ্যাচুঞ্চু উপাধি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের রাজকীয় উপাধি পরীক্ষায় প্রাপ্ত। কার্ব্য-লঙ্কারে ইনি একজন বিশিষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ভাটপাড়ার বিশুদ্ধ আমোদ সংস্কৃত নাটকাভিনয়ের ইনি একজন তাৎকালিক অন্যতম অগ্রণী। কাব্যরসিক এই ধীমান্ সংস্কৃতে অনেক কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভাট পাড়ার বিদ্যোদয় নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় তাঁহার যথেষ্ট কবিতা বাহির হইয়াছে এবং এখনও কলিকাতার সংস্কৃত-পরিষৎ পত্রে বাহির হইতেছে। তাঁহারও অকাল মৃত্যুতে ভাটপাড়ার পণ্ডিত সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

রামকান্ত সার্ব্বভৌমের ধারায়

২৮। রামকুমার ঠাকুর—

ইনি পৈতৃক মর্য্যাদার অনুসরণে সম্ভ্রমের সহিত কাল যাপন করিয়াছিলেন অনেক স্বজনের প্রতিপালন করিতেন।

২৯। কৃষ্ণকিঙ্কর তর্কভূষণ—

ইনি অনেক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সদনুষ্ঠায়ী ছিলেন। ইঁহার তেজস্বিতা অনন্য-সাধারণ ছিল অদৃষ্ট দোষে পিতৃ সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়াও নিজের তপঃ প্রভাবে ও পুত্রের অভ্যুদয় ফলে পৈতৃক বাস্তু তাঁহারই অধিকারে আসিয়াছিল। তাঁহার পুত্রসম্পদ্ ঐহিক নশ্বর সম্পদ্ অপেক্ষা বঙ্গের আদরণীয় হওয়ায় তিনি তৃপ্তিপূর্ণ ছিলেন। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যাইয়া প্রসাদ ভোজন করা ইঁহার নিকট পাপ বলিয়া বিবেচনা ছিল তাই তিনি শ্রীক্ষেত্রপ্রত্যাগত আত্মীয়কে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ছিলেন।

৩০। রামজীবন শিরোমণি—

রামকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ন্যায় শাস্ত্রে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া ছিলেন। বহু ছাত্রকে অন্ন দিয়া আজীবন অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ইঁহার শাস্ত্রে তীব্র প্রতিভায় সভাগত পণ্ডিত মাত্রেই চঞ্চল হইতেন। এক সময় ভাটপাড়ায় নবদ্বীপের তৎকালীন কএকটী পণ্ডিত আসেন এই শিরোমণি মহাশয়ই কেবল তাঁহাদের

সম্মুখে ছাত্রদিগকে নব্য ন্যায়ের পাঠ দেন ও ঐ সূত্রে ৪ ঘণ্টা কাল বিচার হয় নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা তাঁহার শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য দর্শনে চমৎকৃত হন ও শেষ এই বলিয়া অভিবাদন করেন যে সেই নব্য ন্যায়ের প্রবর্ত্তক রঘুনাথ শিরোমণিই আজি আমাদের সম্মুখে রামজীবন শিরোমণি হইয়া আসিয়াছেন। ধন্য ভাটপাড়া।

৩১। কালীপ্রসাদ ঠাকুর—

ইনি কৃষ্ণকিঙ্কর তর্কভূষণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সাধুশীল সুব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার অকাল মৃত্যু ঘটিলে সাধ্বী পত্নী ১২২২ সালে সহমরণে যান যাইবার পূর্ব্বে জীবিত শ্বশুর কৃষ্ণকিঙ্কর ঠাকুরকে আত্ম শক্তি দেখাইবার জন্য নিজের হাত জলন্ত চুল্লীতে প্রবেশ করাইয়া স্মিতমুখে দগ্ধ করতঃ বলেন ঠাকুর এখন আপনি অনুমতি দেন বালক সন্তানের পালনভার রহিল তখন শ্বশুরের অনুমতি লইয়া সহমৃতা হন। ইঁহার পুত্রের দৌহিত্রে সম্পত্তির অধিকার ঘটিয়াছে।

৩২। দধি বামন ঠাকুর—

ইনি রামকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। গৃহী হইয়াও যতি ধর্ম্ম আচরণ করিতেন। শুনা যায় লতাসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কাষ্ঠ পাদুকা সহায়ে দিগ্‌দিগন্তের তীর্থ পর্য্যটন করিতেন। শিষ্যেরা ভয় করিত। এক সময় এক শিষ্য ইঁহার জপ ভ্রমণ কালে মৌনব্রতাবস্থায় সন্নিহিত হইয়া ৫০০৲ টাকার একটী তোড়া দান করেন ইনি তৎক্ষণাৎ তাহা গঙ্গা গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইঁহার গার্হস্থ্যে অনমুরাগ বশতইবহুল পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়।

৩৩। হলধর তর্কচূড়ামণি—

কৃষ্ণকিঙ্কর ঠাকুরের মধ্যম পুত্র প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ। ইনি অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। ইনি সভাস্থ হইলে বঙ্গের পণ্ডিতবর্গ বিচলিত হইতেন ইনি যেন দ্বিতীয় গৌতম। ঊহার রচিত ন্যায়শাস্ত্রের পত্রিকা "নবীনা হালধরী" নামে খ্যাত আছে। ইনি বহু ছাত্রকে অন্ন দিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। ঊহার বহু ছাত্র নানাদেশে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া ছিলেন ইহার মধ্যে আমাদের বংশের উজ্জ্বল মণি মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন অন্যতম। গভীর শাস্ত্রচর্চ্চার সঙ্গে আচারানুষ্ঠানের সহযোগ তিনি যেমন রাখিয়াছিলেন তাহা অন্যের পক্ষে একান্ত অসম্ভব যেন সাক্ষাৎ ঋষি। গ্রামের ইতর ভদ্র আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া বুঝিত তিনি নশ্বর ধনে ধনী না হইলেও অবিনশ্বর

বিদ্যা ও ধর্ম্ম ধনে বিশেষ সম্পন্ন ছিলেন। তৎকালে সংবাদ পত্র প্রচলন না থাকিলেও বঙ্গের এমন কোন শিক্ষিত পরিবার ছিল না যাহারা ইঁহাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে না জানিত। তিনি আজীবন সদাব্রত করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে তিনি সাধারণের গ্রাম্য বিবাদ এরূপ ভাবে মিটাইয়া দিতেন যে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হইয়া যাইত। তিনি বৈমাত্রের ভ্রাতার সংসার একান্ন বর্ত্তিতায় রাখিয়াছিলেন। নড়ালের প্রসিদ্ধ ভূস্বামী গুণগ্রাহী রামরতন রায় তাঁহাকে দেবতা বোধে সম্মান করিতেন কিন্তু তাঁহাকে ভূমি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিগ্রহ করাইতে পারিবেন না জানিয়াই ফরিদপুর জেলায় একটী ভূসম্পত্তি খাজনা নির্দ্ধারণে তাঁহার নামে ব্যবস্থা করিয়া দেন ঐ গাঁতী তাঁহার বংশধর এখনও ভোগ করিতেছেন। অনেক ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষ এই তর্কচূড়ামণির সঙ্গে সদালাপ করিতে উৎসুক হইতেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য তদনীন্তন বারসতের জএন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ত্রেবর সাহেব। সাহেব বাঙ্গালা জানিতেন বলিয়াই সময়ে ২ তর্কচূড়ামণির সঙ্গে দর্শন শাস্ত্রের সদালাপ করিয়া সুখী হইতেন ও তর্কচূড়ামণিকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাকরিতেন। শুনিয়াছি উক্ত সাহেব মহোদয় ১৬ বর্ষ পরে স্বদেশ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হইয়া আসেন এবং আসিয়াই তর্কচূড়ামণির পুত্রকে বিচারক করিয়া দিবার আগ্রহে কিছু ইংরাজী শিখিবার জন্য অনুরোধও করিয়াছিলেন। যাহা হউক এই মহাপুরুষ তর্কচূড়ামণি ইঁহার প্রসঙ্গে লিখিলে মনে শান্তি আসে। ইঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক ঘটনা আছে।

৩৪। যজ্ঞপতি বিদ্যারত্ন—

ইনি হলধর তর্কচূড়ামণির উপযুক্ত পুত্র। নৈয়ায়িক পণ্ডিত হইয়া বহু ছাত্রকে ন্যায়শাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন ইঁহার প্রিয়ংভাষিতা গুণের সঙ্গে এমন একটী গুণ ছিল যে তিনি কখন অনাবশ্যক পরচর্চ্চা করিতেন না। ইঁহার কাছে বসিলে সকলেই বুঝিত যে ইঁহার মত শুভাকাঙ্ক্ষী আমার আর নাই। মালদহ জেলার চাঁচলের রাজা ঈশ্বর চন্দ্র চৌধুরীর সংসারের গুরু হন। অনেক নূতন শিষ্য ইঁহার ঘটিয়াছিল বহুতর নূতন শিষ্য ইঁহার নিকট দীক্ষা পাইয়াছিল বহু ভূসম্পত্তি প্রতিগ্রহ পাইয়াছিলেন বহুদিন চাঁচল ষ্টেট হইতে ৩৬০ টাকা বার্ষিক গুরুবৃত্তি ভোগ করিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবনে নিজের মন্ত্রশিষ্যা বাগবাজারের ৺দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রবধূ বামাসুন্দরী দেবী ৫০০ টাকা আয়ের উজুলী পরগণার পত্তনী সম্পত্তি ইঁহাকে দান করেন সে সম্পত্তি ইঁহার পুত্রেরা ভোগ করিতেছেন। ইঁহার অন্যান্য ক্রয়োপার্জ্জিত অনেক সম্পত্তি আছে। ইনি বংশের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন

আকারে প্রকারে সভায় বসিলে একটী শুভলোক বিবেচনা হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মিয়াও ভাগ্যযোগ থাকায় অনেক নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ক্রিয়ায় ধনবানের মত ধনব্যয় করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন।

৩৫। পীতাম্বর বিদ্যারত্ন—

কৃষ্ণকিঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্র বংশের উজ্জ্বল পুরুষ। ইহার বড় রাশি ভার ছিল ইনি বংশ মর্য্যাদায় অক্ষুণ্ণ থাকিয়া সংসারের উন্নতি করেন। এই সদাচারী সুব্রাহ্মণ গুরুর উপযুক্ত পাত্র থাকায় বহু শিষ্য করেন কোটালীপাড়ের গুনক বংশের দৌহিত্র ছিলেন। ইহার পুত্রেই পুণ্য প্রকাশ।

৩৬। দিগম্বর তর্কসিদ্ধান্ত—

ইনি পীতাম্বর ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। একজন উত্তম বৈয়াকরণিক ছিলেন সুপদ্ম ব্যাকরণের চতুষ্পাঠী করিয়া বহু ছাত্র পড়াইয়াগিয়াছেন বিষ্ণুমিশ্র প্রভৃতি সুপদ্ম ব্যাকরণের ভাষ্য ইহার মুখে ছিল ব্যাকরণের কক্কিকা তাঁহার অভাবে ভাটপাড়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এখনও ভাটপাড়ায় তাঁহার অনেক কৃতীছাত্র আছেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক ছিলেন তন্ত্রমত অনুষ্ঠানের সূক্ষ্ম সন্ধান বেশ রাখিতেন নিত্য কর্ম্ম কখন বাদ দেন নাই এমনকি মধ্যে ২ বিশেষ পীড়া ঘটিলে তাঁহার বৈদিক সন্ধ্যা ছাত্রেরা প্রতিনিধি পাইয়া অনুষ্ঠান করিত। বড় বলবান্ ছিলেন। যৌবনে ৭ মণ কাঠের গুড়ী একা উঠাইয়া ৫০ হাত দূরে ফেলিয়া ছিলেন অভিভাবকেরা ইহার বল হ্রাসের জন্ম রক্ত মোক্ষণের পরামর্শ করিয়া ছিলেন। এরূপ অসামান্ন বলশালী হইয়াও অতি নম্র ও সাত্বিক লোক ছিলেন সরল ভাবেই সকলের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন।

৩৭। শশিশেখর তর্করত্ন—

ইনি পীতাম্বর ঠাকুরে কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি কুশাগ্র বুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন এবং প্রগাঢ় শাস্ত্র বিশ্বাসী ও ধর্ম্মসম্পন্ন ছিলেন। ইহার অধ্যাপক বংশের উজ্জলমণি রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন যে শশীকে পড়াইয়া আমার শাস্ত্রে সূক্ষ্ম দৃষ্টি আসিয়াছে। ইহার প্রতিভা যেমন শাস্ত্রে তেমনি বৈষয়িক সামাজিক সকল ব্যাপারেই অকুণ্ঠিতা ছিল ইনি সকলেরই নিজস্ব ছিলেন সভা প্রথম বসাইতে হইলে ইহাকেই বসিতে হইত ইহার অভাবে ভাটপাড়া সমাজে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পূরণ অসম্ভব। ইহার প্রিয় মধুর ভাষণে লোক মুগ্ধ হইত এক সময়ে বাং ১২৮২ সালে চুঁচুড়া মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের আশ্রম হইতে অতর্কিত ভাবে ২ জন মহর্ষির আত্মীয় ভাটপাড়ায় উপস্থিত হন তাঁহারা

এই তর্করত্নের শাস্ত্রীয় আলাপ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়া যান বাঙ্গলায় এরূপ সদালাপী প্রতিভাবান্ সুপণ্ডিত দেখি নাই।

৩৮। জগন্নাথ বিদ্যার্ণব—

ইনি শশিশেখর তর্করত্নের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি পিতার যোগ্য সন্তান কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যুপন্ন বুদ্ধি প্রতিভা অসামান্য ছিল। ভাটপাড়ার সংস্কৃত নাটকাভিনয়ের প্রথম সূত্রপাতের অন্যতম নেতা। ইনি ভাল সরস কবিতা লিখিতেন ইহার রচিত কালকৌতুক প্রহসন অমুদ্রিতভাবেই নষ্ট হইয়াছে। বঙ্গবাসীর শাস্ত্র প্রকাশে বহুতর গ্রন্থেরই ইনি অনুবাদক ছিলেন। ইহার অকাল মৃত্যুতে ভাটপাড়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। এরূপ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুপন্ন কেশরী গ্রামে আর হওয়ার আশা নাই।

৩৯। কাশীনাথ বাচস্পতি—

ইনি দিগম্বর তর্কসিদ্ধান্তের মধ্যম পুত্র। কাশীনাথের বিষয় লিখিয়া উঠা যায় না। সংস্কৃতে সুব্যুৎপন্ন সুবৈয়াকরণিক কাশীনাথ পিতার উপযুক্ত পুত্র। ইনি যখন পিতৃ চতুষ্পাঠী চালাইতে থাকেন তখন ভাটপাড়ায় যেন ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার সজীব মূর্ত্তিতে বিরাজ করিত। এরূপ ছাত্র হিতৈষী অধ্যাপক প্রায় দৃষ্টি গোচর হয় না। ইনি ধর্ম্মবিশ্বাসী অনুষ্ঠায়ী ও পরোপকারী ছিলেন। কি ভদ্র কি ইতর সকলের কাছেই কাশীনাথ নিজস্ব ছিলেন। তাঁহার সময়ে ভাটপাড়ার সারস্বতোৎব একটা বিশিষ্ট উৎসব ছিল তিনি ভাটপাড়ায় সংস্কৃত নাটকাভিনয়ের প্রাণ ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ভাটপাড়ার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পুরণ হওয়া অসম্ভব।

৪০। পঞ্চানন ঠাকুর—

রামজীবন শিরোমণির পৌত্র। অতি সুব্রাহ্মণ ছিলেন বংশোচিত মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেন না। ৺রামকান্ত সার্ব্বভৌমের শিষ্যসমৃদ্ধির প্রায় সম্পূর্ণ অংশ ইহাতেই আসিয়াছিল। এই তেজস্বী গুরু গুরুচিতগুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন।

৪১। রামকৃষ্ণ ন্যায় তর্কতীর্থ—

ইনি পঞ্চানন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন অনেক ছাত্রকে অন্ন দান পূর্ব্বক পড়াইয়া কৃতবিদ্য করিয়া গিয়াছেন ইহার ছাত্রগণের মধ্যে ঢাকার রামকৃষ্ণ ন্যায়তীর্থ উল্লেখ যোগ্য। ইনি কেবল নৈয়ায়িক নহেন সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন কেশরী ছিলেন। ইহার কবিতা ও ভাষা প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতই ছিল। এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অকাল বিয়োগে ভাটপাড়ার যে

ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ অসম্ভব। ইঁহার সভায় বক্তৃতাকালে তীব্র প্রতিভা বিকাশ পাইত। অনেক লোক ইঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন। ইনি কনিষ্ঠের সহযোগে বাং ১৩২০ সালে রামকান্ত সার্ব্বভৌমের নবরত্ন মন্দির সংস্কার করিয়া উহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

৪২। শ্রীকণ্ঠ ঠাকুর—

ইনি পঞ্চানন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি পরোপকারী সমাজে প্রতিপত্তি-সম্পন্ন ছিলেন। ইঁহার অকাল মৃত্যু সমাজকে শোকার্ত্ত করিয়াছে। শিষ্য মণ্ডলীতে ইঁহার সারযুক্ত বাক্য বড়ই শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইত।

রামজয় সিদ্ধান্তের ধারায়ঃ—

৪৩। রামচরণ তর্কবাগীশ—

একজন সাধক মহাপুরুষ ছিলেন ইঁহার বাক্‌শক্তির অনেক নিদর্শন শুনা যায়।

৪৪। রামদেব বিদ্যারত্ন—

ইনি রামচরণের পুত্র। অসাধারণ সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন। বংশোচিত মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই কাহাকে মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে দেখিলে নিবৃত্ত করিতেন। এই তেজস্বী শুরুচিতগুণসম্পন্ন মহাপুরুষের সময়ে গ্রামের বিবাদ রাজদ্বারে যাইতনা। ইনি হলধর তর্কচূড়ামণির পদানুসরণে মধ্যস্থ হইয়া ইতর ভদ্র সকলেরই বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতেন। তাদৃশ বিভব না থাকিলেও অন্নদানে কাতরতা করিতেন না। গ্রামে পিতৃ মাতৃ কন্যাদায়গ্রস্ত কেহ আসিলে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিত এবং তিনি সকলকে সমাবেশ করিয়া তাহার দায় উদ্ধারের সাহায্য করিয়া দিতেন। এদিকে এমন অমায়িক ছিলেন যে বালকের ন্যায় বালকের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন তাহাতে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। অনেক বিদ্যার্থী তাঁহার গৃহে অন্ন পাইয়া অন্য চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিত। কখন প্রার্থীকে বিমুখ করেন নাই। ইঁহার পুণ্য প্রকাশ পুত্রেই হইয়াছিল।

৪৫। রামময় বিদ্যাভূষণ।

ইনি রামদেব ঠাকুরের পুত্র। ইনি ব্যুৎপন্ন-কেশরী স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকারী হন। অনেক ছাত্রকে অন্ন দিয়া কৃতবিদ্য করিয়াছেন। এই মহাপুরুষ নানাগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন প্রিয়মিষ্টভাষিতাগুণে অনেকেই ইঁহার বশ্য ছিল। ইঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল ইঁহার রচিত "প্রতাপচরিত" নামক সংস্কৃত

নাটক প্রাচীন কবিদের নাটকের ন্যায় গুণালঙ্কারভূষিত হইয়া এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় আছে। ইঁহার "কাল বিলাস" নামক সংস্কৃত প্রহসন মুদ্রিত হইয়া ভাট-পাড়ায় অভিনীত হইয়াছিল। ইনি শাস্ত্র বিষয়ে অনেক সভা জয় করিয়াছিলেন। ইনি ভাটপাড়ায় প্রথম সংস্কৃত নাটকাভিনয়ের অন্যতম প্রধান নেতা। ইঁহার সকল কাজই ভাটপাড়ার গৌরববৃদ্ধিকর হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ইঁহার পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধি প্রতিভার ভূয়সী প্রসংশা করিতেন। ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ গ্রন্থের কতিপয় স্থানের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া ছিলেন। অকালে ইঁহার তিরোধানে ভাটপাড়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আর এরূপ পুরুষ এবংশে হওয়া অসম্ভব।

৪৬। রামসুন্দর তর্কবাগীশ—

ইনি রামজয় সিদ্ধান্তের মধ্যম পুত্র। ইনি অতিথিবাৎসল্যে ও ব্রহ্মচর্য্যের দার্ঢ্যে এই বংশে অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি বীরেশ্বর ন্যায়লঙ্কার ঠাকুরের মন্দিরযুগলের মধ্যে নয়নাভিরাম রামসীতার এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সে মূর্ত্তি এখন আর নাই। কথিত আছে যে তিনি কখন জীবনে ত্রিসন্ধ্যার যথাযোগ্য কাল অতিক্রম করিতেন না। এই নিষ্ঠায় তিনি ব্রহ্মচারী ঠাকুর বলিয়া অভিহিত হইতেন। তেজস্বী ব্রহ্মচারীর মত তাঁহার রূপও ছিল। মধ্যমগ্রামের জমীদার ৺রামশরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার রূপ ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্য হন। রামশরণ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন রামসুন্দরের নিকট মন্ত্র লইয়া এবং ৺গুরুর আদেশে স্বদেশে রামেশ্বর নামক এক শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি ব্যাধিমুক্ত হন। এই ঘটনায় জমীদারগোষ্ঠি ব্রহ্মচারী ঠাকুরের নিতান্ত ভক্ত হয়েন। রামশরণের পুত্র ভক্ত গৌরীচরণও কোন্নগরের পঞ্চানন তলার উত্তর দিকে গঙ্গার তীরে গুরুকে দিয়াই এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করান। বর্ত্তমানে উক্ত মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। রামসুন্দর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এই ২৪ পরগণার অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামবাসী তাঁহার এক শিষ্য ৺ভৈরব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা উক্ত গ্রামে এক মনোরম শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করান। গুরুর নামানুসারে ঐ শিব "হরসুন্দর" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। আজিও নারায়ণপুরে হরসুন্দর শিবমন্দির রামসুন্দরের গৌরবকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। রথ্যা ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতেও তাঁহার বড় ঝোঁক ছিল। ভাটপাড়ার ভাঙ্গা বাঁধাঘাটের রাস্তার উপরে যে দুটি বিশাল অশ্বথ বৃক্ষ আজিও দেখা যায় ইহা তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

তাঁহার আশা ছিল যে তিনি দুধারে বৃক্ষের সারি দিয়া এক বিশাল রথ্যা প্রস্তুত করেন। এই প্রসঙ্গে গোবরডাঙ্গার প্রসিদ্ধ ভূস্বামী এই বংশেরই শিষ্য ৺কালী-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার কথা হয় এবং রাস্তা ভাটপাড়া হইতে গোবরডাঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে এইরূপ প্রস্তাব থাকে। ঠাকুরের এমন বেগ যে এই বৃহৎ কার্য্যের জন্য কালীপ্রসন্ন বাবুর নিকট নগদ ৫৲ টাকা জমা দেন এবং বলেন আমি ক্রমে ক্রমে টাকা সরবরাহ করিব। কালীপ্রসন্ন বাবু ঐ নিঃস্ব ব্রাহ্মণপণ্ডিতের আগ্রহাতিশয্যে বিস্মিত হইয়াছিলেন। অসম্ভব প্রস্তাব অবশ্য কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

৪৭। নীলমাধব ঠাকুর—

রামচরণ ঠাকুরের প্রপৌত্র। ইনি বুদ্ধিমান্ ও তেজস্বী ছিলেন। ব্যয়কুণ্ঠতা করিতেন না। অশন বসনাদি কার্য্যে খুব দৃষ্টি ছিল। নিজে খুব সৌখীন লোক ছিলেন। রাশি ভার থাকায় সকলেই তাঁহাকে ভয় ও ভরসা করিত।

৪৮। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগর—

ইনি ব্রহ্মচারী ঠাকুরের অন্যতম প্রপৌত্র। গুরুচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন। কখন কাহারও সঙ্গে বিরোধ ছিল না। শৈশবে মাতৃহীন ও পিতা শরীকানী বিবাদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুদূর পশ্চিমে শিষ্যসকাশে যান তখন ইঁহাকে সপিণ্ড ভ্রাতা বিশ্বনাথবিদ্যাপঞ্চাননের পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। ইনি কৈলাশ চন্দ্রবিদ্যারত্নের জননীর স্তন্য পানে বর্দ্ধিত হন। কৈলাশচন্দ্র উপনয়ন কাল পর্য্যন্ত শম্ভুচন্দ্রকে নিজের জ্যেষ্ঠ সহোদরই জানিতেন। ইঁহার এক শিষ্য উত্তম বাস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

৪৯। গিরীশচন্দ্রসিদ্ধান্তরত্ন—

শম্ভুচন্দ্রের পুত্র। যেমন রূপ তেমনি বুদ্ধি ও অন্যান্য গুণরাশিতে ইনি ভূষিত ছিলেন। তন্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকারী হইয়াছিলেন। বহু শিষ্য করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে বনগ্রাম গরীবপুরের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক কুমার স্বামী একজন অন্যতম। ইনি তান্ত্রিকমঠপ্রবর্ত্তক পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রেতো এইরূপ তীক্ষ্ণতা তাহার উপর আবার এমন স্বভাবশিল্পী ছিলেন যে তাঁহার যৌবনে যখন প্রেসের এত ছড়াছড়ি ছিল না তখন তিনি নিজে কাষ্ঠের টুকরায় অক্ষর খোদাই করিয়া ভাটপাড়ায় এক প্রেস স্থাপন করেন ঐ প্রেসের নাম ছিল মধুকরী প্রেস। মধুকরী নামে এক সংবাদ পত্র ঐ প্রেসে ছাপা হইত। ধারণাশক্তির এতই তীক্ষ্ণতা যে ইংরাজী এক বর্ণও না জানিয়া ৺যদুনাথ

মুখোপাধ্যায় নামক হুগলির তাৎকালিক অভিজ্ঞ এক ডাক্তারের (ইনি উক্ত কুমার স্বামীর পিতা) নিকট মুখে মুখে শুনিয়া চিকিৎসা কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং বিনা অর্থে গ্রামে চিকিৎসা করিয়া গ্রামের যথেষ্ট উপকার করিতেন। ইংরাজী ঔষধের নাম তিনি বাঙ্গালায় লিখিয়া প্রেস্‌ক্রুপসন্ করিতেন ও তাহা ডাক্তারগণের সম্মত হইত। তাঁহার আর একটি স্বাভাবিক শক্তি ছিল চিত্রকলায়। কাহারও কাছে শিক্ষা করেন নাই অথচ এমন ছবি আঁকিতেন যে তাহা দেখিলেই মনে হইত যেন কোন শিক্ষিত চিত্রকরের চিত্রিত। গ্রামের মধ্যে অন্যতম দুর্গোৎসবাদিক্রিয়াবান্ এই মধুরোদারচরিত মহাধী যথার্থই একজন সূক্ষ্মবুদ্ধির আদর্শ ছিলেন। ৮৪ বর্ষ বয়সে এই মহাপুরুষের গঙ্গালাভ হয়।

৫০। পূর্ণচন্দ্র ঠাকুর—

ব্রহ্মচারী ঠাকুরের অন্যতম প্রপৌত্র। শান্ত শিষ্ট ও বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন। শিশু পুত্র কন্যা রাখিয়া অকালে ইনি কালগ্রাসে পতিত হন।

৫১। উমেশ চন্দ্র ঠাকুর—

ইনি ৺কালীনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। খুব সাহসী ও গুরুচিত গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন। গুরুজনের প্রতি বিশেষ গৌরব রাখিতেন। ই, বি, রেল হওয়ার পূর্ব্বে জননীর পীড়া নিবন্ধন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার বেলী সাহেবের কাছে কলিকাতায় সপ্তাহে ২ দিন পদব্রজেই যাতায়াত করিতেন। এই কার্য্য তাঁহার দশ ঘণ্টায় নির্ব্বাহ হইত। পাদচারে খুব অভ্যস্ত ছিলেন।

৫২। জগদ্রাম ন্যায়রত্ন।

ইনি রামচন্দ্র ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। নৈয়ায়িক হন অকালে লীলা সাঙ্গ হওয়ায় উল্লেখ যোগ্য ঘটনা পাওয়া যায় না। ইহার ধারা নাই।

৫৩। রাম নারায়ণ ঠাকুর—

ইনি বিষ্ণু ঠাকুরের পুত্র। নির্বিরোধী শান্তস্বভাব ব্যক্তি ছিলেন।

৫৪। যোগেশ চন্দ্র ঠাকুর—

ইনি দিগম্বর তর্কসিদ্ধান্তের কনিষ্ঠ পুত্র। একজন পরমোৎসাহী উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। অকালে ইহার মৃত্যু হওয়ায় সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে।

নারায়ণঠাকুর হইতে ৪র্থ পুরুষ বীরেশ্বরন্যায়ালঙ্কার

ও তাঁহার ধারার জ্যেষ্ঠানুক্রমে পরিচয়।

ইঁহারা পশ্চিমের বাড়ীর ঠাকুর বলিয়া অভিহিত।

মূল পুরুষ

বীরেশ্বরন্যায়ালঙ্কার রাশি নাম

রঘুদেব।

ইনি চন্দ্রশেখরন্যায়বাচস্পতিঠাকুরের ২য় পুত্র। বৃহস্পতি তুল্য ইঁহার সাত পুত্র। ইঁনি ব্রাহ্মণ্যে বিদ্যাবত্তায় ও ভাস্বরপ্রতিমরূপে সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন। ইঁহার হৃদয় বড়ই স্নেহপ্রবণ ছিল দানশৌণ্ডীর্য্যও ইঁহার অতুলনীয়। সাত পুত্র আর দুই পিতৃহীন বালক ভ্রাতুষ্পুত্র ইঁহার হৃদয়ের গ্রন্থি ছিল। কিন্তু পুত্রেরা সকলেই উপযুক্ত হওয়ায় তাহাদের জন্য তাঁহার তত চিন্তা ছিল না চিন্তা ছিল বালক ভাইপো দুইটীর জন্য। কি করিয়া উহাদিগকে সুখী করিবেন কি করিয়া স্বর্গগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বংশধর দুটিকে স্বাবলম্বন করাইবেন তাহাই তাঁহার মনের একমাত্র চিন্তা ছিল। ভাইপো দুইটিও তাঁহার বড় অনুগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূও ঐ অত বড় মর্য্যাদাপন্ন দেবরের শ্রীমান্ সংসারে মাতার মত গৃহ কর্ত্রী। একদিন একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল। বীরেশ্বর সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বসিয়াছেন আর কে জানে কি এক মনোভাবের প্ররোচনায় মাতৃসম্মাননীয়া ভ্রাতৃজায়া আসিয়া লজ্জামৃদুলস্বরে বলিলেন আপনার ভাইপো দুটির জন্য কি উপায় করিতেছেন। বিধির বিধান সেই কথাতেই ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের প্রতি বীরেশ্বরের প্রাণের অনাবিল স্নেহ আসিয়া বীরেশ্বরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল তিনি আর কোন দিক্ না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন উপায় উপায় আর অন্য কি মা! আপনার কাছে বলিতেছি যে আজ হইতে আমার বাণেশ্বর, ও রাঘবরাম আমার পৈতৃক ও আজ পর্য্যন্ত স্বোপার্জ্জিত যা কিছু সম্পত্তি সকলেরই অধিকারী হইল। ভ্রাতৃজায়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন বলিলেন আঁ্যা কি করিলাম! বীরেশ্বর বলিলেন না কিছু না মা কিছুই অন্যায় করেন নি অনেক দিনের পর আজ আমার প্রাণের একটা মস্ত

বোঝা নামিয়া গেল আমি সর্ব্বদাই ভাবিতাম ভাইপোদের কি হইবে আজ বড় শুভদিন আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম আমার বাসনা পূর্ণ হইল। ভ্রাতৃজায়া দেবরের মহত্বে তাঁহাকে দেবতা ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এই মহাপ্রাণতার শব্দ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল ছেলেরা শুনিল কিন্তু কিছু বলিতে সাহস করিল না। সেই দিনই বীরেশ্বর পৈতৃক বাস্ত ছাড়িয়া সানন্দচিত্তে দানটিকে পাকা করিবার জন্য হুগলীর সন্নিকটে বাঁশবেড়িয়ায় গিয়া বাসের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু উহা আর ঘটিল না এই সংবাদে ভাটপাড়ার পরমাত্মীয় ও প্রথম শিষ্য হালদার ভূস্বামী বড়ই কাতর হন ও তিনি স্থানান্তরে যাইলে ভাটপাড়া শ্রীহীন হইয়া যাইবে এই কথা বুঝাইয়া বিশেষ অনুনয় বিনয় সহকারে তাঁহার সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করান। ব্যবস্থা হয় এই ভাটপাড়াতেই নূতন জমিতে নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইলে তিনি তথায় বাস করিবেন। দান দানই থাকিবে। বীরেশ্বর স্বীকৃত হইলে তাঁহার পৈতৃক বাড়ীর পশ্চিমাংশে হালদার ভূস্বামী আবার নূতন করিয়া নিষ্কর ব্রহ্মত্র জমি দান করেন ও তথায় বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। ধন্য হালদার বংশ! কি দানশূরতা! কি গুরুভক্তি! গুরু শিষ্যের প্রাণ একতারে গাঁথা। বাড়ী নির্ম্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রদের বাড়ীতেই থাকেন ভ্রাতৃজায়া তখনও সেই মাতার মত তাঁহাকে আদর যত্ন করিতে থাকেন। হায় অতীত! তুমি তখন কি এক অপূর্ব্ব দেবভাব দিয়া এ বংশের ও হালদার বংশের মনোভাব গঠন করিয়াছিলে! এখনকার এই বর্ত্তমান-রাজসতাবময় এই বর্ত্তমান তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। না পারুক শান্তি এই যে আমরা যদি কখনও অবকাশ মত অতীতের দিকে মনশ্চক্ষে চাহিয়া দেখি দেখিতে পাইব আমরা দেববংশে উদ্ভূত। হয়তো তখন ক্ষণকালের জন্যও পবিত্রচিত্ত হইব ও রাগ দ্বেষ আত্মাভিমান ভুলিব। ইহাই এই বংশ পরিচয় জানিয়া লাভ।

এই নূতন বাড়ী যখন প্রস্তুত হয় তখন শিষ্যদিগের কাছে গুরু ঠাকুরদের দুটী বাড়ী হইল পুরাতনটি পূর্ব্বের দিকে নূতনটি পশ্চিম দিকে। উভয় বাড়ীর জ্ঞাপকতো একটা সঙ্কেত চাই আপনিই উহা উদ্ভূত হইল। স্বাভাবিক সঙ্কেত পশ্চিমের বাটীর ঠাকুর ও পূর্ব্বের বাটীর ঠাকুর। খুল্লতাত বীরেশ্বরের ধারা হইলেন পশ্চিমের বাটীর ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র বাণেশ্বরের ধারা হইলেন পূবের বাটীর ঠাকুর। ঐ নির্দ্দেশ আজও চলিয়া আসিতেছে। নির্দ্দেশ তো চলিয়া আসিতেছে সেই মনোভাব চলিয়া আসিবে না কি? ভগবান করুন আমাদের এই বংশ-পরিচয় গ্রন্থখানি যেন আমাদের সেই পবিত্র পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইয়া দেয়।

বীরেশ্বরের সম্বন্ধে লিখিবার অনেক আছে গ্রন্থ গৌরব ভয়ে নিম্নে সামান্য মাত্র ঘটনা লিখিত হইল।

এই বংশের মূল পুরুষ গদাধর যখন কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় আসেন তখন বাঙ্গালা তাঁহার কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে আগত কনোজিয়া পঞ্চ ব্রাহ্মণের ধারায় সমাবৃত। তাঁহারা উভয় শ্রেণীতে বিভক্ত রাঢ়ী ও বারেন্দ্র। তাঁহাদের শ্রেণী বিভাগ তখন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর সহিত আদান প্রদান করেন না এমন কি আহার ও নিয়মবদ্ধ। ব্রাহ্মণের যে সনাতন বৈদিক উপাধি যে উপাধি লইয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষপঞ্চ আসিয়াছিলেন (পঞ্চ বৈদিকা ব্রাহ্মণা আসন্ ইতি কুলপঞ্জিকা) উহাও তাঁহাদের নাই রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহারা বিখ্যাত। সেই সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় আসেন তাঁহারা তাঁহাদের সেই সনাতন উপাধি বৈদিক নামেই অভিহিত হয়েন ও পশ্চিমদেশ হইতে আসেন বলিয়া "পাশ্চাত্য" এই একটি শব্দ তাঁহাদের উপাধির সহিত সংযুক্ত হয়। (১) ঐ তাৎকালিক নিয়মাধীনে গদাধর ও তদ্‌বংশীয়েরা পাশ্চত্য বৈদিক শ্রেণীতে বিভক্ত। এই পাশ্চত্য বৈদিক বশিষ্ঠ বীরেশ্বর পাণ্ডিত্য ধর্ম্মানুরাগ ও সদাচারে তাৎকলিক ব্রাহ্মণসমাজে বড়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। একে তো ইনি সিদ্ধ পুরুষ নারায়ণ ঠাকুরের প্রপৌত্র তাহার উপর তাঁহার নিজের ঐ সকল গুণ, চারিদিক্ হইতে প্রধান প্রধান রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণসন্তানগণ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণসমাজে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ্যে পাণ্ডিত্যে ও আভিজাত্যে গরীয়ান্ রাঢ়ী বারেন্দ্র সমাজ পাশ্চত্য বৈদিক বীরেশ্বরের দিকে দৃষ্টি পাত করিল। ভাটপাড়ার নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণজনপদ কামালপুর, ভট্টাচার্য্যিকামালপুর বলিয়া যাহার বিখ্যাতি, তখন একটা বড় পণ্ডিতের স্থান। বেদান্তের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ চিৎসুখীর প্রসিদ্ধ টীকাকার মধুসূদন তর্কালঙ্কার ঐ জনপদের অন্যতম পণ্ডিত। ইঁহারা সব একমত হইয়া মনে মনে একটা ভাব পোষণ করিয়া নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে দিয়া এক বিরাট পণ্ডিতসভা আহ্বান করান। ভাটপাড়ায় বীরেশ্বরের নিকট নিমন্ত্রণ পত্র আসিল। বীরেশ্বরাবতার বীরেশ্বর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। পুত্রভ্রাতুষ্পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সভা। কামালপুরওয়ালারা পূর্ব্ব হইতেই তথায় কোমর বাঁধিয়া আছেন। প্রাতঃস্নান করিয়া কোশাকুশি

(১) দক্ষিণ দেশ হইতে যে ব্রাহ্মণেরা আসেন তাঁহাদের দাক্ষিণাত্য বৈদিক সংজ্ঞা।

হস্তে নামাবলীগাত্রে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ বীরেশ্বরাগ্রণী ঠাকুরকুল সভায় প্রবেশ করিতেছেন। যেন ঠিক্ সেই অতীতের এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের পুনরবতার। বারাণসীর ঋষিপত্তনে বুদ্ধদেব প্রবেশ করিতেছেন আর তাঁহাকে অসম্মান করিবার জন্য তাঁহারই পঞ্চশিষ্যপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ কোমর বাঁধিয়া আছেন। ঘটনাও সেই একই সমাধান। সভাস্থ সকলে চমকিয়া উঠিল, এ কি মূর্ত্তি! এ কি ব্রহ্মণ্যদেব সাক্ষাৎ আসিতেছেন! সব ভুলিয়া গেল, অত পরামর্শ সব ভাসিয়া গেল। বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া সমগ্র সভা একসঙ্গে দণ্ডায়মান হইল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কামালপুরওয়ালারা ম্রিয়মাণ, স্ব স্ব আসনে গিয়া উপবেশন করিল। তাহার পর বিচার হইল। ক্রমে তাঁহার রূপের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সদাচার ও সর্ব্বশাস্ত্রে অসীম পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া সভা চমৎকৃত হইল ও কামালপুরের অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। সেদিন চলিয়া গিয়াছে কিন্তু ভাটপাড়া কামালপুরে সে গুরু সম্বন্ধ আজও রহিয়াছে সেই গুরু শিষ্য সম্বন্ধ পরস্পর বংশানুক্রমে আজিও বর্ত্তমান। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁহার মর্য্যাদার অনুরূপ বীরেশ্বরকে আনন্দপুর প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ব্রহ্মত্ররূপে দান করেন।

বাঙ্গালা ১১৩৪ সালে বীরেশ্বর তাঁহার নিজ বাস্তুতে দুইটি শিব ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির দুটি অদ্যাপি উন্নতশিরে তাঁহার কীর্ত্তি খ্যাপন করিতেছে। ২৪ পরগণা পানিহাটীতে তিনি ঐরূপ শিব ও শিবমন্দিরদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং উভয় স্থানেই পূজার জন্য বৃত্তি স্থির করিয়া দেন। পানিহাটীর মন্দির দুটি সংস্কারাভাবে ভগ্নপ্রায়। ইঁহার আর এক বিশাল কীর্ত্তি আধহাটার জলাশয়। আধহাটা ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। কোন সময়ে ঠাকুর সেই গ্রামের ভিতর দিয়া কোন শিষ্যালয়ে যান এবং লক্ষ্য করেন জলাভাবে গ্রামবাসীর বড় কষ্ট। মহাপ্রাণের প্রাণে উহা বাজিয়া উঠে গ্রামে কেহ সম্পন্ন ব্যক্তি আছে কিনা জানিতে চাহিলে জানিতে পারেন যে এক ঘর গোয়ালা শ্রীমান্ আছে। ঠাকুর তাহাকে একটি পুকুর কাটাইয়া দিতে বলিলেন কিন্তু লোকটি তাঁহার কথা না রাখায় ঠাকুর নিজেই একটি বৃহৎ পুষ্করিণী কাটাইয়া দেন। ঐ পুকুরের নাম হইল ঠাকুর পুকুর এবং উহা আজও গ্রামবাসীর তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে।

ইনি বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন। আধহাটায় তাঁহার পুকুর হইয়া গেলে সেই গোয়ালা ঈর্ষ্যা করিয়া আবার একটা প্রতিদ্বন্দ্বী পুকুর কাটায়। লোকটা

হতভাগ্য কাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে বুঝিল না। তাহার সেই তামস কার্য্য বীরেশ্বরের বাক্যে বৃথাকার্য্যে পরিণত হইয়া গেল উহাতে পানোপযোগী জল হইল না কেবল ভেকগণের আশ্রয় হইল। তাঁহার আর একটা মনঃ সিদ্ধির কথা শুনা যায়। অসময়ে তাঁহার একবার পাকা আম খাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল! সে তো আর একাল নহে তখনকার কালে উহা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার শিষ্য ও পুত্রগণ চিন্তিত হইলেন কোথায় পাইব ঠাকুর এমন ইচ্ছা করিলেন কেন? কিন্তু তাঁহাদের চিন্তা আর করিতে হইলনা সত্য সত্যই এক শিষ্য একটি সুপক্ক আম্র লইয়া ঠাকুরকে আসিয়া খাওয়াইয়া গেল। এ যেন সেই ঋষিদের মত মানসী সিদ্ধি!

৯০ বৎসর বয়সে তাঁহার গঙ্গালাভ হয়। মৃত দেহ লইয়া এখন একটা শোভাযাত্রার কাল আসিয়াছে। তখনও যে না ছিল তা নয় তখনও ছিল তবে তাহার প্রকার ছিল স্বতন্ত্র। মুমূর্ষু বীরেশ্বরকে যখন গঙ্গাতীরস্থ করা হয় তখন তাঁহার শোকে তখনকার সমগ্র ভাটপাড়া তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিল। ভাটপাড়া চুঁচুড়ার পূর্ব্ব পারে। শুনা যায় সেইদিন সেই সময়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা অবরোধ করিয়া ফিরিবার পথে চুঁচুড়ায় অবস্থান করেন এবং পরপারে ঐ বিপুল লোকসমাগমের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া জানিতে পারেন ভাটপাড়ার গুরুঠাকুর বংশের প্রথিতনামা এক মহাত্মা গঙ্গায় দেহ ত্যাগ করিতে আসিয়াছেন। কিম্বদন্তী নিতান্ত অমূলক নহে বীরেশ্বর ঐ সব ঘটনার সমসাময়িকই বটেন।

বীরেশ্বরন্যায়ালঙ্কার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র
ও তাঁহার ধারার পরিচয়।

ইঁহারা বড় ঠাকুরের গোষ্ঠী বলিয়া অভিহিত।

১। রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ—

বীরেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভাটপাড়ার প্রথম নৈয়ায়িক। ইনি নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ গদাধরভট্টাচার্য্যের সমসাময়িক কিন্তু বয়ঃ কনিষ্ঠ ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার এমন প্রতিভা হইয়াছিল যে এক সময়ে কুমারহট্টের এক সভায় ইঁহার বিচারপরিপাটী দর্শনে স্বয়ং গদাধরভট্টাচার্য্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন রাম-গোপাল বেশ বিদ্যা করিয়াছে। ইনি কর্ম্মবীর ছিলেন আপনার বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যের বলে প্রায় হাজার ঘর শিষ্য ও ২ হাজার বিঘা ব্রহ্মত্র ভূমি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। বাং ১১৬৩ সালে রাজা যাদবরাম চৌধুরীর নিকট হইতে দোরো পরগণায় ৭০০ বিঘা ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। (১) ঐ সম্পত্তি রামগোপাল চক্ নামে অভিহিত ও উহা আজও তাঁহার বংশধরেরা ভোগ করিতেছেন। ইনি বড় অল্পায়ু হইয়াছিলেন। ৩৯ বর্ষ বয়সেই ইঁহার গঙ্গালাভ হয়।

২। বিষ্ণুরাম তর্কসিদ্ধান্ত—

ইনি রামগোপালের ২য় পুত্র। ইনি ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন এবং নিজেও বড় ধর্ম্মবিশ্বাসী ও সদাচারী ছিলেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র। এই পাঁচ পুত্র হইতেই ইঁহার সন্তানগণ পাঁচবাড়ীর ঠাকুর বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। "সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা" এই শাস্ত্রবাক্যে ইঁহার বড়ই শ্রদ্ধা ছিল তাই তিনি ভাটপাড়ার ভাঙ্গা বাঁধা ঘাটের উপর গঙ্গাগর্ভের শত হস্ত মধ্যে নিজের এক বাস ভবন ও এক শিব মন্দির নির্ম্মাণ করেন। যখন তাঁহার ৫০ বৎসর বয়স তখন হইতে তিনি বানপ্রস্থের অনুকল্পে গঙ্গাবাস আরম্ভ করেন। সে বাস একেবারে সঙ্কল্পিত ভাবে। ৮৪ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন ঐ ৩৪ বৎসর এক দিনের জন্যও গঙ্গাগৃহ ত্যাগ করিয়া বাড়ী পর্য্যন্ত আসেন নাই। গঙ্গাগৃহে পুরাণেতিহাসের চর্চাতেই

(১) ভাটপাড়ার বাশিষ্ঠগণ অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী কিন্তু ভূপ্রতিগ্রহে শূদ্রাশূদ্র বিচার আবশ্যক হয় না।

কাল কাটাইতেন সন্ধ্যাহ্নিক দেবপূজা এ সব তো ছিলই। ইঁহার পূজিত পাষাণময়ী অষ্টভুজা করুণাময়ী নাম্নী মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি ও দারুময় সীতারাম বিগ্রহ আজিও ইঁহার বংশধরেরা নিত্য সেবা করিতেছেন। শুনা যায় ইঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ইনি অনেকগুলি দৈব চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সজ্ঞানে ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে করিতে এই মহাত্মা বিষ্ণুর পরম পদে লীন হন। ইঁহার অধ্যুষিত সেই গঙ্গাগৃহ ও তৎসংলগ্ন শিবমন্দির এখন গঙ্গাগর্ভে বিলীন।

৩। সৃষ্টিধরবিদ্যাপঞ্চানন—

বিষ্ণুরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি একজন বড় ক্রিয়াবান্ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার ধারা দৌহিত্র গত হইয়াছে।

৪। পার্ব্বতীচরণ বাচস্পতি—

বিষ্ণুরামের মধ্যম পুত্র। ইনিও বড় ক্রিয়াবান্ ছিলেন পৈতৃক সীতারাম বিগ্রহের রাস দোল ও রথ প্রভৃতি উৎসব বড় ধূমধামের সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। রথের জাঁক বড় বেশী থাকায় ইঁহার বাড়ী রথের বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৫। রামতারণ ঠাকুর—

পার্ব্বতীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতৃগুণে গুণবান্ ছিলেন। পিতার ক্রিয়া কলাপ অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

৬। যদুনাথ ঠাকুর—

রামতারণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ঋষিকল্প সুব্রাহ্মণ। ইঁহার বাগ্ব্যবহারে কৃত্রিমতা ছিল না। বড় নিবিরোধী ছিলেন। ইঁহার ক্রোধ কখনও দেখা যায় নাই। বাং ১৩২৫ সালে ৮৫ বর্ষ বয়সে ইঁহার গঙ্গালাভ হয়।

৭। রাধানাথ বিদ্যাবাগীশ—

বিষ্ণুরামের তৃতীয় পুত্র। বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন বলিয়া শিষ্য সম্প্রদায়ে খ্যাতি ছিল এবং সেই সিদ্ধি বলে বিশেষ সম্মান ও সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বংশধরেরা এখন তাহা ভোগ করিতেছেন। নিজেও বড় কর্ম্মী ছিলেন মহাভারতাদি পাঠ ও অপরাপর সৎকার্য্যে যথেষ্ট ব্যয় করিতেন।

৮। গুরুপ্রসাদ ঠাকুর—

রাধানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার উপযুক্ত পুত্র।

৯। কৈলাশচন্দ্র বিদ্যাসাগর—

গুরুপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অনেক ছাত্র পড়াইয়া গিয়াছেন। এখনও ইহার বহু ছাত্র জীবিত। ইনি শিষ্যদিগের একজন প্রিয়তম গুরু ছিলেন ইহার সদাচার ও বিদ্যাবত্তার বিষয় এখনও শিষ্য মণ্ডলীতে আলোচিত হইয়া থাকে।

১০। অমৃতলাল ঠাকুর—

কৈলাশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। স্বভাবেও আকৃতিতে শিবতুল্য ছিলেন। যে যে গুণে ভট্টপল্লীর বশিষ্ঠবংশ বিশিষ্ট সেই সদাশয়তা প্রভৃতি গুণ ইহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। বংশের প্রচীন কীর্ত্তি রক্ষায় ইঁহার আগ্রহ থাকায় এই বংশের মহাপুরুষ বীরেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির দুটির পুনঃ সংস্কার কার্য্যে ইনি একজন অন্যতম প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সংস্কারও ইহার যত্নে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুত রামদয়াল মজুমদার প্রভৃতি পণ্ডিত ও সাধকগণ ইহার মন্ত্র শিষ্য। ইনিও একজন সুকণ্ঠ সাধক ছিলেন। ইহার ভগবদ্ বিষয়ক সঙ্গীত সকলেরই আনন্দ দায়ক হইত।

১১। নীলমাধব ঠাকুর—

গুরুপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র। ধার্ম্মিক ও বংশোচিত সদাচারবান্ ছিলেন।

১২। নন্দকুমার ন্যায়বাচস্পতি—

বিষ্ণুরামের ৪র্থ পুত্র। স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও তাহারই অধ্যাপনা করিতেন। শেষবয়সে পুত্রের উপর সংসারের সমস্ত ভার দিয়া ৺কাশীবাস করেন ও সেই মুক্তিক্ষেত্রেই শিবত্ব প্রাপ্ত হন।

১৩। ব্রজনাথতর্কবাগীশ—

নন্দকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন ও তাহার অধ্যাপনা করিতেন। পিতা কাশীবাসী হইবার সঙ্কল্প করিলে পিতার স্মৃতি শাস্ত্রের ছাত্রগণকেও অধ্যাপনা করাইবেন বলিয়া অল্পকাল মধ্যেই পিতার নিকট স্মৃতি শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া লন। এমন প্রতিভা যে তিনি ন্যায় ও স্মৃতিতে সমান ভাবে সভায় বিচার করিতেন। একাধারে তিনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক স্মার্ত্ত অধ্যাপকরূপে বিশেষ গণ্য হইয়াছিলেন।

১৪। চন্দ্রনাথ চূড়ামণি—

ব্রজনাথের পুত্র। স্বনামধন্য পুরুষ। ইনি এমনিই একজন উদ্যোগী

ছিলেন যে মিথিলায় গিয়া ও তথায় দীর্ঘ ৮ বর্ষ কাল থাকিয়া সদ্‌গুরুর নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসেন। ইঁহার এক সহাধ্যায়ী ছিলেন তিনিও এই বংশেরই অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন দয়াল তর্করত্ন। ইনি ফলিত জ্যোতিষে তৎকালে বঙ্গে একজন সুবিখ্যাত ফলী ছিলেন। ইঁহার কোষ্ঠী বিচার ফল হাতে হাতে ফলিত। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল উলার প্রসিদ্ধ জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র একাদশ বর্ষ বয়সের একটি শিশু পুত্র রাখিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। বামনদাস ভীত হইয়া চূড়ামণি মহাশয়ের দ্বারা শিশু পৌত্রটির কোষ্ঠী বিচার করান ও বংশ রক্ষা হইবে কি না জিজ্ঞাসা করেন। চূড়ামণি মহাশয় গণিয়া বলেন যে এই পৌত্রের এই ১১ বৎসর বয়সেই উপনয়নান্তেই বিবাহ দেওয়া হউক এই পৌত্রের পুত্র হইতেই আপনার বংশ থাকিবে। বামন দাস তাহাই করিলেন। ১১ বৎসরের একটি কন্যার সহিত ছেলেটির বিবাহ হইল। ১১ বৎসরেই কন্যা গর্ভবতী। তাহার পর পুত্র প্রসব করার পরই বধূটি বিধবা হয়। যে কথা সেই কাজ এইরূপে প্রপৌত্র হইতেই বামনদাসের বংশ রক্ষিত হইল। বৈঁচির প্রসিদ্ধ জমিদার রামলাল মুখোপাধ্যায় বাবুও তাঁহার গণনা ফলে চূড়ামণি মহাশয়কে বিশেষ সম্মান করিতেন। ইনি বড় আমুদে ও স্পষ্টবাদী ছিলেন এবং বালকগণকে বড়ই আদর করিতেন।

১৫। রামপ্রাণ ঠাকুর—

নন্দকুমারের ২য় পুত্র। বংশোচিত নিষ্ঠাবান্ ও সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন।

১৬। ক্ষেত্রনাথ ঠাকুর—

রামপ্রাণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দেশে বিদেশে নিয়মিত নিত্য প্রাতঃ স্নায়ী শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুত্র পৌত্রেই ইঁহার পুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

১৭। বেণীমাধব ঠাকুর—

রামপ্রাণের কনিষ্ঠ পুত্র। বংশোচিত সদ্ব্যবহার সম্পন্ন ছিলেন। পুত্রেই ইঁহার পুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

১৮। নবীন চন্দ্র ঠাকুর—

ইনি নন্দকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ তারক ঠাকুরের পুত্র। একজন স্বভাবকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত পাঁচালি এক সময়ে জন সমাজে বিশেষ আদর পাইয়াছিল। বড় মিষ্টভাষী ছিলেন। ইঁহার বংশ নাই।

১৯। সীতানাথ বিদ্যাভূষণ—

ইনি বিষ্ণুরাম তর্কসিদ্ধান্তের ৫ম পুত্র গোপীনাথের একমাত্র পুত্র। ইঁহার পুণ্য পুত্রে কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে নিম্নে তাহা কিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

২০। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন—

ইনি সীতানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বশিষ্ঠ বংশের বর্ত্তমান শতাব্দীর চূড়ামণি ন্যায়শাস্ত্রে দ্বিতীয় গৌতম রাখালদাস ন্যায়রত্ন শুধু বঙ্গের নহে ভারতের গৌরব। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার এক অলৌলিক প্রতিভা ছিল এবং সেই অলৌকিকত্ব তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিতেন যাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রে কৃতী। ন্যায়রত্ন মহাশয় একাধারে দার্শনিক, কবি ও ঋষি ছিলেন। বঙ্গে তাঁহার ছাত্র সখ্যা অগণিত। মিথিলার তদানীন্তন মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ওঝা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ন্যায়-রত্ন মহাশয়কে "বৃহস্পতি" বলিতেন। তাঁহারই ছাত্র ভাটপাড়ার অন্যতম রত্ন মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম বাং ১৩১১ সালে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবিত কালেই তাঁহার যে জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় ন্যায়শাস্ত্রে ন্যায়রত্নমহাশয় একজন অনন্যপূর্ব্ব ধীমান্ ছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইনি "মহামহোপাধ্যায়" এই রাজদত্ত উপাধি লাভ করেন। দার্শনিক রাখালদাস অদ্বৈতবাদখণ্ডন, তত্ত্বসার, জীবতত্ত্বনিরূপণ ও শক্তিবাদরহস্য এই গ্রন্থ চতুষ্টয় প্রণয়ন করিয়া দার্শনিকতার চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন। কবি রাখালদাস রসরত্ন ও কবিতাবলী নামক গ্রন্থদ্বয়ে কাব্যরসের তরঙ্গ উঠাইয়া গিয়াছেন। ঋষি রাখালদাস বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে সুদীর্ঘকাল বাস করিয়া ঋষির মতই বিশ্বনাথের আরাধনা করিয়া গিয়াছেন। কাশীনরেশ গুরুকে যে অর্ঘ্য দান করেন একদিন এই ঋষিকে উহা দান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। হাতুয়া মহারাজ এই ঋষিকে কাশীবাসী করাইয়া আপনার রাজতাকে সার্থক করিয়া গিয়াছেন। ঋষি বল মুনি বল যোগী বল কর্ম্ম ফলের হাত হইতে কেহই এড়াইতে পারে না তাই ঋষি রাখালদাসকেও শেষ বয়সে একমাত্র পুত্রকে হারাইতে হইয়া-ছিল। এ দারুণ কথা লিখিতেও কষ্ট হয় ঋষি কিন্তু উহা সহ্য করিয়া শিবারাধনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় ৺কাশীর বাটীতে একটি ৺শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া ইনি ইঁহার সমুদয় সম্পত্তি শিবত্র করিয়া গিয়াছেন। বাং ১৩২০ সালে ৮৪ বর্ষ বয়সে সজ্ঞানে মনিকর্ণিকায় ইনি নশ্বর দেহ রাখিয়া গিয়াছেন। কাশীনরেশ ঐ ঋষির নশ্বর দেহের অনন্যসাধারণ সম্মান দেখাইয়া ছিলেন। মণিকর্ণিকার ব্রহ্মনালে উহা দাহ করাইয়াছিলেন। ব্রহ্মনাল কেবল রাজগণেরই

দাহস্থান। ইনি একজন সুদীর্ঘাকার সুন্দর পুরুষ ছিলেন।

২১। হরকুমার শাস্ত্রী—

ইনি রাখালদাসের পুত্র। কবি রাখালদাসের কবি পুত্র। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকখানি বাঙ্গালা দৃশ্য কাব্য রচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতেও ইঁহার কবিত্ব ছিল বৃন্দাবনকল্পলতিকা গ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্রিয়দর্শন ও প্রিয়ভাষী হরকুমার ফলিত ও গণিত উভয়বিধ জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। রূপে গুণে হরকুমার এ বংশের একটি সুগন্ধ ফুটন্ত ফুল ছিলেন বংশের দুরদৃষ্ট অকালে উহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। বাং ১৩১৩ সালে শ্রীদক্ষিণাচরণ তর্কনিধি ইঁহার এক জীবনী লিখিয়াছেন।

২২। তারাচরণ তর্করত্ন—

সীতানাথের আর এক দিগন্তশুভ্রকারী পুণ্য ফল। ইনি সীতানাথের মধ্যম পুত্র। ন্যায়শাস্ত্রে জ্যেষ্ঠের তুল্যই তেজস্বী। কি অতুলনীয় বাগ্মী! কি গভীর পাণ্ডিত্যের প্রভাব! সকল দর্শনে পারদর্শী অথচ কাব্যালঙ্কারে বিচক্ষণ সে এক অদ্ভুত প্রতিভা! কত চম্পু, খণ্ড কাব্য ও প্রশস্তি রচনা করিয়া প্রাচীন কবিদিগের আসনে স্থান পাইয়াছেন। ইঁহার আকার ও গাম্ভীর্য্য অসাধারণ ছিল। কাশী মহারাজার সভাপণ্ডিত হইয়া কাশীতেই অবস্থান করিতেন। সে কি যে সে সভাপণ্ডিত তথায় সর্ব্বদেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মধ্যে তিনি মধ্যমণি! ৺দয়ানন্দ সরস্বতী যখন দিগ্‌বিজয়ী হইয়া পণ্ডিতগণকে শাস্ত্র বিচারে অপ্রতিভ করিতেছিলেন তখন একদিন বর্দ্ধমান মহারাজাহূত বিচার সভায় কাশী হইতে এই তারাচরণই আসিয়া বিজয়পতাকা লইয়া বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শুধু বর্দ্ধমানে নহে চুঁচুড়ায় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ঐ ৺দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে আবার একবার সাকার নিরাকার বিষয় লইয়া বিচার হয় তাহাতেও এই তারাচরণই জয়ী হয়েন। দয়ানন্দ নিরাকার সমর্থন করিতে পারেন নাই। ইনি একজন বড়দরের গ্রন্থকার ছিলেন নিম্নে গ্রন্থের তালিকা দেওয়া গেল:—

১। কানন শতকম্—কাব্য।
২। রামজন্ম ভাণম্—দৃশ্যকাব্য।
৩। শৃঙ্গাররত্নাকরঃ—অলঙ্কার।
৪। যুক্তিমীমাংসা—দর্শন।
৫। বিমলাভাষ্যম্—ঈশোপণিষদ্ভাষ্য।

৬। তর্করত্নাকরঃ—ন্যায়দর্শন।

৭। খণ্ডনপরিশিষ্টম্—ন্যায়মতখণ্ডন।

৮। পরমাণুবাদখণ্ডনম্—ন্যায়মতখণ্ডন।

৯। সাকারোপসনাবিচারঃ—দর্শন।

১০। নীতিদীপিকা—নীতিশাস্ত্র।

১১। কলাতত্ত্বম্—দর্শন।

১২। বৈদ্যনাথস্তোত্রম্।

২৩। শশধর ঠাকুর—

তারাচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ইংরাজী বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন স্কুল সবইন্‌স্‌পেক্‌টার হইয়াছিলেন। অকালে ইঁহার দেহ যায়। ইঁহার পুত্রে পুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

২৪। মহেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

তারাচরণের মধ্যম পুত্র। ইঁহারও অকালে দেহ যায়। ইনিও পুত্রে পুণ্যবান্।

২৫। প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন—

তারাচরণের ৩য় পুত্র। পিতার মত ন্যায় সাঙ্‌খ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার পিতার কাশীলাভের পর কাশী মহারাজ ইঁহাকে সভাপণ্ডিত পদে বসাইয়াছিলেন। যোগ্যতার সহিত সে পদ পালন করিতেন। মৃত্যুর কএক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে বর্দ্ধমান মহারাজের সভাপণ্ডিত হন। অল্পদিন হইল ভাটপাড়া এই রত্নকে হারাইয়াছে।

২৬। অভয়াচরণ বিদ্যারত্ন—

সীতানাথের ৩য় পুত্র। ইনি স্মৃতিশাস্ত্রে প্রধান একজন অধ্যাপক ছিলেন বহু ছাত্রকে অন্ন দিয়া কৃতবিদ্য করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার বংশ নাই। সমস্ত সম্পত্তি শিবসেবার জন্য নির্দ্দেশ করতঃ বাস্তুতে এক শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

২৭। অন্নদাচরণ তর্কভূষণ—

সীতানাথের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি স্মার্ত্ত অধ্যাপক ছিলেন উপরন্তু একজন সুকবি ছিলেন। ইঁহার বিষ্ণুভক্তি উল্লেখ যোগ্য ছিল ইনি যখন শালগ্রামশিলা লইয়া পূজায় বসিতেন তখন ইঁহার অনবরত বিগলিত প্রেমাশ্রু দর্শনীয় বিষয় ছিল।

২৮। জয়রাম ঠাকুর—

ইনি রামগোপাল বিদ্যাবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র। পিতার উপযুক্ত পুত্র। ব্রাহ্মণ্যে ও নিষ্ঠায় বংশ উজ্জল করিয়াছিলেন।

২৯। রামচন্দ্র বাচস্পতি—

ইনি জয়রামের একমাত্র পুত্র। দীপ হইতে দীপের মত ইনিও বংশো-অলকারী ছিলেন।

৩০। রামকমল ঠাকুর—

ইনি রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। স্বনামধন্য পুরুষ। ইঁহার সম্পত্তি ও শিষ্য সম্পদ্ এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য গ্রামের সর্ব্বোপরি হইয়া উঠে। সেই অর্থও ইনি নানা প্রকার সদ্‌ব্যয় করিয়া সার্থক করিতেন। দোল, দুর্গোৎসব, রথ প্রভৃতি তাঁহার ক্রিয়াকলাপ এমন ধুম ধামের সহিত নির্ব্বাহ হইত যে গ্রামে যেন অনবরত একটা পর্ব্ব লাগিয়া থাকিত। তাঁহার এই জাঁকজমকে তিনি রাজা নীলকমল বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ধারা নাই।

৩১। নীলকমল ঠাকুর—

ইনি রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠের মতনই ক্রিয়াশীল থাকায় ইনিও রাজা নীলকমল বলিয়া অভিহিত হইতেন। রথ, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি সৎকার্য্য ইনিও বড় ধুম ধামের সহিত করিতেন। উৎসবের সময়ে তাঁহার বাটীতে গানের মজলিস্ বসিত ও তাহাতে পশ্চিম দেশীয় বহু গায়ক গায়িকা আহূত হইতেন। গ্রামে তখন একটা বেশ জমজমা ভাব ছিল বংশের অনেকেই সঙ্গীত বোদ্ধা থাকায় মজলিস বড় হৃদয়গ্রাহী হইত। ইঁহাদের অন্যতম প্রধান শিষ্য গোবরডাঙ্গার জমীদার সুপ্রসিদ্ধ ৺কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র ৺সারদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় অনেক সময়ে হাতী ঘোড়া সাজ সরঞ্জম লইয়া গুরুধামে আসিয়া গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি ও গুরু বংশের মর্য্যাদা করিতেন। ইঁহারা স্ত্রী পুরুষে নিজ বাস্তুতে দুটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন মন্দির দুটি অক্ষুণ্ণ অবস্থাতেই আছে শিবের পুজাও চলিতেছে।

৩২। প্রাণকৃষ্ণ ঠাকুর—

ইনি নীলকমলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতৃমর্য্যাদা অনেকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ভাগ্যচক্রের নেমি কিন্তু এই পুরুষ হইতেই উচ্চ হইতে নামিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মধ্য বয়সে ইঁহার গঙ্গালাভ হয়।

৩৩। **অতুল কৃষ্ণ ঠাকুর**—

ইনি নীলকমলের কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর ইনিই এ বাড়ীর কর্ত্তা হন। ধর্ম্মপ্রাণ শান্তস্বভাব মিষ্টভাষী এই ধীমান্ পৈতৃক মর্য্যাদারক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিতেন কিন্তু ঘূর্ণ্যমান ভাগ্যচক্রকে আর থামাইয়া রাখিতে পারেন নাই। অল্পদিনের মধ্যেই ক্ষুণ্ণমনে স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন।

বীরেশ্বরন্যায়ালঙ্কার ঠাকুরের মধ্যম পুত্র ও তাঁহার ধারার পরিচয়।

ইঁহারা মেজোঠাকুরের গোষ্ঠী বলিয়া অভিহিত।

১। রামানন্দ সিদ্ধান্ত—

বীরেশ্বরের মধ্যম পুত্র। ইনি পিতার উপযুক্ত সন্তান। ইঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা অত্যধিক ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকার্য্যা-বলীর ন্যায় চিকিৎসা কার্য্যেও ইঁহার বিশিষ্টতা ছিল। দুঃসাধ্য কএকটি ব্যাধি তন্ত্রপ্রক্রিয়ানুসারে সারাইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তন্ত্রালোচনাতেই ইনি জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন। সমাজে মেজোঠাকুর বলিয়া খুব প্রতিপত্তি ছিল।

২। কালিদাস ঠাকুর—

রামানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সদাচারী সুপণ্ডিত ছিলেন। পিতৃ বিদ্যমানেই অকালে স্বর্গত হয়েন।

৩। নীলকণ্ঠ ঠাকুর—

কালিদাসের পুত্র। পিতৃহীন বলিয়া পিতামহ রামানন্দের বড়ই স্নেহভাজন ছিলেন। পিতৃব্যেরাও স্নেহ করিতেন। পিতৃব্যগণের সম্মতিক্রমে পিতামহ ইঁহাকে দিয়া তাৎকালিক কতিপয় প্রবল আত্মীয় শিষ্যকে মন্ত্র দেওয়াইয়া ছিলেন।

৪। রামমোহন ঠাকুর—

নীলকণ্ঠের পুত্র। বংশোচিত অনুষ্ঠানান্বিত ছিলেন।

৫। রামকানাই ঠাকুর—

রামমোহনের পুত্র। বড় ধার্ম্মিক ছিলেন। দুর্গোৎসবাদি সৎকার্য্য বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমারোহসহকারে করিতেন। সমাজে একজন অন্যতম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বেশ দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। কানাই ঠাকুর বলিয়া ইনি কথিত হইতেন।

৬। অক্ষয় কুমার ঠাকুর—

রামকানাই ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আচারবান্ শান্ত স্বভাব ও বড় বিনয়ী ছিলেন।

৭। কালাচাঁদ ঠাকুর—

রামকানাই ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ধীর ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন।

৮। রামনিধি ঠাকুর—

রামানন্দের মধ্যম পুত্র। গুরুচতি পাণ্ডিত্য সম্পন্ন ছিলেন। ইঁহার ব্রহ্ম-নিষ্ঠার প্রভাবেই বরিশালে হাজার বিঘা ভূসম্পত্তি লাভ ঘটিয়াছিল। বংশধরেরা এখনও উহা ভোগ করিতেছেন।

৯। সীতারাম ন্যায়ভূষণ—

রামনিধির জ্যেষ্ঠ পুত্র। একজন বিশিষ্ট শাব্দিক পণ্ডিত ছিলেন। বিষয় বুদ্ধিও ইঁহার খুব প্রবল ছিল। যাহার বলে ইনি পৈতৃক দোরোর সম্পত্তি স্বনামানুসারে সীতাচক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করাইয়া লন।

১০। রামার্ক সিদ্ধান্ত—

সীতারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ন্যায়শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। অনেক ছাত্র ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হন। পাণ্ডিত্যের সহিত সদ্‌গুণাবলীতেও ইনি ভূষিত ছিলেন। অনেক স্বজনকে ইনি প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন ও বড়ই কুটুম্ববৎসল ছিলেন।

১১। রামসেবক ঠাকুর—

রামার্ক ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন। ইঁহার ধারা দৌহিত্রগত হইয়াছে।

১২। রাখালদাস শিরোমণি—

রামার্ক ঠাকুরের মধ্যম পুত্র। ব্যাকরণ জ্যোতিষ ও তন্ত্রশাস্ত্রে একজন ভাল ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত ছিলেন। ব্যাকরণের চতুষ্পাঠী ছিল। বহু ছাত্রের মধ্যে একজন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিয়াছিলেন। ইনি একজন নিষ্ঠাবান্ ও প্রিয় মধুরভাষী ছিলেন। মধ্য বয়সে ইঁহার দেহ যায়।

১৩। জনার্দ্দনবিদ্যাবাচস্পতি—

রামনিধি ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। ইঁহার বহু ছাত্রের মধ্যে এই বংশেরই অন্যতম উজ্জলরত্ন স্বনামধন্য হলধর তর্কচূড়ামণি ইঁহারই ছাত্র ছিলেন। ভাটপাড়ার বর্ত্তমান নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মূল বলিতে তাঁহাকেই উল্লেখ করিতে হয় কারণ এখনকার নৈয়ায়িকগণ তাঁহারই ছাত্র ও তচ্ছাত্রের ধারা। ইঁহার পূর্ব্বেও অনেকে নৈয়ায়িক ছিলেন বটে কিন্তু কাহারও

ছাত্রধারা নাই। ইনি নিজে ছিলেন কাউগাছি নিবাসী বংশের শিষ্য দিক্‌পাল সম প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শঙ্করতর্কবাগীশের ছাত্র। সদাচারে ইনি একজন ঋষি ছিলেন।

১৪। শিশুরাম ঠাকুর—

জনার্দ্দন বাচস্পতির মধ্যম পুত্র। বংশোচিত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন।

১৫। রামসদয় ঠাকুর—

শিশুরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি একজন বড় বাক্‌পটু ও মজলিসী লোক ছিলেন।

১৬। রমেশচন্দ্র ঠাকুর—

রামসদয়ের পুত্র। শিশু পুত্র রাখিয়া পিতৃ বিগুমানেই ইনি দেহ ত্যাগ করেন। শান্ত শিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।

১৭। যদুরাম সার্ব্বভৌম—

জনার্দ্দনের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি পিতার উপযুক্ত পুত্র ন্যায়শাস্ত্রে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি পিতার নিকট পাঠ আরম্ভ করেন ও অনেক দূর অগ্রসর হন কিন্তু পিতার দেহন্ত ঘটায় পাঠ সমাপন করেন ইঁহার পিতৃ ছাত্র কৃতী হলধর তর্কচূড়ামণির নিকট। ইঁহার মেধাশক্তি ও বাগ্মিতা অনন্যসাধারণ ছিল। মেধার একটা কথা বলি, ইনি ৩০ বর্ষ বয়সে মদন পারিজাত নামক স্মৃতিগ্রন্থ একবার মাত্র পড়িয়া যান ৫৫ বর্ষ বয়সে একটা স্মৃতি ঘটিত প্রশ্নের মীমাংসা জন্য তাঁহার কাছে লোকে উপস্থিত হয় তিনি তখন কোথা হইতে সবে মাত্র নৌকা হইতে ঘাটে নামিয়াছেন। কি অদ্‌ভুত! যেমন প্রশ্নটি শোনা আর অমনি মদন-পারিজাতের মীমাংসক বচনটি বলিয়া দেওয়া। শুধু বলা নয় কোন তরঙ্গের কোন স্থানে উহা আছে তাহাও উল্লেখ করেন। লোকে পরে গ্রন্থ খুলিয়া দেখে হুবহু ঠিক্। ইঁহার বাগ্মিতায় অনেক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তেলিনীপাড়ার বাবু রামধন মুখোপাধ্যায় ইঁহার একজন ভক্ত ছিলেন। নড়ালের প্রসিদ্ধ ভূস্বামী রতনরায় ইঁহাকে ভক্তি করিয়া সামান্য কর ধার্য্যে একটি গাঁথি দেন (বর্ত্তমানে উহা বংশধরদের অধিকার চ্যুত হইয়াছে) গোবরডাঙ্গার ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূসম্পত্তি দান প্রাপ্ত হন। ইনি আকারে ও স্বভাবে বড়ই মধুর ছিলেন ছাত্রবৎসলতা ইঁহার খুব প্রবল ছিল এবং ভ্রাতৃ-গণকে লইয়া একান্নবর্ত্তিপরিবারে খুব আনন্দের সহিত সংসার করিয়া গিয়াছেন।

১৮। বীরেশ্বর ঠাকুর—

যদুরাম সার্ব্বভৌমের পুত্র। পত্নীকে পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি দিয়া অকালে ইনি দেহ ত্যাগ করেন।

১৯। বিপিনচন্দ্র ঠাকুর—

বীরেশ্বরের পোষ্যপুত্র। এটিও শিশু পুত্র রাখিয়া অকালে স্বর্গত হইয়াছে।

২০। রামশঙ্কর তর্কবাগীশ—

রামানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি একজন বড় পণ্ডিত হইয়াছিলেন ও অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন। পিতৃবর প্রসাদে ইঁহার সংসার খুব সুখের ছিল। বাং ১২০৯ সালে নিজ বাস্তুর ঈশান কোণে ইনি দুটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরের লিঙ্গদ্বয় সুন্দর কষ্টি পাথরের নির্ম্মিত। মন্দির দুটিকে এখন জোড়া মন্দির বলা হয় ও শিবদ্বয়ের নিত্যপূজা হয়। পানিহাটীর জমীদার জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। এক সময়ে ইনি এই ভক্ত শিষ্যের সাহায্যে একজন প্রবল জাতির কবল হইতে নিজ বাস্তু সংলগ্ন কয়েক বিঘা জমী রক্ষা করিবার জন্য এক রাত্রির মধ্যে একশত হস্ত দীর্ঘ ও ৬ হাত উচ্চ এক ইষ্টক প্রাচীর দেওয়াইয়া ছিলেন। এমন নিঃশব্দে উহা হইয়াছিল যে কেহ কিছু জানিতে পারে নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বোটে করিয়া জন মজুর ও ইষ্টক প্রভৃতি দ্রব্যাদি এমন ভাবে মজুত করিয়া আনিয়া ছিলেন যে কার্য্যটি সম্পন্ন হইতে কোন বেগ হয় নাই।

২১। রামরতন ঠাকুর—

রামশঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র। গুরুচিত গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন। ইঁহার মৃত্যু হইলে ইঁহার পত্নী ভাগীরথীদেবী কনিষ্ঠ শিশু পুত্রের পালন ভার জ্যেষ্ঠ পুত্র বধূর হস্তে ন্যস্ত করিয়া সহমরণে যান। প্রবাদ আছে ঐ সহমরণক্ষেত্রে ফরাশী গভর্ণর ফরাসডাঙ্গা হইতে আসিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

২২। রামেন্দ্র ঠাকুর—

রামরতনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বংশোচিত আচারানুষ্ঠানবান্ ছিলেন।

২৩। কমল ঠাকুর—

রামেন্দ্র ঠাকুরের পুত্র। গুরুচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন।

২৪। অমৃতময় বিদ্যারত্ন—

কমল ঠাকুরের পুত্র। কাব্যালঙ্কারে ভাল পণ্ডিত হইয়াছিলেন। সুরূপ সদাচারী এই ধীমান্ অনেক ছাত্রকে বিদ্যাদান করিয়া গিয়াছেন। অকালে অপুত্রক অবস্থায় ইঁহার দেহান্ত হয়। ভাটপাড়া ইঁহাকে হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

২৫। তারকনাথ ঠাকুর—

রামরতনের কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহারই শৈশবে ইঁহার মাতা পতির সহমৃতা হন। সুরুচিতগুণগ্রামে ভূষিত হইয়া ইনি বেশ সম্ভ্রমের সহিত সংসার করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সম্পত্তি ও ধারা দৌহিত্র গত হইয়াছে।

২৬। পদ্মনাভ শিরোমণি—

রামশঙ্কর তর্কবাগীশের মধ্যম পুত্র। অতি সুপুরুষ ছিলেন তাঁহার ঋষি বৃত্তিতায় সমাজ উজ্জ্বল হইয়াছিল। সেই প্রিয় মধুরভাষী পরোপকারপরায়ণ মহাত্মার গুণে লোকে নিতান্ত মুগ্ধ ছিল।

২৭। ঈশ্বরচন্দ্র ঠাকুর—

পদ্মনাভের পুত্র। বড় তেজস্বী ছিলেন গতানুগতিকতা ভাল বাসিতেন না অনভিমত কোন কার্য্য দেখিলে ক্রুদ্ধ হইতেন। বংশমর্য্যাদা ও ঋষি বৃত্তি রক্ষা কল্পে নিতান্ত আগ্রহী ছিলেন শিষ্যেরা তাঁহার সাত্ত্বিক ব্যবহারে তাঁহাতে বড়ই অনুরক্ত ছিলেন।

২৮। রামরাম ঠাকুর—

ঈশ্বর ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বড়ই প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী ও বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ ছিলেন। যেমন মহাদেবের মতন প্রকৃতি ছিল তেমনি কাশীধামে দেহ ত্যাগ করিয়া তিনি বিশ্বেশ্বরে লীন হইয়া যান।

২৯। রামনারায়ণ ঠাকুর—

ঈশ্বর ঠাকুরের মধ্যম পুত্র। একজন তপস্বী বিশেষ। শেষ বয়সে ঋষির মতই জীবন কাটাইতেন। সর্ব্বদা উপনিষদ্ প্রসঙ্গেই কাল যাপন করিতেন। ভক্ত কবি ছিলেন বহুবিধ স্তোত্র তিনি নিজে রচনা করিয়া ভগবানের আরাধনা করিতেন। গৃহত্যাগ করতঃ গঙ্গাবাস ও কঠোর ব্রত আচরণ করিয়া গঙ্গাতেই দেহ রক্ষা করেন। ইঁহারও ধারা দৌহিত্র গত।

৩০। রজনী নাথ ঠাকুর—

ঈশ্বর ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র। সুরূপ ও সুদীর্ঘাকার এই পুরুষ বংশোচিত গুণে গুণবান্ হইয়া মধ্য বয়সেই গঙ্গালাভ করেন।

৩১ রামকুমার ঠাকুর—

রামশঙ্কর ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র। বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন।

৩২। হর ঠাকুর—

রাম কুমারের পুত্র। বংশের যোগ্য সন্তান ছিলেন।

৩৩। রামবিষ্ণু ঠাকুর—

হর ঠাকুরের পুত্র। বংশের উপযুক্ত পাত্র।

৩৪। যদুপতি ঠাকুর—

রামবিষ্ণুর পোষ্যপুত্র। বড় আমুদে লোক ছিলেন সংস্কৃত নাটকে তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল।

৩৫। রামদাস ঠাকুর—

রামশঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্র। সরল প্রকৃতি ও সাংসারিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অর্থবত্তা ছিল।

৩৬। উত্তম ঠাকুর—

রামদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উত্তমতো উত্তমই ছিলেন।

৩৭। রামময় ঠাকুর—

উত্তম ঠাকুরের পুত্র। বড় শান্ত সুরূপ মিষ্টভাষী পুরুষ ছিলেন। বংশ-গৌরব রক্ষা করিতেন। পুত্রে ইঁহার পুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

৩৮। চতুর্ভুজ ঠাকুর—

রামদাসের মধ্যম পুত্র। একজন বেশ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন।

৩৯। ভূতনাথ ঠাকুর—

চতুর্ভুজের পুত্র। ভূতনাথের মতনই তাঁহার স্বভাব ছিল। খুব বলিষ্ঠ ছিলেন।

৪০। কালীকল্প ঠাকুর—

রামদাসের কনিষ্ঠ পুত্র। অতি শান্ত স্বভাব প্রিয় মধুরভাষী ও ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন।

বীরেশ্বরন্যায়ালঙ্কার ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র রামেশ্বরবিদ্যাবাচস্পতি ও তাঁহার ধারার পরিচয়।

ইঁহারা চৌবাড়ীর ঠাকুর বলিয়া অভিহিত।

১। রামেশ্বরবিদ্যাবাচস্পতি—

বীরেশ্বরের ৪র্থ পুত্র। ইনি ভাটপাড়া গ্রামের উত্তরাংশে পিতা ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুরের বাগান জমিতে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার অবর্ত্তমানে ইঁহার চার পুত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে চার বাড়ী নির্ম্মাণ করতঃ বাস করেন বলিয়া "চৌবাড়ী" এই আখ্যা উদ্‌ভূত হয় এবং আজও পর্য্যন্ত তদ্‌বংশীয়েরা চৌবাড়ীর ঠাকুর বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছন।

রামেশ্বর ঠাকুর পিতার উপযুক্ত পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ রামগোপালের পর তিনিই ভাটপাড়ার দ্বিতীয় নৈয়ায়িক। তদুপরি ধর্ম্মশাস্ত্রে ও তন্ত্রশাস্ত্রেও তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। ভট্টপল্লীর সন্নিহিত গরিফা গ্রামে ইঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। গরিফা ভাটপাড়ার সন্নিহিত হইলেও অন্ততঃ দেড় ক্রোশ উত্তরে কিন্তু তখনকার কালে লোকে ঐ দূরত্বকে এপাড়া ওপাড়ার ন্যায় মনে করিত। রামেশ্বরও তাহাই মনে করিতেন ও প্রত্যহ তথায় অনায়াসে যাতায়াত করিয়া ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা করাইতেন। তাঁহার ব্যবহৃত কাষ্ঠপাদুকা ও যষ্টি এখনও যাহা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কমলাকান্ত সিদ্ধান্তপঞ্চাননের বংশীয়গণের গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে তাহা দেখিলে তাঁহার আকারও যে বিলক্ষণ সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ ছিল তাহা অনুমিত হয়। আজীবন অধ্যাপনাকারী ও অসামান্য পণ্ডিত রামেশ্বর বিস্তৃত যশের সঙ্গে সঙ্গে বহুতর শিষ্য ও ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এক সময়ে ইনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ধর্ম্মশাস্ত্রের একটি জটিল ব্যবস্থার সুমীমাংসা করতঃ সভাস্থ সকল পণ্ডিতকে চমৎকৃত করিয়া দেন রাজাও তাঁহার এই সুপরিচিত বীরেশ্বরন্যায়ালঙ্কারঠাকুরের পুত্রের বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বেনাচণ্ডীপুর গ্রামে এক শত বিঘা ভূমি ব্রহ্মত্রারূপে দান করেন। ঐ জমি এখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের ধারায় ভোগ হইতেছে। ইনি একটি শিবমন্দির ও একটি তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন শিবমন্দিরটি এখন আর

নাই। ভাটপাড়ার পূর্ব্বাংশে পথিক সাধারণ ও গবাদি পশুগণের তৃষ্ণা নিবারণার্থ ইনি একটি বৃহৎ পুষ্করণী খনন ও প্রতিষ্ঠা করাইয়া যান। পুকুরটি এখন আর সম্পূর্ণ আকারে নাই কিয়দংশ মাত্র আছে ও উহা নূতন পুকুর নামে অভিহিত। ঐ তুলসীমঞ্চ ও পুকুর এখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের ধারার অধিকারে রহিয়াছে।

২। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—

রামেশ্বরবাচস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি তর্কশাস্ত্রে বাস্তবিকই পঞ্চানন অর্থাৎ সিংহের মতনই ছিলেন। তিনি অনেক সভা জয় করিয়াছিলেন। মহিষাদলের পুণ্যশীলা রাণী জানকী দেবী ইহার পাণ্ডিত্য ও তৎসহিত সদাচারে আকৃষ্টা হইয়া ইহাকে উপগুরুরূপে বরণ করেন ও এই ভাটপাড়া গ্রামেই তাঁহার অধিকারভুক্ত কয়েক বিঘা ভূমি নিষ্কর ব্রহ্মত্রারূপে দান করেন। তর্কপঞ্চাননের অর্থভাগ্যও প্রবল ছিল তিনি তাঁহার মাতৃ শ্রাদ্ধে "দম্পতি বরণ" নামক প্রভূত ব্যয়সাধ্য শ্রাদ্ধ করেন ও তাহাতে দেশের তাৎকালিক যাবতীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হন। তিনি এত তেজস্বী ছিলেন যে ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ জজপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন চাকুরি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ঐ শ্রাদ্ধে আহ্বান করেন নাই। কিন্তু জজপণ্ডিত জগন্নাথ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর জগন্নাথের বাটীতে আগমন করেন ও পরম আপ্যায়িত হইয়া চলিয়া যান। ইনি দোরো পরগণায় প্রচুর ভূসম্পত্তি অর্জন করেন যাহা আজিও জগন্নাথ চক্ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। দুঃখের বিষয় ঐ সম্পত্তি এখন আর চৌবাড়ীর ধারায় কাহারও অধিকারে নাই। তিনি অর্থে ও পাণ্ডিত্যে ভাগ্যবান্ থাকিলেও পুত্রসম্পদে ভাগ্যহীন ছিলেন। তাঁহার জীবিত কালেই তাঁহার একমাত্র পুত্র ও পৌত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হন ও তাহার পর তিনি নিজে স্বর্গ গমন করিলে তাঁহার অবিরা পত্নী ও পৌত্রবধূর নিকট হইতে ঐ জগন্নাথ চক্ হস্তান্তরিত হইয়া যায়। তবে উহা এই বাশিষ্ঠ গৃহেই ভোগ হইতেছে। মহিষাদলের রাণীর নিকট হইতে প্রাপ্ত ভাটপাড়ার ভূসম্পত্তি চৌবাড়ীর ধারাতেই রহিয়াছে।

৩। রামকান্ত সার্ব্বভৌম—

রামেশ্বরবাচস্পতির ২য় পুত্র। বড় নৈয়ায়িক ছিলেন। অকালে ইহারও গঙ্গালাভ হওয়ায় ভট্টপল্লীসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইহারও ধারা নাই কন্যা দৌহিত্রেই ইহার পর্যবসান।

৪। রামপ্রসাদবিদ্যাপঞ্চানন—

ইনি রামেশ্বরের ৩য় পুত্র। অদ্বিতীয় তান্ত্রিক ও সাধক। এক সময়ে ইনি সাধনাবলে ভীষণ মনুষ্যভুক্ জলজন্তুপূর্ণ যশোর জেলার ইছামতী নদীতে নির্ভয়ে অবগাহন স্নান ও আকণ্ঠনিমজ্জিত অবস্থায় সন্ধ্যা তর্পণাদি করিতে থাকেন। জলজন্তুরা সব তাঁহাকে দেখে আর দূরে দূরে সরিয়া যায়। এই আশ্চর্য্য ঘটনা লোক মুখে যশোহরের (প্রতাপাদিত্যের যশোর) তাৎকালিক রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় বাহাদুরের কর্ণে পৌছায়। রাজা বিস্মিত হইয়া তথায় আসেন ও স্বচক্ষে এই ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হন। তিনি এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে ঠাকুর জলোত্তীর্ণ হইলে তাঁহার পরিচয় লইয়া তাঁহার যথাবিধি আদর করেন। পরে তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাৎকালিক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া এক সভা করেন ও তথায় পূর্ব্বে অমীমাংসিত এক প্রশ্নের সদুত্তর ঐ ঠাকুরের নিকট হইতে পাইয়া তাঁহার সম্মান স্বরূপ খুলনা জেলার বাদাকুল নামক মৌজা (আন্দাজ ৩০০০ বিঘা) দান করেন। ইহা এখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের ধারায় ভুক্ত হইতেছে। শেষ জীবনে ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ তথায় বাস করেন। ইঁহার সাধ্বী পত্নী পরমেশ্বরী দেবী সহমৃতা হন।

৫। রঘূত্তম ঠাকুর—

রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন।

৬। শিবনাথ ঠাকুর—

রঘূত্তমের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন।

৭। প্রসন্নকুমার ঠাকুর—

শিবনাথের মধ্যম পুত্র। সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল। বংশোচিত আচারবান্ ছিলেন।

৮। শশিশেখর ঠাকুর—

প্রসন্ন ঠাকুরের পুত্র। বড় শান্ত ও সরলস্বভাবের মনুষ্য ছিলেন। বংশোচিত আচার নিষ্ঠা ছিল।

৯। কৃষ্ণচন্দ্র তর্কভূষণ—

রামপ্রসাদের ২য় পুত্র। ন্যায়শাস্ত্রে সাক্ষাৎ গৌতম ছিলেন। বহু ছাত্র অধ্যাপনা করিয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই বংশেরই অন্যতম উজ্জলরত্ন ন্যায়-

শাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত গোবিন্দবিদ্যাবাগীশ ইঁহারই ছাত্র ছিলেন। ন্যায়-শাস্ত্রের মত কাব্যালঙ্কারেও ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি কাদম্বরীর এক টীকা রচনা করেন ঐ টীকা বর্ত্তমান সকল টীকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় উহা এক গৃহদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

১০। দেবনাথ ঠাকুর—

কৃষ্ণচন্দ্র তর্কভূষণের পৌত্র। জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। জ্যোতিষ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইঁহার ধারা দৌহিত্র গত হইয়াছে।

১১। রামকিঙ্কর ন্যায়রত্ন—

রামপ্রসাদের ৩য় পুত্র। ইনি জ্যোতিষ ও তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার রচিত ও স্বহস্ত লিখিত জ্যোতীরহস্য গ্রন্থ বিদ্যার্থিগণের বিশেষ উপযোগী। ১২৫৯ সালে ইঁহার কাশীপ্রাপ্তি হয়।

১২। গোবিন্দদেব শিরোমণি—

রামকিঙ্করের পুত্র। ইনি তান্ত্রিক ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

১৩। চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন—

গোবিন্দদেবের পুত্র। ইনি দেশপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। বহু ছাত্র অন্নদানে অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার অধ্যাপনাগুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেরূপ ছাত্র হউক না কোন তাঁহার নিকট পাঠে কৃতবিদ্য হইত। পণ্ডিতপ্রিয় হাতুয়ার রাজা ইঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে বিশেষ সম্মান করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রিয় মিষ্ট ভাষণে সকলেই মুগ্ধ হইত। ধর্ম্মপ্রাণ এই মহাপুরুষ তুলাপুরুষ দান ও দুর্গোৎসব প্রভৃতি বহু সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ১৩০৯ সালে চৈত্র মাসে ৮২ বর্ষ বয়সে ইঁহার গঙ্গালাভ হয়।

১৪। রামকিশোর ন্যায়ভূষণ—(রাশি নাম কৃপারাম)

রামেশ্বরবিদ্যাবাচস্পতির ৪র্থ পুত্র। ইনি একজন নামজাদা নৈয়ায়িক ও বক্তা ছিলেন। ইঁহার ধারায় যে সকল মহাপুরুষ বক্তৃতাশক্তি লইয়া জন্মিয়াছিলেন বলিয়া পরে বর্ণিত হইবে তাঁহাদের সেই শক্তি ইঁহারই রক্তপ্রবাহ হইতে সমুদ্ভূত। ইনি একজন বিশেষ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছিলেন।

১৫। কাশীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত—(রাশি নাম জগদীশ)।

রামকিশোর ন্যায়ভূষণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি পিতার উপযুক্ত পুত্র যেন

"প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ"। প্রধান নৈয়ায়িক ও সর্ব্বদা অধ্যাপনায় নিরত এই মহাপ্রাজ্ঞ পাঠ ও পাঠনাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংসার তাঁহার নিকট আগ্রহের বিষয় ছিল না কনিষ্ঠ সহোদর মথুরানাথের হস্তে বিষয় আশয় শিষ্য সেবক সকল ভারই ন্যস্ত করিয়া নিজে যোগীর ন্যায় কেবল বিদ্যারই সাধনা করিতেন। লোকে তাঁহাকে সাগরের ন্যায় বিশাল জ্ঞানী বলিয়া সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত।

১৬। রঘুনন্দন ন্যায়বাগীশ—

কাশীনাথ তর্কসিদ্ধান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুরূপ দীর্ঘাকার ও উত্তম বক্তা ছিলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতার মাধুর্য্যে গোবরডাঙ্গার জমিদার ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর শ্রীশচন্দ্রের সভাতে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় ভাটপাড়ার সন্নিহিত কাঁটালপাড়া গ্রামের রাসমেলা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। রাজা শ্রীশচন্দ্র ইঁহারই কথায় উহা প্রবর্ত্তিত করান।

১৭। বৈকুণ্ঠনাথ ঠাকুর—

রঘুনন্দন ন্যায়বাগীশের পুত্র। নিষ্ঠাবান্ সদাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ইনি অপুত্রক থাকায় রঘুনন্দনের ধারা ইঁহা হইতেই অস্তমিত।

১৮। আনন্দচন্দ্র শিরোমণি—

কাশীনাথ তর্কসিদ্ধান্তের মধ্যম পুত্র। তর্কসিদ্ধান্ত সাগর হইতে ইনি "আনন্দচন্দ্রশ্চন্দ্রোঽসৌ" বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। কি মধুর সদালাপী পণ্ডিতই ছিলেন। বাগ্মিতা ও কবিত্ব একাধারে ইঁহাতে শোভিত ছিল। ইঁহার বাগ্মিতায় তাৎকালিক দেশের অনেক ধনী ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। কবিত্বে ইনি প্রসিদ্ধ দাশরথিরায়কেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ইঁহার পাঁচালি সে সময়ে দেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার কবিত্ব দেশে একটা নূতন ধারা আনিয়া দিয়াছিল। দুঃখের বিষয় শিরোমণি মহাশয়ের সেই অদ্ভুত পাঁচালি ও তৎসংক্রান্ত কৃষ্ণভক্তিসূচক অদ্ভুত অদ্ভুত সরল গান এখন মাত্র লোকমুখে কিছু ২ শুনা যায় মূল গ্রন্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে উহা থাকিলে বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে এক অপূর্ব্ব রত্ন থাকিয়া যাইত। অনন্য সাধারণ গুণে গুণবান্ এই মহাত্মার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রসিদ্ধ প্রাণকৃষ্ণ হালদার প্রভৃতি গণ্যমান্য ধনী ইঁহার শিষ্য হন মহিষাদলের গুণগ্রাহী রাজা ইঁহাকে সম্পত্তি দিয়া সম্মানিত করেন। ইনি দীর্ঘাকার ও দীর্ঘজীবী ছিলেন। ১৮০২ শকে ৮৫ বর্ষ বয়সে ইঁহার গঙ্গালাভ হয়।

১৯। মধুসূদন স্মৃতিরত্ন—

আনন্দচন্দ্র শিরোমণির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ভাটপাড়ার প্রধান স্মার্ত্ত অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহারই ছাত্র পরম্পরায় আজ ভাটপাড়ায় স্মার্ত্তধারা রক্ষিত হইয়াছে। ইঁহার পাণ্ডিত্যে কেবল ভাটপাড়া নহে সমগ্র বঙ্গদেশ বিস্ফুরিত ছিল। ইনি বহু ছাত্রকে অন্ন দিয়া কৃতবিদ্য করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে ইঁহার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। জটিল ব্যবস্থাস্থলে তাঁহার ব্যবস্থা "ভাটপাড়ার মত" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। ইঁহার পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া পঞ্জাব হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি প্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইঁহার শিষ্য হন। এই প্রিয় মিষ্টভাষী পণ্ডিতবরেণ্য ১৮২১ শকে ৬৯ বর্ষ বয়সে গঙ্গালাভ করেন।

২০। হৃষীকেশ শাস্ত্রী—

মধুসূদন স্মৃতিরত্নের পুত্র। ইনি নানা শাস্ত্রে অধিকারী বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। এত উৎসাহী ছিলেন যে গোপনে লাহোরে গিয়া ইংরাজী পড়েন ও তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্ত্রী পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত প্রথম স্থান অধিকার করেন ও তথাকার ওরিএন্টাল্ কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক এই মহাপ্রাজ্ঞ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যে সংস্কৃত "বিদ্যোদয়" নামক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন উহা তিনি তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত অদম্য উৎসাহের সহিত চালাইয়া গিয়াছেন। ঐ পত্রিকা অধ্যাপক মোক্ষমুলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত ছিল। তাঁহার সংস্কৃত গদ্যলিখন প্রণালী অতি মনোহর ছিল। পাঞ্জাব হইতে তিনি পিতামহ ও পিতার আদেশে বঙ্গদেশে আসেন ও কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইঁহার কীর্ত্তি ঘোষিত করিতেছে:—

১। স্বকৃতটীকাসহসুপদ্ম ব্যাকরণ।
২। প্রাকৃত ব্যাকরণ।
৩। হিন্দী ব্যাকরণ।
৪। অর্থসংগ্রহের হিন্দী অনুবাদ।
৫। দত্তকচন্দ্রিকার হিন্দী অনুবাদ।
৬। মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ।
৭। হ্যাম্‌লেটের সংস্কৃতানুবাদ।
৮। শাণ্ডিল্য সূত্রের সভাষ্য বঙ্গানুবাদ।

৯। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাখ্যা।

১০। এসিয়াটিক্ সোসাইটির সংস্কৃত পুস্তকের ক্যাটালগ্।

১১। সংস্কৃত কলেজের ঐ ঐ

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার সহিত বাড়ীতেও অন্ন দিয়া অনেক ছাত্র পড়াইয়া গিয়াছেন ইঁহার ছাত্রের অনেকেই এখন মহামহোপাধ্যায় হইয়াছেন। এই সার ও মিতভাষী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ১৮৩৪ শকে ৬৪ বর্ষ বয়সে গঙ্গালাভ করেন। ইঁহার অভাবে কেবল ভাটপাড়ার নহে সমগ্রবঙ্গের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

২১। যাদবচন্দ্র তর্করত্ন—

আনন্দচন্দ্র শিরোমণির কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন বহু ছাত্রকে স্বীয় চতুষ্পাঠীতে অন্ন দিয়া ন্যায়শাস্ত্র পড়াইতেন। মূর্ত্তি বড় সৌম্য ছিল। ইনি অপুত্রক হওয়ায় ইঁহার ধারা দৌহিত্র গত হইয়াছে।

২২। নীলমণি ন্যায়পঞ্চানন—

কাশীনাথ তর্কসিদ্ধান্তের কনিষ্ঠ পুত্র। তর্কসিদ্ধান্তসাগর হইতে ইনি "জাতো নীলমণির্ম্মণিঃ" বলিয়া প্রশংসিত ছিলেন। এই ধর্ম্মভীরু নিষ্ঠাবান্ শান্ত স্বভাব মহাপুরুষ শিষ্যগণের নিকট "শ্রীধর মূর্ত্তি" বলিয়া পূজিত হইতেন। লোভ কাহাকে বলে ইনি তাহা জানিতেন না। ভ্রাতৃগণের মত ইনিও বড় দীর্ঘাকার ও সুরূপ ছিলেন কিন্তু মধ্যায়ুঃ হইয়াছিলেন ৫০ বর্ষ বয়সের মধ্যেই ইনি স্বর্গধামে চলিয়া যান।

২৩। সূর্য্যকুমার ন্যায়রত্ন—(রাশি নাম উমাচরণ)

নীলমণি ন্যায়পঞ্চাননের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আবাল্য বিশুদ্ধচরিত্র শাস্ত্রবিশ্বাসী এই মহাপুরুষ সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু পড়াইবার সুযোগ পান নাই। ইঁহার পিতার যে নির্লোভতাগুণ উহা পূর্ণমাত্রায় ইঁহাতে বিকাশ পাইয়াছিল। অর্থে উপেক্ষা বুদ্ধিই ইঁহার জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। "মাচ যাচিষ্ম কঞ্চন" ইহা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। ধারাগত বাগ্মিতার সহিত এমন একটা তেজস্বিতা ও নিস্পৃহতা ছিল যে অর্থপ্রাণ সাধারণ মনুষ্যগণ তাঁহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। নির্লোভতার একটা পরিচয় দেই:— ইঁহার পত্নীর পিসী (ইঁহার পিস্‌শাশুড়ী) ইঁহারই এক বিশেষ অবস্থাপন্ন জ্ঞাতি-ভ্রাতার মাতা কোন এক সময়ে পুত্রের উপর ক্রোধ করিয়া তাঁহার নিজস্ব অন্যূন পাঁচ হাজার টাকার মণিমুক্তাখচিত সুবর্ণের কতকগুলি অলঙ্কার ভাইঝীর নিকট অতিগোপনে রাখিয়া দিয়া যান এবং বলিয়া যান যে এই সব অলঙ্কার তুই ব্যবহার

করিস্ আমি এ সব ছেলেদের দেব না। যখন ইহা ঘটে এই মহাপ্রাণ তখন বাড়ী ছিলেন না। যেমন ধর্ম্মিষ্ঠ স্বামী পত্নীও তদনুরূপ, স্বামী আসিলেই সব বৃত্তান্ত বলেন ও অলঙ্কারগুলি দেখান। একটা কম কথা নয় পাঁচ হাজারের উপর টাকার জিনিষ তখনকার বাজারে জীবনের একটা বেশ অবলম্বন কিন্তু "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ" এই শাস্ত্র বাক্যের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি সূর্য্যকুমার এই ব্যাপারে সাধারণের যাহা নিশা তাহা তাঁহার কাছে দিবা হইল ও দিবা নিশা হইল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি একজন সংযমী মুনির ন্যায় সেই সমুদয় অলঙ্কার তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতার নিকট পৌঁছাইয়া দেন ও সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। জ্ঞাতিভ্রাতা তাঁহার অপূর্ব্ব উচ্চ চরিত্রে বিস্মিত হইয়া ভক্তিগদ্গদচিত্তে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করেন।

এই লোভজয়ী ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশীয় ধনিগণ সহবাসে চির-জীবন এইরূপ নিস্পৃহ হইয়া অসঙ্কোচে কাল কাটাইয়া গিয়াছেন তাঁহারাও এই নিস্পৃহ মহাত্মাকে জ্যেষ্ঠের মত সমাদর করিতেন। শ্রীরামপুরের ও তেলিনী-পাড়ায় জমীদারগৃহে তিনি বিশেষরূপে আদৃত ছিলেন। নির্লোভতার গুণে ইনি প্রাচীনবয়সে লোভিগুরুত্যাগী খিদিরপুর ভূকৈলাস রাজবংশের একটি ধারায় গুরুপদে বৃত হন। "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং" অর্থসম্বন্ধে মহাভারতের এই মূল্যবান্ বচনটি তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই শুনা যাইত।

মনুষ্যজীবনের বিকাশ নানাভাবেই হইয়া থাকে শাস্ত্রে সেই ভাবপ্রপঞ্চকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়েরই অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন। রজোগুণ তন্মধ্যে সংসারের বড় উপযোগী। "রজঃ কর্ম্মণি ভারত"। রজঃ না থাকিলে সংসার চলিত না সংসারের এই ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাওয়া যাইত না। কথা সত্য, ব্যাপারও যথার্থ, তবুও কিন্তু সত্ত্বগুণ বড় গুণ। "সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি" সুখই জীবের একমাত্র প্রার্থনীয়। উহা পাওয়া যায় কি সে। রজোগুণে পাওয়া যায় না কর্ম্মের যে সীমা নাই উহা যে কেবল তৃষ্ণা তৃষ্ণা তৃষ্ণা। সুখ পাওয়া যায় সত্ত্বগুণে। লোভ জয় সত্ত্বগুণের বিবিধবিকাশের প্রধান বিকাশ। ইহা যে জীবে দেখা যায় সে জীব ধন্য। বুঝিতে হইবে তাহার গতি হইয়াছে সেই সুখময়ের দিকে। সূর্য্য-কুমারের জীবনাবসানের বৃত্তান্তে সে গতি বেশ প্রস্ফুট হইয়াছে। ৮৩ বর্ষ বয়ঃক্রম বার্দ্ধক্য ব্যতীত অন্য কোন পীড়া নাই। কয়েক দিন হইতে আহারে অপ্রবৃত্তি জোর করিয়া খাওয়াইতে হইত এইমাত্র উপসর্গ এই অবস্থায় হঠাৎ পরিপক্ক ফলের স্বাভাবিক বৃন্তচ্যুতির মত তাঁহার দেহাবসান হয়। যে দিন

উহা ঘটে সে দিন বাড়ীর লোক লক্ষ্য করিল তিনি যেন অনন্যমনে কাহাকে দেখিতেছেন ও কাহার প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিতেছেন !!! আশ্চর্য্য ! তাহার অল্পক্ষণ পরেই নিজের হাত নিজে দেখিয়া গঙ্গাযাত্রার সঙ্কেত করেন। তাঁহার পক্ষে সে কি শুভ মুহূর্ত্ত ! গঙ্গার জল স্থল, উত্তরায়ণ, মাঘ মাস, শুক্লপক্ষ, দিবাভাগ, সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ, আকাশের সূর্য্য যেন সঙ্গে করিয়া মর্ত্ত্যের সূর্য্য-কুমারকে স্বর্লোকে লইয়া গেলেন ! এই মৃত্যুইতো জীবের বাঞ্ছনীয়, ইহারই নামতো শুক্লা গতি, ইহাইতো অনাবৃত্তির দ্যোতক। যে চিরজীবন লোকত্যাগী তাহার তো এমনি গতিই হওয়া উচিত। যোগ্যের যোগ্য পুরস্কারই ঘটিয়াছে। সন ১৩২০ সালে ইহা সঙ্ঘটিত হয়। শ্রীরামপুরের রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী ও তেলিনীপাড়ার জমীদার শ্রীযুত চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠ সহোদর বিয়োগ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধে রাজা কিশোরী লাল গোস্বামী ভাটপাড়ায় শ্রাদ্ধস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ভাটপাড়া সমাজের সহিত তাঁহার আত্মার প্রতি সম্মান দেখাইয়া গিয়াছেন। এ আত্মা সম্মানের যোগ্য মহান্ আত্মাই ছিল।

২৪। শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার—

ইনি রামকিশোরের ২য় পুত্র। নিষ্ঠাবান্ সদাচারী সুব্রাহ্মণ ছিলেন।

২৫। রামচন্দ্র ঠাকুর—

শ্রীনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। একজন বিশিষ্ট তান্ত্রিক ও জাপক ছিলেন। স্বপাক ভিন্ন অন্নগ্রহণ করিতেন না।

২৬। বৈকুণ্ঠনাথ তর্করত্ন—

রামচন্দ্র ঠাকুরের পুত্র। ইনি ইহার মধ্য বয়স হইতে একজন পরম ভাগবত ও ঔপনিষদিক হইয়াছিলেন। তখন হইতেই কাশীধামেই থাকিতেন ও তথায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কাশীধামেই ইহার দেহাবসান হয়।

২৭। মথুরানাথ বিদ্যাসাগর—

রামকিশোরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনিও একজন উত্তম নৈয়ায়িক ছিলেন। জ্যেষ্ঠ কালিদাসের মত ইনিও বহু ছাত্র অধ্যাপনা করিতেন তবে জ্যেষ্ঠের অধ্যাপনায় অনুগতচিত্ততা থাকায় বিষয় আশয় শিষ্য সেবক ইহাকেই [illegible] করিতে হইত।

২৮। বিশ্বম্ভর ঠাকুর—

মথুরানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বড় সদাশয় শিবতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। যৌবনে ইনি অনৈসর্গিক দেহবল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২৯। ভগবতী ঠাকুর—

বিশ্বম্ভরের পুত্র। সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন মিষ্টভাষী ও বড় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার ধারা নাই।

৩০। ক্ষেত্রমোহন ন্যায়রত্ন—

মথুরানাথের ২য় পুত্র। ইনি একজন অতি তেজস্বী নৈয়ায়িক ছিলেন। মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে বড় অকালে এই প্রস্ফুটমান উজ্জল মধুর গন্ধ বিকীরণ-কারী কুসুম কালচক্রের তীক্ষ্ণধারে বৃন্তচ্যুত হইয়া যায়। ভট্টপল্লীসমাজ সে সময়ে হায় হায় করিয়াছিল।

৩১। যজ্ঞেশ্বর ন্যায়বাগীশ—

ক্ষেত্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন বৈয়াকরণিক ছিলেন। কর্ম্মকাণ্ডে ইঁহার দক্ষতা অসাধারণ ছিল।

৩২। নৃত্যগোপাল বিদ্যাভূষণ—

যজ্ঞেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এবং উহাতে কৃতবিদ্য হইয়া বি, এ, উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও ইনি বংশোচিত আচার ও নিষ্ঠা যথাযথভাবে পালন করিতেন। সংস্কৃতে যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং বিদ্যাভূষণ উপাধি এই জন্যেই এই সমাজ হইতে পাইয়াছিলেন। বেশ বক্তৃতা করিতে পারিতেন। দশকর্ম্মে বিশেষ দক্ষতা ছিল। ইনি স্কুল সবইন্সপেক্টরের পদ পাইয়াছিলেন। ইনিও বড় অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় সমাজ ক্ষীণরত্ন হইয়া গিয়াছে।

৩৩। নন্দগোপাল সরস্বতী—

যজ্ঞেশ্বরের ২য় পুত্র। ব্যাকরণ কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। গবর্ণমেন্টের উপাধি পরীক্ষায় ইনি কাব্যতীর্থ ও ভট্টপল্লীসমাজ হইতে সরস্বতী উপাধি পাইয়াছিলেন। বড় প্রিয়দর্শন সদাই হাস্যমুখ এই নবীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আপনার বিদ্যাবত্তায় আচার অনুষ্ঠানে ভাগলপুরে বঙ্গীয় জনসমাজে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সমাজের বড়ই দুর্ভাগ্য যে এ রত্নটিও অকালে চলিয়া গিয়াছে।

৩৪। ব্রজগোপাল ঠাকুর—

যজ্ঞেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র। শান্ত সুশীল সুব্রাহ্মণ ছিলেন। এ ধারাটি বড় অল্পায়ু: ব্রজগোপালও এই কয়েক দিন হইল শিশু পুত্র কন্যাগণকে অকূলে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

৩৫। মতিলাল ঠাকুর—

ক্ষেত্রমোহনের ২য় পুত্র। ধার্ম্মিক সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। মৃত্যুও ইঁহার অদ্‌ভুত হইয়াছিল। সজ্ঞানে হরিনাম উচ্চারণ ও তুলসীগুচ্ছ মস্তকে আন্দোলন করিতে করিতে ইঁহার গঙ্গালাভ হয়। ইঁহার বংশ নাই।

৩৬। হরিমোহন বিদ্যারত্ন—

মথুরানাথের কনিষ্ঠ পুত্র। ভারি সুরসিক ও বায়গুণীর ছিলেন। তন্ত্র শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষতা থাকায় ইনি বেতিয়া রাজার সভাপণ্ডিত হইয়া তথায় বড় সম্মানের সহিত কাল কাটাইয়া ছিলেন। শেষ বয়সে কাশীবাসী হন ও কাশীতেই মহাপ্রয়াণ করেন। ইঁহার ধারা নাই।

৩৭। কমলাকান্ত সিদ্ধান্তপঞ্চানন—

রামেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতির কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি পিতার জীবনান্তে গরিফা-গ্রামে পিতার চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা করিতেন। ইনি অত্যন্ত শাস্ত্রবিশ্বাসী ও শান্তস্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার ভক্তিতে পিতা রামেশ্বর ঠাকুর প্রাচীন অবস্থায় ইঁহার সংসারেই অবস্থান করিয়াছিলেন। ইঁহার দেহান্ত হইলে ইঁহার সাধ্বী পত্নী তারিণী দেবী সহমৃতা হন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! শুনা যায় যে দিন ইহা ঘটে সে দিন বিজয়া দশমী। স্বামীর জন্য যিনি এককালে দেহ বিসর্জন দিয়াছিলেন সেই সতীস্বরূপিনী পার্ব্বতী আজ মৃন্ময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হিমালয়ে চলিয়া যাইতেছেন আর সেই সঙ্গে তাঁহারই মানবী মূর্ত্তি তারিণী মৃত পতিকে বক্ষে লইয়া হাস্যবদনে চিতারোহণ করিতেছেন! কি মিলন! সতীতে সতীতে কি মিলন! দর্শকগণ কৃতার্থ হইয়াছিল। আত্মত্যাগই যে প্রধান ধর্ম্ম এই বংশের ঐ পবিত্রা রমণী তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ধরা ধন্য হইয়াছে। ধন্য বংশধরেরা পতিব্রতার সেই শেষ পরিত্যক্ত পরিধেয় শাটীখানি অতিযত্নে রক্ষা করিতেছেন।

৩৮। শিবনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন—

কমলাকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, অত্যন্ত শান্তস্বভাব ও আচারবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন।

৩৯। শ্রীধরবিদ্যারত্ন—

শিবনারায়ণের ২য় পুত্র। একজন ঋষিকল্প প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ছিলেন। তন্ত্র, সংহিতা ও পুরাণাদিশাস্ত্রে তিনি গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই পণ্ডিতবহুল ভট্টপল্লীতে তন্ত্রের দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের কোন প্রশ্ন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি উহা অনায়াসে সমাধান করিয়া দিতেন। সংহিতা ও পুরাণসমূহ তাঁহার জিহ্বাগ্রে ছিল। ৭ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া অভি-ভাবকশূন্য হইলেও বালককাল হইতেই গুরুর উচিত জ্ঞান গাম্ভীর্য্য সদাচার ও অসাধারণ ব্রহ্মনিষ্ঠায় ভট্টপল্লীর বশিষ্ঠবংশের মধ্যে একজন আদর্শ গুরু হইয়া-ছিলেন। শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু নির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিত্য প্রাতঃস্নান করিতেন। তিনি সময়ের বড় সদ্ব্যবহার করিতে ভালবাসিতেন বলিয়া সর্ব্বদা ঘড়ি ব্যবহার করিতেন ও উহা সূর্য্যের উদয়াস্তকালের সহিত মিলাইয়া তদনুসারে নিয়মিত সময়ে ত্রিসন্ধ্যা করিতেন। নিত্য পূজা প্রভৃতি বর্ণাশ্রমধর্ম্মোচিত কর্ত্তব্য তাঁহার জীবনের একটি ব্রত ছিল। ইঁহার অসাধারণ সদাচার ও ব্রহ্মষি প্রতিমরূপ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। এরূপ শাস্ত্রবিশ্বাসী, ধর্ম্মানুরাগী, জ্ঞানী, সদাচার-সম্পন্ন, অনুষ্ঠানান্বিত, সংযমী, নিয়মী, তেজস্বী অথচ শান্তস্বভাব পুরুষ অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। একাধারে এতগুণ নিতান্ত দুর্লভ। অবতারভূত বাশিষ্ঠ মহাপুরুষ ৺নারায়ণঠাকুরের বংশেই এমন পুরুষের জন্ম সম্ভব হইয়াছিল। ইঁহার স্মরণেও পুণ্য হয়। কাল সকলকেই গ্রাস করে ইঁহাকেও করিয়াছে। আবার এমন কি সুদিন আসিবে যে এহেন ব্রাহ্মণরত্ন এ বংশে দেখা দিবেন! সন ১৩১৭ সালে ৮৮ বৎসর বয়সে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র প্রভৃতি রাখিয়া মুক্তিক্ষেত্র গঙ্গায় এই মহা প্রাণ মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

ইঁহার পুণ্যবতী পত্নী নয়নতারাদেবী বৃদ্ধ প্রপৌত্রের মুখদর্শন করিয়াছিলেন যাহা সংসারীর পক্ষে একান্ত দুর্লভ। "নাতির নাতি স্বর্গে বাতি" এই চলতি কথার জীবন্ত উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। যতদূর অনুসন্ধানে জানা যায় তাঁহাতে এবংশে এরূপ সৌভাগ্য কাহারও অদৃষ্টে ঘটে নাই। সন ১৩২৯ সালে ৯৪ বর্ষ বয়সে সকল ইন্দ্রিয় অবিকৃত অবস্থায় ও দেহ আয়ত্তাধীনে রাখিয়া গঙ্গা-লাভ হয়।

৪০। রামময় তর্করত্ন—

শ্রীধরবিদ্যারত্নের ২য় পুত্র। ইনি স্মৃতি ও জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও ব্রাহ্মণোচিত সদ্গুণসমূহের আকর ছিলেন। নিজ চতুষ্পাঠীতে স্মৃতিশাস্ত্র

অধ্যাপনা করিতেন। বর্ত্তমান গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা যাহা বঙ্গীয় হিন্দুসাধারণের ধর্ম্মকর্ম্মের একমাত্র অবলম্বন ইনি তাহার প্রথম উদ্ভব হইতে সুদীর্ঘকাল যাবৎ অন্যতম প্রধান গণনাসংশোধক ও ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যবস্থাপক হিসাবে প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ইহার পাণ্ডিত্যের ফলভাগী বঙ্গের হিন্দুসমাজ এ বিষয়ে তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। ১৩১৪ সালে ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমে ইহার গঙ্গালাভ হয়। ইঁহার অভাবে ভট্টপল্লীসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

৪১। ভুবনমোহন ঠাকুর—

রামময় তর্করত্নের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি শান্ত শিষ্ট আচারবান্ ও বাণিজ্যবুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। অকালে ইঁহার দেহাবসান হয়।

বীরেশ্বরন্যায়ালঙ্কার ঠাকুরের ৬ষ্ঠ পুত্র সদাশিব ন্যায়ভূষণ
ও তাঁহার ধারার পরিচয়।

ইঁহারা টোলের বাড়ীর ঠাকুর বলিয়া অভিহিত।

১। সদাশিব ন্যায়ভূষণ—

বীরেশ্বরন্যায়ালঙ্কারের ৬ষ্ঠ পুত্র। ইনি পিতার উপযুক্ত সন্তান ব্রহ্মনিষ্ঠায় নিরত ও বড় সরল প্রকৃতি ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ষট্‌কর্ম্মদীপিকার একটি সরল পদ্ধতি রচনা করেন। কিন্তু এক্ষণে উহা আর সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না দু'একখানি মাত্র পাতা পাওয়া যায়।

২। হরিরাম তর্কবাগীশ—

সদাশিব ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি একজন নৈয়ায়িক ও প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাকে সম্মানপুরঃসর বড়া কুমারডেঙ্গী ও হেলেডেঙ্গী গ্রামে দুশত বিঘা ব্রহ্মত্রা ভূমি দান করেন। বংশধরেরা এখনও তাহা ভোগ করিতেছেন। বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী ও তাঁহার মন্দির তর্কবাগীশের তন্ত্রবিদ্যার প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই মূর্ত্তি বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহদেব রায়ের স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি। স্বপ্নান্তে রাজা উহা অঙ্কিত করিয়া মূর্ত্তিপরিচয়ের জন্য পণ্ডিতসমাজে প্রেরণ করেন কিন্তু কেহ বলিতে পারেন নাই। ক্রমে উহা ভাটপাড়ায় আসে ও তর্কবাগীশ তন্ত্রোক্ত হংসেশ্বরীদেবীর ধ্যানের সহিত মিলাইয়া উহার নাম করণ করিয়া দেন ও দেবীর যন্ত্র আঁকিয়া দেন। হংসেশ্বরীর মন্দির সেই যন্ত্রাকৃতি। রাজা বড় সন্তুষ্ট হন ও মেদনমোল্লা পরগণায় দুইশত বিঘা নিকর ভূমি দান করেন। বংশধরেরা এখনও ভোগ করিতেছেন। এইরূপে হংসেশ্বরীর মূর্ত্তি ও মন্দির ভাটপাড়ার একটি কীর্ত্তি কিন্তু একথা এই সবেমাত্র লিপিবদ্ধ হইল। হংসেশ্বরী সম্বন্ধে ইতিহাস বাহির হইয়াছে তাহাতে এ কথাটি নাই। ভরসা করি বাঁশবেড়িয়ার কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হুগলী জেলার ঐতিহাসিক সমিতিতে **(Hooghly District Historical Association)** এইবার ইহা লিপিবদ্ধ করিবেন। স্বয়ংভবার ও হংসেশ্বরীর মন্দিরের শিলালিপির শ্লোকদ্বয়ও তর্কবাগীশেরই রচিত ও যন্ত্রানুসারে মন্দিরনির্ম্মাণও তাঁহারই তত্ত্বাবধানে হয় বলিয়া

শুনা যায়। কুমারবাহাদুরের পূর্ব্বপিতামহ ও তর্কবাগীশমহাশয় এই সূত্রে পরস্পর পরস্পারের প্রতি বড়ই আকৃষ্ট ছিলেন।

সন ১২০৪ সালে এই বংশেরই বিশিষ্ট সৌভাগ্যবান্ পুরুষ রামকান্ত সার্ব্বভৌম যখন মাদ্রালে দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করেন তখন সমাগত নানাস্থানের পণ্ডিতগণের সহিত তর্কবাগীশের এক বিচার হয় ও তাহাতে তিনি যশস্বী হয়েন। ইঁহার পুত্র ও ভ্রাতৃস্পুত্রদিগের মধ্যে এক সময়ে ৫।৬ খানি চতুস্পাঠী থাকে ও তথায় নানাশাস্ত্রের অধ্যাপনা চলিত তাই তখন হইতে ইঁহাদের "টোলের বাড়ীর ঠাকুর" এই নাম চলিয়া আসিতেছে। সন ১২০৯ সালে ৭৪ বর্ষ বয়সে ইঁহার গঙ্গালাভ হয়। ১১৯০ সালে ইঁহার হস্তলিখিত একখানি পুস্তক আজও দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। রামদেব বাচস্পতি—

হরিরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনিও পিতার যোগ্য সন্তান। স্বজন প্রতিপালক ও সুপণ্ডিত ছিলেন।

৪। মুকুন্দদেব ঠাকুর—

রামদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বংশোচিতগুণসম্পন্ন ছিলেন।

৫। রামপ্রসন্ন ঠাকুর—

মুকুন্দদেবের পুত্র। বংশোচিতগুণসম্পন্ন ছিলেন।

৬। চণ্ডীচরণ বিদ্যারত্ন—

রামপ্রসন্নের পুত্র। এমন দেশহিতৈষী পুরুষ দেখা যায় না। আজ এই যে ভাটপাড়ার পোষ্ট আফিস ও ইংরাজী স্কুল ভাটপাড়ার উপ ার করিতেছে ইহা ঐ চণ্ডীচরণেরই একান্ত যত্ন ও পরিশ্রমের ফল। এ সম্বন্ধে ভাটপাড়া তাঁহার কাছে চিরদিন ঋণী থাকিবে। এইতো দেশের কাজ তাহার উপর তিনি একজন কঠোর নিষ্ঠাবান্ সদাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। এবংশে যেমন হওয়া চাই তেমনি শুদ্ধাচারী গুরু ছিলেন। এই প্রিয়মধুরভাষী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহাজনের অভাবে গ্রামের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

৭। রাজকুমার কাব্যতীর্থ—

চণ্ডীচরণের পুত্র। পিতার জীবতকালেই ইঁহার অকালে দেহ যায়। ইনি একজন নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। কাব্যোপাধিতে উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্টের স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। ইঁহার অকালমৃত্যুতে ইঁহার বৃদ্ধ পিতা বড়ই শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন।

৮। মাধবচন্দ্র ঠাকুর—

রামদেবের ২য় পুত্র। বংশোচিতগুণসম্পন্ন ছিলেন।

৯। রামতরণ ঠাকুর—(তর্কালঙ্কার)

মাধবঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বংশোচিতগুণসম্পন্ন ছিলেন। পুত্রে ইঁহার পুণ্য প্রকাশ।

১০। কালীনাথ ঠাকুর—(বিদ্যারত্ন)

মাধবঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। বংশোচিতগুণসম্পন্ন ছিলেন। পুত্রে ইঁহার পুণ্য প্রকাশ।

১১। যাদবচন্দ্র ঠাকুর—

রামদেবের ৩য় পুত্র। বংশোচিতগুণসম্পন্ন ছিলেন।

১২। গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর—

যাদব ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বংশোচিতগুণসম্পন্ন ছিলেন।

১৩। রাখালচন্দ্র বিদ্যারত্ন—

গোবিন্দঠাকুরের পুত্র। ইনি একজন সংস্কৃতে বেশ ব্যুৎপন্ন ও বড়ই শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। বহুদিন হুগলি জেলাস্থ বালীগ্রামে সম্ভ্রমের সহিত বাস করিয়া শেষ বয়সে কাশীবাসী হন ও শিবক্ষেত্রেই দেহ রাখেন।

১৪। উপেন্দ্র নাথ ঠাকুর—

রাখালঠাকুরের পুত্র। পিতার জীবিতকালেই অকালেই ৺গঙ্গালাভ করেন। পুত্রেই ইঁহার পুণ্য প্রকাশ।

১৫। রঘুমণিবিদ্যাভূষণ—

রামদেবের ৪র্থ পুত্র। সকল শাস্ত্রে অধিকারী থাকিয়া তন্ত্র ও জ্যোতিষে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি একজন বিখ্যাত ঋষিকল্প ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্তোষশীল সুব্রাহ্মণ। জ্ঞানে কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। তাঁহার চান্দ্রায়ণ করাইবার সময় সংকল্পবাক্যে "জ্ঞানকৃত পাপক্ষয় জন্য" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করিয়াছিলেন। এমনিই তিনি নিষ্পাপ ছিলেন বলিয়া মনে একটা তেজ ছিল। এ তেজ তাঁহার মত নিষ্পাপীরই শোভা পাইয়াছিল। ব্রহ্মর্ষিকল্প সে সব মনুষ্য বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

১৬। শিবচন্দ্রসার্ব্বভৌম—

রঘুমণিবিদ্যাভূষণের ২য় পুত্র। ইনি একজন দেশবিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। এই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনায় বিপুল ছাত্রসম্পদে বঙ্গে অদ্বিতীয় যশস্বী হইয়া ছিলেন। তিনি প্রথমে বাটীতে কএক বৎসর তপঃসাধনার ন্যায় অধ্যাপনার সাধনা করিয়া যখন প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন তখন সুপ্রসিদ্ধ গুণাদরকারী মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের অনুরোধে মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে প্রতিষ্ঠিত হন ও তথায় শেষ জীবন পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন। বঙ্গে এরূপ জেলা নাই যথায় তাঁহার কৃতবিদ্য ছাত্র অধ্যাপনা করিতেছেন না। সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যকালে গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। তাঁহার অনেক ছাত্রও মহামহোপাধ্যায় হইয়াছেন। কত ছাত্রই যে পড়াইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ন্যায়শাস্ত্রের তিনি একজন বড় রকমের প্রচারক ছিলেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গে ন্যায়প্রচারে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। কুসুমাঞ্জলীর এক নবীন টীকা ইনি লেখেন ও উহা বিদ্যোদয় মাসিক পত্রিকায় বাহির হয়।

দার্শনিকতার সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার কবিত্ব প্রায় আজন্মসিদ্ধ। ১৬ বৎসর বয়সে পাণ্ডবচরিত নামক অপূর্ব্ব এক সংস্কৃতনাটক রচনা করেন। খণ্ডকাব্য লিখনেও ইনি সিদ্ধহস্ত কতই যে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নাই সে সকল রাখিয়া দিবার যত্ন থাকিলে একখানি বড় গ্রন্থ হইতে পারিত।

পাণ্ডিত্যেতো এই এমন অত্যুজ্জ্বল, স্বভাবেও আবার তেমনি কোমল কান্ত, শিব তো শিব, লোকের দুঃখে গলিয়া পড়িতেন। কত দুর্গতের ঋণজাল কাটিয়া দিয়াছেন, কত লোকের বাস্তু রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, কত লোককে কত রকমে উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি গ্রামের অনেকের একটা ভরসাস্থল ছিলেন। ৭২ বৎসর বয়সে ইঁহার গঙ্গালাভ হয়। অবশ্য ইঁহাকে অকালে বলা যায় না কিন্তু তিনি আরও কিছুদিন থাকিলে গ্রামের শ্রী ও সাহস অক্ষুণ্ণ থাকিত। ইনি এই বংশের রত্ন মহামহোপাধ্যায় রাখালদাসন্যায়রত্নের ছাত্র ছিলেন। যোগ্য অধ্যাপকের যোগ্য ছাত্র।

১৭। জয়রাম ন্যায়ভূষণ—

রামদেববাচস্পতির ষষ্ঠ পুত্র। এই এক পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ বংশ উজ্জল করিয়া গিয়াছেন। ইনি ইঁহার খুল্লতাতপুত্র প্রসিদ্ধ ভৈরববিদ্যাসাগরের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও ন্যায়ে কৃতী হন কিন্তু গ্রামে তখন ব্যাকরণ পড়াইবার

লোক বিরল হইয়া যাওয়ায় এই কলী নৈয়ায়িক স্বজনগণের অনুরোধে ব্যাকরণের চতুষ্পাঠী করেন ও তাহা পড়াইতে থাকেন। কি প্রতিভা! কি মেধা! সমগ্র অমরকোশ স্মৃতিপথে। ব্যাকরণাধ্যাপনায় একটা নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইল। শুধু কি ব্যাকরণ সঙ্গে সঙ্গে কাব্যচর্চ্চাও বেশ সজোরে চলিতে লাগিল। ন্যায়ভূষণ মহাশয় কাব্যের মধ্যে নিজে পড়িয়াছিলেন ভট্টি ও নৈষধ। তখনকারকালে "রঘুরপি কাব্যং তদপিচ পাঠ্যং" কালিদাসের উপর এই শ্লেষোক্তি চলিতেছে। ন্যায়ভূষণ মহাশয় কিন্তু কালিদাস ও অন্যান্য কবিদিগকে চিনিয়াছিলেন। সকল কাব্যেরই সমধিক পাঠনা আরম্ভ হইল। তিনি স্বপ্রতিভাবলেই সকল কাব্যই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কাব্য পাঠ এই সময় হইতেই ভাটপাড়ায় চলিত হয়। তিনি ভারবির একখানি টীকা প্রস্তুত করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় উহা নষ্ট হইয়াগিয়াছে। তাঁহার কাব্যাধিকার দেশময় রাষ্ট্র হওয়ায় সংস্কৃতকলেজের অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ নৈষধের টীকা প্রণয়ন করিয়া ভাটপাড়ায় আসিয়া তাঁহাকে উহা দেখান ও স্থানে স্থানে তৎকৃত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাদরে গ্রহণ করেন। ৫০ বৎসরকাল এই মহাপুরুষ অধ্যাপনা করেন ও দেশে বিদেশে কত ছাত্রই যে পড়াইয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। রাখালদাস ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মহারথীরা ইঁহার ছাত্র।

ইনি যেমন অসাধারণ বিদ্বান্ ছিলেন তেমনি অমায়িক ছিলেন যেন কলিযুগের মনুষ্য নহেন। বিষয় কর্ম্ম এতই কম বুঝিতেন যে শুনিলে হাঁসি পায়। এক সময়ে তাঁহার এক প্রজাকে তিনি ৫০৲ টাকা কর্জ্জ দেন টাকা দিয়া বলেন বাপু আমি তোমায় টাকা কর্জ্জ দিলাম বটে ইহার সুদ কিন্তু আমি দিতে পারিব না। ব্যাপারটা দেখুন এ কি এ যুগের মানুষ! ইনি অনেক চলিত কথার সাধুভাষা বাহির করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে বাস্ত'র 'বস্তুকোষ' শব্দ লোকের স্মরণে রহিয়াছে। সন ১২৮৭ সালে ৮২ বর্ষ বয়সে ইঁহার গঙ্গালাভ হয়। তাঁহার গঙ্গাযাত্রার সময় প্রায় গ্রামশুদ্ধ সমস্ত লোক অনুগমন করিয়াছিল। ঠিক্ যেন বীরেশ্বরন্যায়ালঙ্কারের সেই গঙ্গাযাত্রা। ইঁহার ধারা দৌহিত্রগত হইয়াছে।

১৮। রামমাণিক্য তর্কভূষণ—(ওরফে বেচুঠাকুর)

হরিরামতর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি একজন খ্যাতিমান্ নৈয়ায়িক ছিলেন। অধ্যাপনার ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য তিনি কৃষ্ণনগর রাজসংসার হইতে বরিজহাটী পরগণায় একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি পান। এক্ষণে ঐ সম্পত্তি ১১০২ নম্বর তালুক হইয়া বংশধরদের ভোগে আসিতেছে।

১৯। নিমাইচন্দ্র তর্কপঞ্চানন—(ওরফে নিমানন্দ)

রামমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি স্বীয় পিতামহ ভ্রাতুষ্পুত্র প্রসিদ্ধ ভৈরবচন্দ্রবিদ্যাসাগরের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উজ্জ্বল নৈয়ায়িক হন। বহুছাত্রকে অন্নদিয়া অধ্যাপনা করেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে গুপ্তিপাড়ার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক গঙ্গাধরবিদ্যারত্ন উল্লেখযোগ্য। ইনি ২৭ বর্ষ বয়সে পড়াইতে আরম্ভ করেন ও ১৩ বৎসরকাল কঠোর তপস্যার ন্যায় দিবারাত্রি অনন্যকর্ম্মা হইয়া ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপনারূপ সাধনা করিয়া গিয়াছেন। ভাটপাড়ার দুর্ভাগ্য ৪০ বৎসর বয়সে তাঁহার মত রত্নকে হারাইতে হইয়াছে। তিনি অধ্যাপনার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য পৈতৃক সম্পত্তি পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে একটি তাৎকালিক অপূর্ব্ব সমাজচিত্রের কথা বলি। বঙ্গের কবিশ্রেষ্ঠ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন ও গুরুদেবের ছাত্রপোষণের বিশেষ সাহায্য করিতেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয় এক সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে বন্দ্যোপাধ্যায় কথাপ্রসঙ্গে বলেন গুরুদেব! সংস্কৃত কলেজে নৈয়ায়িক অধ্যাপকের পদে একজন ভাললোক লইবার ব্যবস্থা হইতেছে শুনিয়া আমি ডিরেক্টর সাহেবের কাছে আপনার নাম করিয়াছি ইহাতে বিনা ব্যয়ে বহুছাত্র পড়ান ঘটিবে এবং মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তিও পাওয়া যাইবে এক্ষণে আপনার সম্মতি পাইলেই স্থির করিয়া ফেলি। বন্দ্যোপাধ্যায় জানিতেন না যে তাঁহার গুরুদেব ইহাতে ক্ষুব্ধ হইবেন। তর্কপঞ্চানন এই কথা শুনিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিলেন বলিলেন কৈলাশ তুমি আমাকে গরীব গুরু বুঝিয়া চাকরীর প্রলোভন দেখাইতেছ তোমার কষ্ট হয় আমার ছাত্রপোষণের সাহায্য তুমি করিও না। আমি চলিলাম। ব্যাপার যে এমন দাঁড়াইবে কে জানিত, বন্দ্যোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ করজোড়ে তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন তাঁহার পত্নী আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে গুরুদেবকে প্রসন্ন করিলেন বলিলেন ঠাকুর উনি জানিতেন না যে চাকরী আপনার কাছে এত ক্ষোভের কারণ। ক্ষমা করুন। গুরুদেব প্রসন্ন হইলেন। আমরি কি কালই ছিল! আবার একবার বলি হায় অতীত তুমি কোথায় গিয়াছ!

২০। মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণি—

নিমাইচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইনি একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। অনেক ছাত্রকে অন্নদিয়া অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার কৃতীছাত্র এখনও দেখা যায়। এমন ব্যবস্থা স্থির অনেক স্মার্ত্তের হয় না। বিচার প্রণালীও অতি তীক্ষবুদ্ধিশালীর

ক্তায় ছিল। এক সময় সাতক্ষীরায় জমীদার প্রাণনাথ চৌধুরীর মৃত্যুতে তাঁহার দত্তক ও ঔরস পুত্রের মধ্যে শ্রাদ্ধাধিকার লইয়া একটা বিষম গণ্ডগোল হয়। সভায় নানাস্থানের পণ্ডিত সমবেত হইয়া এক প্রবল বিচার হয় বিচারে শিরোমণি মহাশয়েরই জয় হয়। তিনি ঔরস পুত্রেরই শ্রাদ্ধাধিকার সাব্যস্ত করিয়াছিলেন।

২১। উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—

মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র। এমন অধ্যবসায়ী পুরুষ ভাটপাড়ায় অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইয়া ইনি ইংরাজী বি, এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। নিজের বিদ্যার্জনে যেমন অধ্যবসায় দেশহিতকর সাধারণ কার্য্যেও তেমনি উদ্যম ছিল। ইনি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনর হইয়া গ্রামের রাস্তাঘাটের অনেক শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। ইনি গুরুতার সহিত হুগলি কালজিয়েট স্কুলের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক হইয়া সম্ভ্রমের সহিত কাল কাটাইয়া গিয়াছেন। মধ্য বয়সে ইহার গঙ্গালাভ হয়। এখানে একটি কালচক্রের পরিবর্ত্তনের কথা না বলিয়া থাকা গেল না। ইহারই পিতামহের আমলে চাকরী ক্ষোভের বিষয় হইয়াছিল ইহার আমলে সম্ভ্রমের। ধন্য কাল তুমিই একমাত্র জীবের নিয়ন্তা।

২২। প্রফুল্লচন্দ্র ঠাকুর—

উমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। একজন নির্বিরোধী শান্তশিষ্ট সদাচারী পুরুষ ছিলেন। ইনিও ইংরাজী বি, এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া বৎসরকয়েক নেপালের অন্তর্গত পাল্পা গবর্ণরের কুমারগণের গৃহশিক্ষকতা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। শেষে ই, আই, রেলওয়ে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী থাকেন। চাকরীর সহিত সদাচার থাকায় গুরুতাকার্য্য অব্যাহতই ছিল। মধ্য বয়সে ইঁহারও গঙ্গালাভ হয়। ইহার ধারা দৌহিত্রগত হইয়াছে।

২৩। বিষ্ণুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—

নিমাইচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। বড় শান্তপ্রকৃতি সদাচারী ছিলেন। পুত্রে ইহার পুণ্য প্রকাশ।

২৪। নীলমণি ঠাকুর—

রামমাণিক্যের ৪র্থ পুত্র। বংশোচিত মর্য্যাদাসম্পন্ন ও সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

২৫। রামনিবারণ ঠাকুর—

নীলমণি ঠাকুরের পুত্র। ইনি একজন শান্তশিষ্ট সদাচারী ও দেশপর্য্যটক ছিলেন।

২৬। জানকীনাথ ঠাকুর—

রামমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র। বংশোচিত মর্য্যাদাসম্পন্ন ও সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ব্যাকরণের ভাষ্যটীকা প্রভৃতি ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। বড় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন অথচ এমন তেজস্বী ছিলেন যে কাহার কোন অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেননা মুখের উপরই তাহার প্রতিবাদ করিতেন। লোকে তাঁহাকে বড়ই সম্ভ্রম করিত।

২৭। আনন্দরামসিদ্ধান্ত—

সদাশিব ন্যায়ভূষণের কনিষ্ঠ পুত্র। পিতার উপযুক্ত পুত্র। মর্য্যাদার আকর ও বংশের গৌরব ছিলেন।

২৮। রামচন্দ্র ঠাকুর—

আনন্দরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বংশোচিত মর্য্যাদাসম্পন্ন ছিলেন।

২৯। রঘুরাম ঠাকুর—

রামচন্দ্র ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। বংশোচিতমর্য্যাদার সহিত তেজস্বিতা সহকারে কাটাইয়া গিয়াছেন।

৩০। ক্ষেত্রনাথ ঠাকুর—

রঘুরাম ঠাকুরের পুত্র। শান্ত প্রকৃতি ও মিষ্টভাষী ছিলেন।

৩১। ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর—

আনন্দরামের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক বহু ছাত্রের অধ্যাপক ও অন্নদাতা। ভাটপাড়া ইঁহার দ্বারা গৌরবান্বিত ছিল। যেমন দার্শনিক তেমনি আবার কাব্যালঙ্কাররসিক। তাঁহার নৈষধ ব্যাখ্যা হর্ষ বিস্ময়কারক হইত। আচারানুষ্ঠানই বা কি বিশুদ্ধ যেন সাক্ষাৎ ঋষি। বহুদিন অধ্যাপনা করিয়া শেষ বয়সে কাশীবাসী হইবার কল্পনায় অধ্যাপনা ত্যাগ করেন। এমনি খাঁটি লোক যে যেমন অধ্যাপনা ত্যাগ অমনি নিমন্ত্রণ পত্রগ্রহণত্যাগ। আসিলেও লইতেন না। মহিষাদলের রাজবাটী হইতে এই অবস্থায় এক পত্র আসে উহাও প্রত্যাখ্যাত হইল। শিষ্যের প্রতিগ্রহ প্রতিগ্রহ নহে উহা পুত্রের অর্থ। চাতরার এক মন্ত্রশিষ্য সাহায্য করিতে থাকিলেন তিনি কাশীবাসী হইলেন। অগ্নি কি লুকাইয়া থাকিতে পারে কাশীতেও সখের অধ্যাপনা চলিতে থাকিল সখের অর্থাৎ শিষ্যব্যতীত অপরের প্রতিগ্রহশূন্য সে

অধ্যাপনা। ছাত্রে শুনেনা, নানাদেশীয়, দ্রাবিড়াদি পর্য্যন্ত, ছাত্রেরা বিদ্যার সাগরের কাছে আসিয়া মস্তক নত করিল যাহার যেমন শক্তি সে তেমনি রত্ন সংগ্রহ করিয়া লইল। বাঙ্গালা দেশের মুখ উজ্জ্বল হইল। তাহার পর চাতরার সে শিষ্য হঠাৎ মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিলেন। ভৈরবচন্দ্রের নিকট সে সংবাদ পৌছিল। আকুলনয়নে ভৈরব বিশ্বেশ্বরকে জানাইলেন। বিশ্বেশ্বর কি তাঁহার নিজের ভৈরবকে ছাড়িতে পারেন। অমনি তাঁহাকে কোলে টানিলেন। সেই রাত্রেই বিসূচিকা আর প্রাতেই শিবসারূপ্য। আবার এক অদ্‌ভুত ঘটনা। এ মহাত্মা পুত্রহীন জ্ঞাতি বন্ধুও নিকটে কেহ নাই ভৌতিক দেহের তো একটা শাস্ত্রসম্মত উপায় চাই বিশ্বেশ্বরের সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেমন অন্তিমকাল সন্নিহিত অমনি হঠাৎ কোথা হইতে তাঁহার দুইজন সপিণ্ড জ্ঞাতি পৌত্র ঠাকুরদাদা বলিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত। সব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। কি চমৎকার! এ ঘটনা পড়িলে মনে হয় কিসের ভাবনা জীব! কাহারও আবশ্যকতা নাই নিয়ত ভাব সেই শিব যিনি সর্ব্বতঃ পাণিপাদ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ আর সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ভাব তাঁহাকে অনায়াসে তরিয়া যাইবে। হে মহাপ্রাণ ভৈরবচন্দ্র কি তন্ময়তাই দেখাইয়া গিয়াছ তোমায় নমস্কার, স্বর্গ হইতে এ বংশকে আশীর্ব্বাদ করিও।

বীরেশ্বরন্যায়ালঙ্কার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দর ঠাকুর ও তাঁহার ধারার পরিচয়।

ইঁহারা ছোট ঠাকুরের গোষ্ঠী বা সাতবাড়ীর ঠাকুর বলিয়া অভিহিত।

১। শ্যামসুন্দর ঠাকুর—

বীরেশ্বরন্যায়ালঙ্কার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বিদ্যায় ও ব্রাহ্মণ্যে পিতার যোগ্য সন্তানই ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম ছিল লক্ষ্মীদেবী শ্যামের সহিত লক্ষ্মী মিলিয়া ছিল ভাল, মিলের ফলও অঢেল, সাত পুত্র, ঠান্‌দিদির ষষ্ঠী নাম হইলেই ছিল ভাল। যাহোক লক্ষ্মী ষষ্ঠী ঠান্‌দিদি আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন। সাত পুত্র সাত দিক্‌পাল। পুত্রসম্পদের সহিত ইঁহার শিষ্যসম্পদও যথেষ্ট। তন্মধ্যে কলিকাতা পোস্তার ভূতপূর্ব্ব জমীদার বর্ত্তমান সত্যজীবন ঠাকুরের অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ হরুঠাকুর অন্যতম। হরুঠাকুর শ্যামসুন্দরের নিজ মন্ত্রশিষ্য। একান্ত গুরুভক্ত ঐ হরুঠাকুর গুরু শ্যামসুন্দরও গুরুপত্নী লক্ষ্মীদেবীর নামে কাশীধামে এওবট্‌তলা নামক স্থানে শ্যামলক্ষ্মী যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও উহা তথায় পূজিত হইতেছেন। এরূপ গুরুশিষ্য সম্বন্ধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিরল। শ্যামসুন্দর তাঁহার পিতার মত অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে ২৪ পরগণার বারু নামক স্থানের এক বাজারে জলকষ্ট থাকায় উহার দাক্ষিণ দিকে একটি পুষ্করিণী কাটাইয়া দেন। উহাও ঠাকুর পুকুর নামে অদ্যাপি অভিহিত হইয়া আসিতেছে। আর ১১৭৪ সালের মন্বন্তরের সময় পাঁচশত মণ চাউল দরিদ্র-গণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন এই দুইটি সৎকার্য্যের কথা আজও লোকমুখে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই মহাপুরুষের স্বহস্ত লিখিত চন্দ্রশেখর বাচস্পতির স্মৃতি-সর্ব্বস্ব নামক গ্রন্থ আজও তাঁহার পবিত্র স্মৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে জাগাইয়া রাখিয়াছে। উহা ১৬৬৬ শকাব্দে লিখিত। এই বংশেরই পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীপতি স্মৃতিভূষণের বাড়ীতে উহা রক্ষিত হইয়া আছে। ইনি বড় শিল্পী ছিলেন। এক সময়ে

রোগশয্যায় থাকেন আর সেই সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভাটপাড়ায় আসেন তিনি উঠিতে পারেন না কিন্তু রাজাকে অভিনন্দনতো করা চাই তিনি করিলেন কি না একশত স্বরচিত অনুষ্টপশ্লোক একখানি ১০ আঙ্গুল × ১ আঙ্গুল ভূর্জপত্রে লিখিয়া রাজ সন্নিধানে প্রেরণ করেন। রাজা ঐ শিল্পে ও পাণ্ডিত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একশত বিঘা ভূমি দান করেন। বংশধরেরা এখনও তাহা ভোগ করিতেছেন।

২। রামরামসার্ব্বভৌম—

শ্যামসুন্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া বংশের মুখ উজ্বল করিয়াছিলেন।

৩। রামতনুবিদ্যাসাগর—

রামরাম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন বংশোচিত গুণে ও সারল্যে সকলেরই প্রীতি ভাজন ছিলেন। স্বজনপোষণই ইঁহার ব্রত ছিল।

৪। রাঘবরামঠাকুর—

রামতনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন।

৫। যদুনাথ ঠাকুর—

রাঘবরামের পুত্র। দীর্ঘাকার সরল প্রকৃতি অমায়িক লোক ছিলেন। ইনি নব্যাবস্থায় হাঁটিয়া কামাখ্যায় গিয়াছিলেন। গাছচালা ডাকিনী প্রভৃতি তথায় আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ৮৭ বর্ষ বয়সে ৺কাশীলাভ করেন।

৬। তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন—

যদুঠাকুরের পুত্র। ইনি একজন কাব্যালঙ্কারে নামজাদা অধ্যাপক ছিলেন। মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করিয়া বহুছাত্রকে কাব্যশাস্ত্রে পণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। শেষে কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক হন। পেনসনের পূর্ব্বেই ইঁহার গঙ্গালাভ হয়। ইঁহার অভাবে ভাটপাড়া ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে।

৭। কাশীনাথ ঠাকুর—

রামতনুর ২য় পুত্র। বংশোচিত মর্য্যাদাসম্পন্ন ছিলেন।

৮। রামচন্দ্র ঠাকুর—

কাশীনাথের পুত্র। বড় মিষ্টস্বভাবের লোক ছিলেন।

৯। পূর্ণচন্দ্র ঠাকুর—

রামঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বড়ই অধ্যবসায়ী ছিলেন নিজের যত্নে ইনি প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার ক্ষেত্রমোহনভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিয়া ছিলেন; স্বভাব অতি নির্ম্মল ছিল।নাবিরোধী ব্যক্তি ছিলেন।

১০। অমলচন্দ্র ঠাকুর—

রামঠাকুরের ২য়পত্নীর ১ম পুত্র। চিত্রবিদ্যায় অধিকারী ছিলেন। স্বভাব অমায়িক ছিল। বাদ্যযন্ত্রে হাত ছিল। অকালে দেহ যায়।

১১। নির্ম্মলচন্দ্র ঠাকুর—

রামঠাকুরের ২য়পত্নীর ২য় পুত্র। শান্তস্বভাব ও নির্বিরোধী ব্যক্তি ছিলেন। অকালে দেহ যায়।

১২। বিমলচন্দ্র ঠাকুর—

রাম ঠাকুরের ২য় পত্নীর ৩য় পুত্র। ইনি শান্তস্বভাব ও নির্বিরোধী ছিলেন। অকালে দেহ যায়।

১৩। শ্রীরামঠাকুর—

রামতনুঠাকুরের ৪র্থ পুত্র। ইনি তন্ত্রে ও জ্যোতিষে অধিকারী ছিলেন। ঐ নিষ্ঠাবান্ সাত্ত্বিক পুরুষের কাহারও সঙ্গে বিরোধ ছিল না। ইঁহার হস্তলিখিত অনেক পুঁথি ইঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

১৪। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন—

শ্রীরামঠাকুরের পুত্র। সংস্কৃতে সুব্যুৎপন্ন ও তন্ত্র জ্যোতিষের অধ্যাপক ইনি মহাতার্কিক ও একজন অধ্যবসায়ী গ্রন্থসঞ্চয়কারী ছিলেন। ইঁহার আচার নিষ্ঠা খুব কঠোর ছিল। ফলিত জ্যোতিষে বিশেষ অধিকার ছিল।

১৫। শিবরাম ঠাকুর—

রামরামঠাকুরের ২য় পুত্র। সংস্কৃতে সুব্যুৎপন্ন এই ঠাকুর সংহিতা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। মেধা বড়ই প্রখর ছিল। মনুসংহিতা অনুলোম বিলোমে কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার সময়েই সহমরণ প্রথা আইননিষিদ্ধ হইবার চেষ্টা চলে। রাজা রামমোহন রায় উহাতে অগ্রণী হইয়াছিলেন। ঠাকুর সেই প্রসঙ্গে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও কথায় কথায় মনুসংহিতার শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া গোড়া পর্য্যন্ত মুখস্থ আবৃত্তি করিয়া যান রাজা বিস্মিত হইয়া বলেন ঠাকুর আপনি অসামান্য মেধাবী। কিন্তু এ আইন আর রক্ষা করা যায় না। ঠাকুর ক্ষুণ্নমনে

ফিরিয়া আসেন। রাজা তাঁহাকে একটি গিনি পুরস্কারস্বরূপ দিতে গেলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

১৬। হরঠাকুর—

শিবরাম ঠাকুরের পুত্র। বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন।

১৭। অঘোরনাথ বিদ্যারত্ন—

হরঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতামহের মেধা ব্যুৎপত্তি ও সংহিতা প্রিয়তা পাইয়াছিলেন। ঋষিবাক্যের মত সব শ্লোক রচনা করিতেন। সদ্যোজাত সংহিতা নাম দিয়া তিনি যে সব প্রমাণবচন প্রস্তুত করিতেন শুনিলে কেহ বলিতে পারিবেনা যে উহা ঋষিবাক্য নহে। একটা উদাহরণ দি তিনি দেশের ঘেঁটু পূজার এক বচন করেন উহা এই:—

স্বসুতান্তনিশান্তমংশুমান্
পরিহায়াগুজমেতি যদ্দিনে।
উষসীন্দুকলাললাটজং
পথি ঘণ্টাশ্রুতিমঙ্গনার্চ্চয়েৎ।

স্ত্রীলোকেই ঘেঁটু পূজা পথের উপরেই প্রাতঃকালে করিয়া থাকে এবং উহা মীন সংক্রান্তি চৈত্রারম্ভেই হয়। আর ঘণ্টাকর্ণ ঠাকুর শিবের পুত্র বলিয়া বলা হয়। দেখুন কেমন বচন। আরও এমন অনেক আছে। "সর্ব্বত্রৈব গ্রহীতব্যা মেধা চাভয়দক্ষিণা, ঋতে পটোলবার্ত্তাকু সর্ব্বং সন্দগ্ধমামিষং" এমন কত শত। নিষ্ঠা আচার ও অমায়িকতায় ইনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

১৮। শ্রীকণ্ঠঠাকুর—

অঘোর ঠাকুরের পুত্র। শান্তশিষ্ট লোক ছিলেন। অল্প বয়সেই গঙ্গালাভ হয়।

১৯। কৃষ্ণচরণ শিরোমণি—

রামরামসার্ব্বভৌমের ৩য় পুত্র। দর্শনশাস্ত্রে প্রকৃষ্ট ব্যুৎপন্ন এবং আচারানুষ্ঠানে একজন আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন। এক সময় এক পর্য্যটক খ্যাতিকামী ভাটপাড়ায় আসিয়াছিলেন। তিনি ইঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন ও অনেক দিন ইঁহার আশ্রয়ে থাকেন।

২০। কৃষ্ণানন্দ বিদ্যারত্ন—

রামরামসার্ব্বভৌমের ৪র্থ পুত্র। একজন বড়দরের তান্ত্রিক ছিলেন।

তান্ত্রিক অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রে পণ্ডিত।

২১। গোবিন্দবিদ্যাবাগীশ—

কৃষ্ণানন্দের মধ্যম পুত্র। ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য পণ্ডিত কেশরী কৃষ্ণচরণ শিরোমণির নিকট ন্যায়শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন তাঁহার দেহান্ত হইলে এই বংশেরই উজ্জলরত্ন হলধরতর্কচূড়ামণির নিকট পাঠ শেষ করেন। ইনি এমন বুদ্ধিমান্ ও প্রতিভাশালী ছিলেন যে তর্কচূড়ামণি মহাশয় কোন সভায় যাইবার পূর্ব্বে ইঁহার সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিয়া তবে বাহির হইতেন। ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রেও ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তেলিনীপাড়ার জমীদার রামরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার নিকট বেদান্ত পড়িতেন। দুঃখের বিষয় বাণীর এই বরপুত্র কমলার কৃপায় একেবারে বঞ্চিত ছিলেন অমন যে ধনকুবের রামরামবন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার ছাত্র তাঁহার নিকট হইতে প্রভূত সম্মান ব্যতীত আর তেমন কিছুই পাইতেন না এমনিই ভাগ্যচক্রের প্রহেলিকা। যাহা হউক তিনি নিজে দরিদ্র থাকিলেও তাঁহার আবির্ভাবে ভট্টপল্লী একদিন বড়ই সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

২২। কেদারনাথসিদ্ধান্তরত্ন—

গোবিন্দবিদ্যাবাগীশের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি একজন জ্যোতিষে বড় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি এই বংশেরই প্রসিদ্ধ চন্দ্রনাথচূড়ামণির সহযোগে ৫ বৎসর মিথিলায় থাকিয়া জ্যোতিষে কৃতী হইয়া আসেন। ফলিত জ্যোতিষে ইঁহার এত সূক্ষ্মতা ছিল যে বিচারফল বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যাইত। ইঁহার রচিত স্ফুটচন্দ্রিকা নামক সারণীগ্রন্থ আজিও ভট্টপল্লীজ্যোতির্ব্বিদ্‌সম্প্রদায়ে সমাদৃত হইতেছে। ইঁহার ধারা নাই।

২৩। বেণীমাধব ঠাকুর—

গোবিন্দবিদ্যাবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনিও একজন বেশ জ্যোতিষী ছিলেন। জ্যোতিষের টোল ছিল ও তথায় অধ্যাপনা করিতেন। ইঁহার ধারা কন্যাগত।

২৪। রামদয়াল তর্করত্ন—

কৃষ্ণানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি একাধারে নৈয়ায়িক স্মার্ত্ত ও জ্যোতিষিক ছিলেন। এমন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিত বড় অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। মহিষাদল বর্দ্ধমান প্রভৃতি বড় বড় রাজকুলে ইঁহার বিপুল সম্মান ছিল। মহিষাদলের রাজা

লছমন্‌প্রসাদগর্গ তাঁহার কোষ্ঠী গণনার পুত্র প্রাপ্তিরূপ ফল হাতে হাতে পাইয়া তাঁহাকে বার্ষিক ৮ বিশি করিয়া ধান্য ব্যবস্থা করিয়া দেন। ১২৭০ সালে দানপত্র হয়। বর্দ্ধমান রাজসভায় তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রে অদ্‌ভুত কৃতিত্ব দেখিয়া বর্দ্ধমান মহারাজ তর্করত্নের একান্ত গুণাকৃষ্ট হয়েন এত গুণাকৃষ্ট যে মহারাজ স্বয়ং সময়ে সময়ে ভাটপাড়ায় তর্করত্নের ভবনে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন।

২৫। রামেশ্বর বিদ্যারত্ন—

রামদয়ালের জ্যেষ্ঠ পুত্র। স্বনামধন্য পুরুষ। পিতার স্মৃতিও জ্যোতিষ বিদ্যার অব্যাহত প্রবাহ। বঙ্গদেশ তাহার সাক্ষী। গুপ্তপ্রেস বাঙ্গালার প্রাধান ও প্রথম ধর্ম্মপঞ্জিকা ইনি তাহার একজন অন্যতম প্রাণপ্রতিষ্ঠাকারী। ৪০ বৎসরকাল ঐ পঞ্জিকার গণনা ও ব্যবস্থা সকল সন্নিবেশ করতঃ উহাকে বঙ্গীয় হিন্দুর একমাত্র আদরণীয় পঞ্জিকা করিয়া গিয়াছেন। তিনি গিয়াছেন কিন্তু যতদিন বঙ্গে হিন্দুয়ানী থাকিবে ততদিন তিনি হিন্দুর স্মৃতিমন্দিরে সম্মানিত হইবেন। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে স্বভাবের ঔদার্য্যও বড় মনোমুগ্ধকর ছিল। মধুরোদার চরিত এই মহাত্মার কেহ শত্রু ছিল না। ইহার অভাবে ভট্টপল্লী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

২৬। বিশ্বেশ্বর ঠাকুর—

রামদয়ালের কনিষ্ঠ পুত্র। শান্তশিষ্ট সুব্রাহ্মণ ছিলেন।

২৭। কালীদাস তর্কালঙ্কার—

শ্যামসুন্দরঠাকুরের ২য় পুত্র। নৈয়ায়িক ছিলেন ও ন্যায়ের অধ্যাপনা করিতেন। পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয় ছিল। মূড়াগাছার জমীদার কেশবরাম চৌধুরী অনেক ভূসম্পত্তি ইহাকে দেন। বংশধরের উহা এখনও ভোগ করিতেছেন।

২৮। প্রভুরাম ঠাকুর—

কালীদাস তর্কালঙ্কারের পুত্র। তেজস্বী ও ক্রিয়াবান্‌ ছিলেন।

২৯। রামকমল ঠাকুর—

প্রভুরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন।

৩০। উমেশচন্দ্র ঠাকুর—

রামকমলের পোষ্য পুত্র। শান্তশিষ্ট অমায়িক সুব্রাহ্মণ ছিলেন।

৩১। ব্রজবিহারী ঠাকুর—

উমেশচন্দ্রের পুত্র। শিষ্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন। অকালে দেহ যায়।

৩২। হারাণচন্দ্র ঠাকুর—

প্রভুরামের মধ্যম পুত্র। বংশোচিত গুণসম্পন্ন ও ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। কাঁটালপাড়ায় ইঁহার টোল ছিল।

৩৩। রাঘবরাম ঠাকুর—

হারাণচন্দ্রের পুত্র। নির্বিরোধী ছিলেন।

৩৪। কালীকুমার ঠাকুর—

রাঘবরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বড় উদার ছিলেন।

৩৫। দুর্গারাম ঠাকুর—

প্রভুরাম ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন।

৩৬। রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন—

দুর্গারাম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শান্তস্বভাব ও বংশোচিত গুণে গুণবান্ ছিলেন। কাশীতেই বাস করিতেন।

৩৭। ভবানীচরণ ঠাকুর—

কালীদাস তর্কালঙ্কারের ২য় পুত্র। পণ্ডিত গুরুচিতসদাচারসম্পন্ন ও ক্রিয়াবান্ ছিলেন। ৺কাশীধামে শিষ্যদত্ত বাটীতে বাস করিয়া শেষে কাশীলাভই করেন। বাগানে বাড়ীর শাণ্ডিল্য মহাশয়েরা ইঁহারই দৌহিত্র সন্তান।

৩৮। রামচন্দ্র ঠাকুর—

কালীদাস তর্কালঙ্কারের ৩য় পুত্র। বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন।

৩৯। মধুসূদন ঠাকুর—

রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন।

৪০। রামতারণ শিরোমণি—

মধুসূদনের পুত্র। একজন সুবক্তা সুরসিক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। এমন সুমিষ্ট শ্লেষপূর্ণ সব বাক্য ব্যবহার করিতেন যে তাহা শুনিলে বড়ই আনন্দ হইত। মধুর শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। খাঁটি সংস্কৃত শ্লোক ব্যতীত তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত মিশ্রিত বড় মনোহর সব শ্লোক রচনা করিতেন। একটি নমুনা দেই :—

কল্‌কাত্তা নগরে হুপূর্ব্বতটিনীতীরে বিলাসাস্পদে
আয়না লণ্ঠন ভূষিতে কতগুলা বাবুগুলা সব চুলাঃ।

দানে থর্ব্বমতিঃ কুকর্ম্মনিরতিঃ খানকীষু খুসীপরা
দৈবাদ্ ভাগবতী কথা যদি উঠে কেবা শোনে সে কথা॥

সুরসিক, সাত্ত্বিক, নিষ্ঠাবান এই সুব্রাহ্মণ বংশের একজন গৌরবস্বরূপ ছিলেন। পর্য্যটনে ইহার বড় সখ ছিল। তখন পশ্চিমে অনেক স্থানে রেল হয় নাই ইনি সে সবস্থানে পদব্রজে গিয়াছেন। যেখানেই যাইতেন অত্যন্ত আদর পাইতেন। নিজগুণে অনেক নূতন শিষ্য করিয়া গিয়াছেন।

৪১। নীলমণি ঠাকুর—

রামচন্দ্রের মধ্যম পুত্র। বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন।

৪২। রামকৃষ্ণ ঠাকুর—

নীলমণির পুত্র। শান্তশিষ্ট সুব্রাহ্মণ ছিলেন। বহুদিন মা শীতলার সেবা করিয়াছেন। ইহার সম্পত্তি ভাগিনেয়গত হইয়াছে।

৪৩। জয়রাম ঠাকুর—

রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন।

৪৪। যদুনাথ ঠাকুর—

জয়রাম ঠাকুরের পুত্র। পণ্ডিতসহচারী ও বংশগতবৃত্তিপ্রিয় ছিলেন।

৪৫। বনমালী বিদ্যাসাগর—

শ্যামসুন্দরের ৫ম পুত্র। তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। মাজনামুটার রাজা যাদবরাম চৌধুরীর নিকট দোরোপরগণায় যে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন উহা আজিও বনমালীচক্ নামে অভিহিত হইয়া বংশধরদের ভোগে আসিতে-ছে। ইহাকে পঞ্চু ঠাকুর অর্থাৎ পঞ্চম ঠাকুর বলিত।

৪৬। হরিনারায়ণ ঠাকুর—

বনমালী বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি একজন প্রসিদ্ধ শাব্দিক পণ্ডিত ছিলেন।

৪৭। যাদবচন্দ্র বিদ্যারত্ন—

হরিনারায়ণের মধ্যম পুত্র। সংস্কৃত ভাষায় বেশ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বংশে ইনিই প্রথমে চাকরী স্বীকার করেন এবং শ্রীরামপুর মিসনারী কলেজে প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক হন। তখন সমাজে একটা হৈ চৈ পড়িয়াছিল।

৪৮। নীলমাধব ঠাকুর—

হরিনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র। শান্তশিষ্ট মানুষ ছিলেন। ভাটপাড়া মাইনর স্কুলে বালকগণের বাঙ্গালা শিক্ষক ছিলেন। বর্ত্তমান সন্তানগণের তিনি অনেকেরই প্রথম শিক্ষাগুরু ছিলেন।

৪৯। শ্যামাচরণ ঠাকুর—

নীলমাধবের পুত্র। শান্তশিষ্ট সদাচারী সুব্রাহ্মণ ছিলেন। ই, বি, রেল অফিসে কাচরাপাড়ায় কর্ম্ম করিতেন।

৫০। শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ—

বনমালী বিদ্যাসাগরের মধ্যম পুত্র। প্রখর নৈয়ায়িক ও বংশোচিতগুণে গুণবান্ ছিলেন।

৫১। সীতানাথ ঠাকুর—

শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ধার্ম্মিক সুব্রাহ্মণ ছিলেন।

৫২। যদুপতি তর্কবাচস্পতি—

সীতানাথ ঠাকুরের পোষ্য পুত্র। ইনি একজন ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন অনেক ছাত্রকে অন্নদান ও বিদ্যাদান করিয়া গিয়াছেন। বংশোচিত নিষ্ঠাবান্ সুব্রাহ্মণ। ইহার ধারা কন্যা দৌহিত্র গত হইয়াছে।

৫৩। দীননাথ বিদ্যারত্ন—

শ্রীরামন্যায়বাগীশের মধ্যম পুত্র। স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অনুষ্ঠানান্বিত এই সুব্রাহ্মণ একজন ঋষিকল্প মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে সহজেই লোকের শ্রদ্ধা আসিত। প্রাচীন বয়সেও বালকের ন্যায় সরলস্বভাব ছিলেন। সন ১২৯২ সালে ৮২ বর্ষ বয়সে ইহার গঙ্গালাভ হয়। ইঁহার পুত্র জীবিত ছিল না কিন্তু সুযোগ্য পৌত্রের উদ্‌যোগে ইঁহার শ্রাদ্ধ ভাটপাড়ার সমস্ত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে লইয়া খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

৫৪। রঘুপতি ঠাকুর—

দীননাথবিদ্যারত্নের পুত্র। পিতার জীবিতকালেই অল্প বয়সে গঙ্গালাভ করেন।

৫৫। কৃষ্ণকমল ঠাকুর—

বনমালী বিদ্যাসাগরের কনিষ্ঠ পুত্র। বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন।

৫৬। রামোত্তম ঠাকুর—

কৃষ্ণকমলের পুত্র। বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন।

৫৭। অবিনাশ ঠাকুর—

রামোত্তমের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শান্তশিষ্ট ছিলেন।

৫৮। হরিনাথ ঠাকুর—

অবিনাশের পুত্র। শান্তশিষ্ট। অকালে গত হন। ইঁহার ধারা নাই।

৫৯। সূর্য্যকুমার ঠাকুর—

রামোত্তমের কনিষ্ঠ পুত্র। বিদেশে ছোটখাট ডাক্তার ছিলেন।

৬০। বিজয়রাম ঠাকুর—

শ্যামসুন্দরের ৬ষ্ঠ পুত্র। ইনি বুদ্ধিমান্ কৃতী ও বংশোচিত গুণসম্পদে বিভূষিত ছিলেন। কলিকাতাবাসী মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কএকটি ইঁহার নিজ মন্ত্রশিষ্য ইঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতা বোধ করিতেন এবং তাঁহাদের যে ঐশ্বর্য্য তাহা এই গুরুদেবেদেরই কৃপায় হইয়াছে এই বিশ্বাসে উঁহারা গুরুদেবকে সকল অভাব হইতে অন্তরে রাখিতেন। ইনি বড়ই একজন অন্নদাতা মহাপুরুষ ছিলেন।

৬১। অযোধ্যারাম ঠাকুর—

বিজয়রাম ঠাকুরের ২য় পুত্র। বিশিষ্ট নিষ্ঠাবান্ সুব্রাহ্মণ ছিলেন।

৬২। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাপঞ্চানন—

অযোধ্যারামের পুত্র। সুব্যুৎপন্ন ও সুরসিক পণ্ডিত ছিলেন। কবিত্ব শক্তি বেশ প্রস্ফুট ছিল। বাঙ্গালায় তরজা ও পাঁচালীর মত যথেষ্ট কবিতা তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার বহির্বাটীতে বেশ একটি মজলিস্ বসিত তিনিও বড় মজলিসী ছিলেন।

৬৩। রাজারাম ন্যায়রত্ন—

শম্ভুবিদ্যাপঞ্চাননের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি একজন জন্মান্তরসংস্কারসম্পন্ন তীক্ষ্নবুদ্ধি ব্যক্তি ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্র হইতে সঙ্গীতশাস্ত্র পর্য্যন্ত যেন ইঁহার পূর্ব্ব জন্মের উপার্জ্জিত সম্পদ্। এরূপ প্রতিভা বড় অল্পই দেখা যায়। সমাজ ইঁহা হইতে যথেষ্টই আশা করিয়াছিল কিন্তু ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে ইঁহার সম্পদ্ সমাজের কাজে লাগে নাই। অল্প বয়সেই ইঁহার দেহাবসান হয়।

৬৪। রামগতি ঠাকুর—

বিজয়রামের ৩য় পুত্র। বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন।

৬৫। ঠাকুরদাস ঠাকুর বা দাশুঠাকুর—

রামগতির পুত্র। সুরসিক ছিলেন।

৬৬। আদ্যনাথ ঠাকুর—

দাশুঠাকুরের পুত্র। নির্ভীক পুরুষ ছিলেন।

৬৭। কমলাকান্ত বাচস্পতি—

বিজয়রামের ৪র্থ পুত্র। ইনি সুপণ্ডিত ও বংশোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন কিন্তু বংশের অভাগ্যবশেই অকালে ইঁহার অবসান হয়।

৬৮। কৃষ্ণহরি বিদ্যারত্ন—

কমলাকান্ত বাচস্পতির পুত্র। ইনি বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়াও ভাগ্যবশে স্বনামধন্য পুরুষ হন। শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং তন্ত্রশাস্ত্রে বড়ই প্রবিষ্ট ছিলেন। ইঁহার সদাচার ও অনুষ্ঠানের প্রভাবে শিষ্যবর্গ বড়ই অনুরক্ত ছিল অনেক নূতন শিষ্যও ইনি করিয়াছিলেন। ইঁহার স্বাস্থ্যে একটা বিশেষত্ব ছিল ইনি সপ্তাহান্তে একবার মাত্র শৌচে যাইতেন অথচ বেশ আহারাদি করিতেন কোন গ্লানি হইত না। গুড় বড়ই ভালবাসিতেন এত প্রিয় ছিল যে সন্দেশও গুড় মাখিয়া খাইতেন তা ছাড়া প্রতি ব্যঞ্জনের সহিত গুড় মাখান না হইলে তাঁহার আহার হইত না। তাঁহার জীবনে একটা অদ্‌ভুত ঘটনা হয়। তিনি বিদেশে পশ্চিমে। তখন সর্ব্বত্র রেল ছিল না পদব্রজে যাইতে হইত। একদিন পান্থশালায় আছেন একজন জ্ঞাতিভ্রাতা সঙ্গী। কূপ হইতে জল লইবার আবশ্যক হয় দড়িদিয়া বাঁধিয়া যেমন ঘটিটী কূপে ফেলিতে যাইবেন অমনি দেখিলেন কূপজলের মধ্যে তাঁহার মাতৃমুখ! কি সর্ব্বনাশ! এ কি! পরে সংবাদ পাইলেন ঠিক্ ঐ দিন ঐ সময়ে তাঁহার মাতৃদেবীর গঙ্গালাভ হইয়াছে। যাইবার সময় স্নেহময়ী জননী পুত্রকে ঐরূপে দেখা দিয়া যান ব্রাহ্মণ একেবারে গলিয়া গিয়াছিলেন।

৬৯। জলধর ঠাকুর—

কৃষ্ণহরি বিদ্যারত্নের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বড় সদাশয় ধার্ম্মিক ও বংশোচিতগুণে গুণবান্ ছিলেন। অকালে ইঁহার দেহ যায়।

৭০। গিরিধর ঠাকুর—

কৃষ্ণহরি বিদ্যারত্নের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনিও ইঁহার জ্যেষ্ঠের মত গুণবান্ ছিলেন। উভয় ভ্রাতায় বেশ সম্প্রীতি ছিল। ইঁহারও অকালে দেহ যায়।

৭১। রামধন ঠাকুর—

বিজয়রামের ৫ম পুত্র। বংশোচিত গুণে গুণবান্ ছিলেন।

৭২। রামচন্দ্র ঠাকুর—

রামধনের পুত্র। বংশোচিতগুণে গুণবান্ ছিলেন।

৭৩। অতুলচন্দ্র ঠাকুর—

রামচন্দ্রের পুত্র। ধীর স্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার কাশীলাভ হয়।

৭৪। চারুচন্দ্র ঠাকুর—

অতুলচন্দ্রের পুত্র। বড় আমুদে সরলস্বভাবের লোক ছিলেন। সুদূর পশ্চিমে সামরিক বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। শিশুপুত্র রাখিয়া অসময়ে ইঁহার দেহ যায়। পুত্রে ইঁহার পুণ্য প্রকাশ।

৭৫। ভোলানাথ ঠাকুর—

শ্যামসুন্দর ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। যেমন পিতা তেমনি পুত্র। অধ্যয়ন অধ্যাপনা দান প্রতিগ্রহ প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যেই রত ছিলেন। চতুষ্পাঠী ছিল বহু ছাত্রকে অন্নদিয়া পড়াইতেন। ১৭৪১ শকে তিনি এক অত্যুচ্চ নবশেখর যুক্ত শিবমন্দির ও শিব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মন্দিরগাত্রের নিম্নলিখিত শিলালিপি তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতার সাক্ষ্য দিতেছে ঃ—

যচ্ছম্ভোঃ পাদপঙ্কেরুহমমরগণৈরর্চ্চিতং চিন্তয়িত্বা
যাতাঃ পারংভবাব্ধেরতিবিমলধিয়ো জ্ঞানিনো দুস্তরস্য।
শ্রীভোলানাথশর্ম্মা নবশিখরযুতং মন্দিরং তস্য চক্রে॥
শাকেঽনস্তাব্ধিবাজিক্ষিতিপরিবিমিতে প্রাপ্তয়ে তস্য দীনঃ

পাণিনি ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন এই মহাধীর স্বহস্তলিখিত ঐ ব্যাকরণ একখানি উহার বংশধরদের গৃহে আজও রহিয়াছে। ১৭১২ শকে উহা তিনি লেখেন। রাজা যাদবরামচৌধুরীর নিকট হইতে ইনি দোরোপরগণায় যে ভূসম্পত্তি পান উহা ভোলানাথচক্ নামে অভিহিত। ইনি আপনার চকে জলকষ্ট নিবারণ জন্য এক বৃহৎ পুষ্করিণী কাটাইয়া গিয়াছেন। "পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্" এই পুণ্যাত্মার পুষ্করিণীর জল অমন লবণাক্ত প্রদেশেও প্রসিদ্ধ সুমিষ্ট হইয়া আজও

অনেকের জীবন রক্ষা করিতেছে। কলিকাতা বড়বাজারের প্রসিদ্ধ গাঙ্গুলী বংশের আদিপুরুষ বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলী মহাশয় ইঁহারই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। এখনও এই উভয় ধারার সেই প্রাচীন গুরুশিষ্য সম্বন্ধ অব্যাহত রহিয়াছে।

৭৬। উমাকান্ত ন্যায়পঞ্চানন—

ভোলানাথঠাকুরের পুত্র। শরীরী পিতৃপুণ্য এই মহাত্মা ভাটপাড়ার একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পাণ্ডিত ছিলেন। অনেক ছাত্র পড়াইয়া গিয়াছেন এখনও তাঁহার ছাত্রধারা ভাটপাড়ায় বর্ত্তমান। এই বংশের মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণি ইঁহারই ছাত্র। এই বংশের শ্রীধরবিদ্যারত্ন ও কৈলাশচন্দ্রবিদ্যারত্ন ইঁহারই চতুষ্পাঠী সমাগত পবিত্র মূর্ত্তি। এই বংশের হলধর তর্কচূড়ামণি ইঁহার প্রধান স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্র ইনিই হলধরের পরমোপকারী বিপদে সহায় পিতৃব্য। এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ভাটপাড়ার একদিন একজন বিশিষ্ট সম্পদ্ ছিলেন।

৭৭। রামকৃষ্ণ ঠাকুর—

উমাকান্ত ন্যায়পঞ্চাননের ২য় পুত্র। সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন সদাচারী সুব্রাহ্মণ ছিলেন।

৭৮। শ্রীশচন্দ্র ঠাকুর—

রামকৃষ্ণের পুত্র। মৃদুমধুরস্বভাব সংস্কৃতজ্ঞ ও সদাচারী সুব্রাহ্মণ ছিলেন।

৭৯। মহেশ্বর ঠাকুর—

উমাকান্ত ন্যায়পঞ্চাননের ৩য় পুত্র। বংশোচিতগুণে ভূষিত ছিলেন।

৮০। রাখালচন্দ্র ঠাকুর—

মহেশ্বর ঠাকুরের ২য় পুত্র। বংশোচিতগুণে গুণবান্ ছিলেন।

৮১। নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ—

রাখালচন্দ্রের পুত্র। স্বনামধন্য পুরুষ জ্যোতিষে বড় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি এই বংশের প্রসিদ্ধ রামেশ্বরবিদ্যারত্নের ছাত্র। কলিকাতায় বিশেষ নাম করিয়াছিলেন। ইনি 'হোরাবিজ্ঞান রহস্য' নামে বৃহৎ এক জ্যোতিষের গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ সঙ্কলন করিয়া দেশের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ ২৫৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তেজস্বী ও অনুষ্ঠায়ী এই মহাপ্রাজ্ঞ অকালে ইহলোক ত্যাগ করায় দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি মনীষিগণ ইঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন।

৮২। ক্ষীরোদচন্দ্র ঠাকুর—

মহেশ্বরঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। বেশ সদালাপী ও সরলপ্রাণের লোক ছিলেন। পাত্র পাত্রী অনুসন্ধান ও তাহার জন্য পরিশ্রম করিয়া অনেক গৃহস্থের বিবাহ কার্য্যে তিনি উপকার করিয়া গিয়াছেন। মনের অনুরূপ ইঁহার বেশ সহজ মৃত্যু হইয়াছিল।

ভাটপাড়ার প্রাচীন ব্রাহ্মণ ভূস্বামী হাল্‌দারগণের

বংশপরিচয়।

ভাটপাড়ার বাশিষ্ঠ গুরুবংশের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণরূপে কহিতে হইলে তথাকার আদিম ভূস্বামী হালদার বংশের কিছু পরিচয় দেওয়া একান্ত আবশ্যক। এই উভয়বংশের এমনিই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একটির পরিচয়ের সঙ্গে অপরটির পরিচয় না দিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। সন ১৩৩১ সালে নারায়ণ স্মৃতিসমিতির উদ্যোগে আহূত ভাটপাড়া বশিষ্ঠবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী৺নারায়ণ ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব সভায় বাশিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীমান্ ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম্, এ যথার্থই বলিয়াছিলেন যে "বহুপূর্ব্বে একবার বঙ্গদেশে আদিশূর যেমন কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া এ দেশে ক্ষুণ্ণ বৈদিকাচার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তেমনি প্রায় ত্রিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভাটপাড়ার আদি ব্রাহ্মণ ভূস্বামী দুর্লভানন্দহাল্‌দারমহাশয়ের পুত্র পরমানন্দহাল্‌দার মহাশয়ও স্বীয় জমীদারীভুক্ত ভাগীরথীতীরবর্ত্তী ভাটপাড়াগ্রামে বশিষ্ঠবংশীয় সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রী৺নারায়ণঠাকুরমহোদয়কে প্রতিষ্ঠিত করতঃ তদ্দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বহুল প্রচারকল্পে সাহায্য করিয়া আদিশূরের মতই পুণ্য কীর্ত্তি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকই যিনি ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন করিয়া থাকেন সেই পরমপুরুষের নিদেশানুসারেই কাল-বশতঃ ক্ষুণ্ণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনরুদ্ধার সাধনার্থ বঙ্গের অন্যতম গুরুবংশ এই বশিষ্ঠ-বংশকে পুণ্য ভাগীরথীতীরে স্থাপিত করিয়া ভাটপাড়ার পুণ্যশ্লোক ভূস্বামী পরমানন্দ হাল্‌দার প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন"। ইহা ব্যতীত ইনি এই সময়ে স্বশ্রেণীয় স্বজন ও কাশ্যপগোত্রীয় শুদ্ধাচার দাক্ষিণাত্য বৈদিক সম্প্রদায় ভুক্ত পুরোহিত প্রভৃতিকে ভাটপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত করাইয়া সমাজের পুষ্টিসাধন করিয়া-ছিলেন।

এক্ষণে এই বংশের কিঞ্চিৎ প্রাচীন ইতিবৃত্ত দিতেছি। আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ অগ্নিশিখাতুল্য যে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের পুণ্যপদরেণুস্পর্শে এ দেশকে ধন্য ও পবিত্র করেন ছান্দড় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ভাটপাড়ার এই হাল্‌দার ভূস্বামিগণ ঐ ছান্দড়েরই ধারা। ইহারা

সামবেদী কুথুমীশাখী বাৎসগোত্রীয়। ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লবৎ এই পঞ্চ ইঁহাদিগের প্রবর। এই বংশে বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত ও তপোনিষ্ঠ সাধক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া ইহা অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যাসপ্তসতী রচয়িতা গোবর্দ্ধনাচার্য্য এই ছান্দড়ের ধারায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গের শেষ হিন্দু নৃপতি লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি ছান্দড় হইতে অধস্তন নবম পুরুষ। ছান্দড় হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ চক্রপাণি তপোনিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহা হইতেই তাঁহার পরবর্ত্তিবংশধরগণ এক্ষণ পর্য্যন্ত চক্রপাণি ঠাকুরের সন্তান বলিয়া পরিচিত। ১৬শ পুরুষ ভগীরথের সময় মেল বন্ধন হয়, তদনুসারে ইঁহারা শ্রীরঙ্গভট্ট বা সুরাই মেল আখ্যায় পরিচিত হন। বল্লালসেনের কৌলিন্যপ্রথানুসারে ইঁহারা কুলীন পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ছান্দড়ের ১৭শ পুরুষ ভগীরথের পুত্র কৃষ্ণাই হইতে কুলভঙ্গ হয়।

ইঁহাদের আদিম বাসস্থান যশোহর জিলার (বর্ত্তমান খুলনার) অন্তঃপাতী ভুগিলহাট গ্রাম। ছান্দড় হইতে ১৮শ পুরুষ বাদীন্দ্র চক্রচূড়ামণি প্রসিদ্ধ তপঃপরায়ণ ছিলেন। তিনি ভুগিলহাট গ্রামের নিম্নবাহিনী ভৈরবনদীর আক্রমণ হইতে গ্রামখানি রক্ষা করিবার জন্য তপোবলে ঐ নদীর বেগ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার অধস্তন বংশীয়গণ তথায় গাঙ্গফেরা ভটাচার্য্য এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বাদীন্দ্র চক্রচূড়ামণি মহাশয়ের পৌত্র ৺দুর্লভানন্দ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মুরসিদাবাদ নবাব সরকার হইতে হালদার এই উপাধিসহ ভাটপাড়া ও সন্নিহিত কতকস্থান জায়গীররূপে প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি তদ্‌বংশীয়েরা 'হালদার' এই উপনাম ব্যবহার এবং ঐ জায়গীর জমীদারীরূপে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। এই শুদ্ধশীল পরমানন্দই বশিষ্ঠবংশীয় শ্রীশ্রী৺নারায়ণ ঠাকুরের তপঃপ্রভাব অবলোকন করিয়া তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করেন, ভাটপাড়ায় গঙ্গাতীরে ঠাকুরের সাধনাশ্রম করিয়া দেন ও ক্রমে এই গুরুশিষ্য সম্বন্ধ সন্নিহিত ও অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য ঠাকুরের পুত্র পৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতিকে স্বনিকটে ভাটপাড়ায় ভূমি নিষ্কর ব্রহ্মত্র করিয়া দিয়া বাস করান। তদবধি ভাটপাড়ার বশিষ্ঠবংশ ও হাল্‌দারবংশ পরস্পর স্নেহ ও শ্রদ্ধাসূত্রে সুখের বাঁধনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বড়ই আনন্দের বিষয় যে হাল্‌দার বংশের উপস্থিত বংশধর মধুরোদারচরিত শ্রীমান্ অংশুপ্রকাশ ও অরুণপ্রকাশ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ উভয় বংশের সেই প্রাচীন সুখবন্ধন অশিথিল ভাবেই রক্ষা করিতেছেন। ঈশ্বর করুন আমরা যেন উভয়ে এই ভাবেই সদানন্দে কাটাইয়া যাইতে পারি। কালচক্র আবর্ত্তিত হইয়াছে

উভয়ের মনের ভাব যেন আবর্ত্তিত না হয় ইহাই ভগবৎসমীপে প্রার্থনা।

পরমানন্দের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ আনন্দরামহালদার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক। এইরূপ কথিত আছে যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভাটপাড়ার ঋষিকল্প পণ্ডিত মহোদয়গণের নিকট শাস্ত্রালাপশ্রবণার্থ মধ্যে মধ্যে ভাটপাড়ায় আসিতেন এবং আনন্দরামহালদারের অতিথি হইতেন। মহারাজ পরম আনুষ্ঠানিক ছিলেন। স্বপাক ভিন্ন পরপাক আহার করিতেন না। পাকের জন্য মহিষীকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন। হবিষ্যান্নই সাত্বিক মহারাজের আহার ছিল। রাজ-মহিষীর রন্ধনের সৌকর্য্যার্থ আনন্দরাম পূর্ব্ব হইতেই অতিশুষ্ক উত্তম কাষ্ঠ ও পবিত্র ভোজ্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভাটপাড়ার পণ্ডিতবর্গের সহিত বর্ষে বর্ষে সদালাপের সুবিধা স্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে ভাটপাড়া গ্রামের উত্তর অংশে গঙ্গাতীরে কতকটা বিস্তীর্ণ ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন। পরে তাঁহার বংশীয় রাজা শ্রীশচন্দ্রের সময় হইতে তথায় রাজবংশেরই বিগ্রহ শ্রীশ্রী৺মদনমোহন জীউর রাসলীলা উৎসব আরম্ভ হয়। ঐ রাস খুব ধূমধামের সহিতই বর্ষে বর্ষে সম্পন্ন হইত কিন্তু এক্ষণে কালচক্রের পরিবর্ত্তনে সেই রাসোৎসবক্ষেত্রে য়ুরোপীয় বণিক্ প্রতিষ্ঠিত "নদীয়া জিউটমিল" নামে এক চটকল স্থাপিত হইয়াছে। স্থানটি জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত হইলেও 'নদীয়া' নাম কেবল পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

এই বংশের উপস্থিত বংশধরদিগের পিতা ৺রামধন হালদার মহাশয় একজন ঋষিকল্প ব্যক্তি ছিলেন। মস্তকে রজতশুভ্র কেশ গলদেশে তুলসীমালা গাত্রে নামাবলী দিয়া তিনি যখন দেবসেবা করিতেন তাঁহার রূপ তখন উথলিয়া পড়িত। বিষয়কর্ম্মত্যাগী এই ভক্তিমানের হৃদয়ে হরিভক্তি বড়ই প্রবল ছিল। বাড়ীতে নিয়মিতরূপে হরিসভা হইত, গ্রামের পণ্ডিতগণ তথায় সাদরে আহূত হইতেন। তাঁহারা একে একে এক একদিন তথায় গীতা ব্যাখ্যা করিতেন আর হালদার মহাশয় একমনে তাহা শ্রবণ করিতেন। হালদার মহাশয় অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন প্রশ্নের দ্বারা ব্যাখ্যাতৃদিগকে অনেক সময়ে বিস্মিত করিতেন। হরিসভার অন্তে নগরসংকীর্ত্তন হইত। "পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্" এই যে মহাজন প্রবচন ইহার যাথার্থ্য এই মহাত্মার পুত্রগণেই উপলব্ধ হইতেছে। মহাত্মা স্বর্গ হইতে তাঁহার পুণ্যদ্যোতক পুত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করুন।

হাল্‌দারগণের পর ভাটপাড়ায় অপরাপর যাঁহারা আমাদের শিষ্য আছেন তাঁহাদের মধ্যে কতিপয়ের (যাঁহার যাঁহার পাওয়া গেল) বংশবল্লী পর পর দেওয়া গেল। এখন ভগবানের নিকট শিষ্যবর্গসমেত আমাদিগের কল্যাণ কামনা করিয়া এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিলাম।

এতৎকর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

বংশবল্লী নম্বর ১

গদাধর——রমাবল্লভ ও তৎপুত্র বাণেশ্বরের ধারা।

বংশবল্লী নম্বর ২

গদাধর—বীরেশ্বর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগোপালের ধারা।

বংশবল্লী নম্বর ৩

গদাধর—বীরেশ্বর ও তাঁহার ২য় পুত্র রামানন্দের ধারা।

বংশবল্লী নম্বর ৪

গদাধর—বীরেশ্বর ও তাঁহার ৪র্থ পুত্র রামেশ্বরের ধারা।

বংশ বল্লী নম্বর ৫

গদাধর—বীরেশ্বর ও তাঁহার ৬ষ্ঠ পুত্র সদাশিবের ধারা।

বংশবল্লী নম্বর ৬
গদাধর—বীরেশ্বর ও তাঁহার ৭ম (কনিষ্ঠ) পুত্র শ্যামসুন্দরের ধারা।
গদাধর
জনার্দ্দন বাচস্পতি
নারায়ণঠাকুর (সিদ্ধপুরুষ)
রামনাথ
চন্দ্রশেখর বাচস্পতি
বীরেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার
শ্যামসুন্দর বিদ্যালঙ্কার
(কনিষ্ঠ পুত্র)
১। রামরাম সার্ব্বভৌম
২। কালিদাস তর্কালঙ্কার
৩। কৃষ্ণকান্ত
৪। হলধর
৫। বনমালী
৬। বিজয়রাম
৭। ভোলানাথ
রামতনু বিদ্যাসাগর
শিবরাম
কৃষ্ণচরণ
কৃষ্ণানন্দ
রাঘবরাম
কাশীনাথ
আনন্দ
শ্রীরাম নবীন
দৌহিত্র
দৌহিত্র পুত্র
রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি
নবঠাকুর
নীলমাধব
গোবিন্দ বিদ্যাবাগীশ
রামদয়াল তর্করত্ন
যদুনাথ
রামচন্দ্র
কালীপ্রসন্ন
তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন
পূর্ণচন্দ্র
অমল
নির্ম্মল
বিমল
পুণ্ডরীক
শ্রীবলরাম বাচস্পতি
শ্রীহরি
সত্য
কেদারনাথ
বেণীমাধব
হেমচন্দ্র
রামেশ্বর বিদ্যারত্ন
বিশ্বেশ্বর
শ্রীহরিচরণ বিদ্যারত্ন
শ্রীবসন্তকুমার জ্যোতিষী
শ্রীশিবপ্রসাদ ইত্যাদি
শ্রীনরেন্দ্র
শ্রীনগেন্দ্র
শ্রীহরি
শ্রীহরিপদ
শ্রীশ্যাম
হরঠাকুর
অঘোর নাথ
রামচন্দ্র
শ্রীকণ্ঠ
কৃষ্ণলাল
হরি
কণিভূষণ
শ্রীদুর্গাচরণ
শ্রীসত্যচরণ
শ্যামসুন্দর
(২) কালিদাস তর্কালঙ্কার
(৩) কৃষ্ণকান্ত
রাজারাম
(৪) হলধর
প্রভুরাম
ভবানীচরণ
রামচন্দ্র (চাঁদঠাকুর)
রামরত্ন
রামকমল
হারাণচন্দ্র
দুর্গারাম
শ্রীরাম
উমেশচন্দ্র (দত্তক)
রাঘবরাম
গঙ্গাধর
কেদার
মধুসূদন
নীলমণি
জয়রাম
রামতারণ শিরোমণি
রামকৃষ্ণ
যদুনাথ
ব্রজ
শ্রীঅতুল
কালীকুমার
অশ্বিনীকুমার
শ্রীসাতকড়ী
রাজকুমার
শ্রীরামরূপ বিদ্যারত্ন
শ্রীঅভিন্নরূপ কাব্যতীর্থ
ভাগিনেয়
পঞ্চানন
শ্রীহরিচরণ
শ্রীমুরারি
রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন
হরমোহন
কৃষ্ণধন
শ্রীঅনুকূল
শ্রীচৈতন্য
শ্রীবলাই
প্রভৃতি—
শ্রীহরিপদ
শ্রীবিপিনবিহারী
শ্রীকুঞ্জবিহারী ন্যায়বাগীশ
বাসুদেব
আশুতোষ
শ্রীপশুপতি
শ্রীনিবারণ
শ্রীপরেশনাথ
শ্রীনগেন্দ্র প্রভৃতি
শ্রীঅমৃতভূষণ
সাতকড়ী
শ্রীমন্মথনাথ
শ্রীবেণীমাধব
শ্রীগোষ্ঠবিহারী
শ্রীতারকনাথ
পঞ্চানন
শ্রীবিশ্বনাথ
শ্রীশঙ্কর
শ্রীমটর
শ্যামসুন্দর
(৫) বনমালী
হরিনারায়ণ
শ্রীরামন্যায়বাগীশ
কৃষ্ণকমল
রামমোহন
কমল
মাধবচন্দ্র
নীলমাধব
শ্যামাচরণ
রামনিবারণ
শ্রীঅশ্বিনী
অমূল্য
শ্রীহরি
শ্রীশশাঙ্ক
শ্রীশশী
রাম
অবিনাশ
দুর্গাকুমার
হরিনাথ
শ্রীরাসবিহারী প্রভৃতি
সীতানাথ
দীননাথ
হরিনাথ
রামসেবক
যদুপতি
রঘুপতি
পঞ্চানন
নবীন
তর্কবাচস্পতি (দত্তক)
শ্রীভুবনমোহন
রামবাবু
কন্যাদৌহিত্র
শ্যামসুন্দর
(৬) বিজয়রাম
নন্দদুলাল
অযোধ্যারাম
রামগতি
কমলাকান্ত
রামধন
শম্ভু বিদ্যাপঞ্চানন
ঠাকুরদাস (দাদাঠাকুর)
কৃষ্ণহরি শিরোমণি
রামচন্দ্র
অতুলচন্দ্র
শশী
রাজারাম
কেদার
আনন্দনাথ
শ্রীহৃষীকেশ
রামপদ
শ্রীশ্যামাপদ
শ্রীঅন্নদা
চারুচন্দ্র
শ্রীভূতনাথ
শ্রীমণিভূষণ
শ্রীফণিভূষণ
গিরিধর
শ্রীরামরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ
শ্রীজানকীনাথ
শ্রীরঘুনাথ
শ্রীরমানাথ
শ্যামসুন্দর
(৭) ভোলানাথ ঠাকুর (শিবমন্দির প্রতিষ্ঠাতা)
উমাকান্ত ন্যায়পঞ্চানন
শিবদাস (কনিষ্ঠ)
রামকৃষ্ণ (মধ্যম)
মহেশ্বর (জ্যেষ্ঠ)
শ্রীশচন্দ্র
ধর্ম্মদাস
সতীশ
যোগীন্দ্র
গোপালচন্দ্র (মধ্যম)
রাখালচন্দ্র (জ্যেষ্ঠ)
ক্ষীরোদচন্দ্র (কনিষ্ঠ)
শ্রীকিরণচন্দ্র কাব্যতীর্থ
শ্রীঅখিলচন্দ্র
শ্রীহরিময়
শ্রীদুর্গাময়
শ্রীরামরতন এম্‌, এ
শ্রীনীলরতন
নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ
শ্রীঅনন্ত
শ্রীহরিপদ
শ্রীকানাই
শ্রীসতীনাথ
শ্রীতারানাথ

বংশবল্লী নম্বর ৭

ইহা ভাটপাড়ার ভূস্বামী হালদারগণের। ইঁহারা মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে আহূত কান্যকুব্জাগত ঋষিতুল্য পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের অন্যতম সুধানিধিপুত্র ছান্দড়ের ধারা।

১। ছান্দড়
২। ধীর (পুতিতুণ্ড গাঁই)
৩। জৈমিনি
৪। লক্ষ্মীধর
৫। বল
৬। অংশু
৭। বল্লভ
৮। নীলাম্বর (উৎসাহাচার্য্য)
৯। পুতি গোবর্দ্ধনাচার্য—(আর্য্যাসপ্তশতীগ্রন্থপ্রণেতা মহাকবি কৌলিন্যসমীকরণকারী বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী)
১০। শিক
১১। পীতাম্বর
১২। রাম
১৩। চক্রপাণি (এই পুরুষ হইতেই ইঁহার বংশীয়গণ চক্রপাণি ঠাকুরের সন্তান বলিয়া পরিচিত)
১৪। ভূধর
১৫। বিভাকর
১৬। ভগীরথ (এই সময় মেল বন্ধন হয় ইঁহার মেল শ্রীরঙ্গভট্ট বা সুরাই)
১৭। কৃষ্ণাই (কুলভঙ্গ কৃষ্ণাই হইতে কুলাভাব)
১৮। বাণীন্দ্র চক্রচূড়মণি (পূর্ব্ব জেলা যশোহর অধুনা খুলনা জেলার ভুগিলহাট গ্রামের নিম্নবাহিনী ভৈরব নদীর বেগ তপোবলে ফিরাইয়া দেওয়ায় তথায় গাঙ্গ ফেরা ভট্টাচার্য্য খ্যাতি)
১৯। রামভদ্র

(ভুগিলহাটনিবাসী) ২০। পূর্ণানন্দ — ২১। মথুরেশ
২০। দুর্লভানন্দ (ভাটপাড়া নিবাস) (হালদার উপাধি) — ২১। পরমানন্দ (এই পরমানন্দ হালদার বশিষ্ঠগোত্রজ সিদ্ধপুরুষ নারায়ণঠাকুর মহাশয়ের তপঃ প্রভাব অবগত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার ও নিজ জমিদারি ভাটপাড়া গ্রামে তাঁহার আশ্রম করাইয়াছিলেন ও ক্রমে তাঁহার পৌত্রকে স্থায়িভাবে বাস করান)

২২। (ক) রামচন্দ্র ২২। (খ) রঘুনাথ ২২। (গ) গোপীনাথ

(ক) ২৩। রামকান্ত — ২৪। পরমানন্দ — ২৫। রমাবল্লভ — ২৬। প্রাণবল্লভ — ২৭। রুদ্রদেব — ২৮। নন্দকিশোর — ২৯। রাধাকান্ত বিদ্যাবাগীশ — ৩০। রামচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার — ৩১। নবকৃষ্ণ তর্কসিদ্ধান্ত — ৩২। শশধর স্মৃতিতীর্থ

(খ) ২৩। রামশঙ্কর — ২৪। হরিহর — ২৫। রাজারাম — ২৬। রামরাম — ২৭। বিনোদ রাম — ২৮। পদ্মলোচন — ২৯। গঙ্গাধর — ৩০। কৃষ্ণদাস — ৩১। শ্রীবীরেশ্বর, ৩১। শ্রীহরিভূষণ

(গ) ২৩। রামকৃষ্ণ — ২৪। রাজেন্দ্র — ২৫। নন্দকিশোর — ২৬। রামচন্দ্র — ২৭। কৃষ্ণকান্ত — ২৮। বৃন্দাবনচন্দ্র — ২৯। রামধন — ৩০। শ্রীঅংশুপ্রকাশ, ৩০। শ্রীঅব্জপ্রকাশ, ৩০। শ্রীঅরুণপ্রকাশ, ৩০। শ্রীকিরণপ্রকাশ, শ্রীহরি দাস

৩০। শ্রীঅংশুপ্রকাশ — ৩১। শ্রীশিবপ্রসাদ
৩০। শ্রীঅরুণপ্রকাশ — ৩১। শ্রীশঙ্করপ্রসাদ
শ্রীহরি দাস — ৩১। শ্রীশম্ভুপ্রসাদ, ৩১। শ্রীহরপ্রসাদ, ৩১। শ্রীদেবপ্রসাদ, ৩১। শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ

(গ) ২৩। বিশ্বেশ্বর — ২৪। কৃপারাম — ২৫। কৃষ্ণচরণ — ২৬। বৈদ্যনাথ

(গ) ২৩। শ্রীকৃষ্ণ — ২৪। গোবিন্দরাম — ২৫। রাম রাম, ২৫। দেওয়ান রাজীব লোচন
২৫। রাম রাম — ২৬। দুর্গাপ্রসাদ — ২৭। মধুসূদন — ২৮। গোপাল চন্দ্র
২৫। দেওয়ান রাজীব লোচন — ২৬। রামজীবন (পোষ্য পুত্র) — ২৭। জগন্নাথ, ২৭। শ্রীনাথ
২৭। জগন্নাথ — ২৮। অমৃতলাল — ২৯। অতুলকৃষ্ণ — ৩০। চিন্তাহরণ; ২৯। হৃদয়কৃষ্ণ — ৩০। হরিপদ
২৭। শ্রীনাথ — ২৮। গোপাল — ২৯। ক্ষেত্রনাথ — ৩০। ক্ষিতীশচন্দ্র

(গ) ২৩। রামেশ্বর (নলডাঙ্গার নিকট খাদাপাড়ার জ্ঞাতি)
(গ) ২৩। জগন্নাথ (২৭ পর্য্যায়ে নিমাই চন্দ্র ও রামচন্দ্র হালদার নির্ব্বংশ)

(২৩) রামকৃষ্ণধারায় ৩০ পর্য্যায়ে শ্রীঅংশুপ্রকাশ, শ্রীঅব্জপ্রকাশ, শ্রীঅরুণপ্রকাশ ও শ্রীহরিদাস চারি সহোদরে ৺সতীনাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা ও গঙ্গাতীরে রামধন শান্তি নিকেতন নামে সাধন মন্দির ও গঙ্গাবাসের ঘর প্রভৃতি করিয়াছেন। রামধন আশ্রমে সন ১৩৩০ সাল হইতে হরিসভা স্থাপন। পৈতৃক গৃহদেবতা ৺দামোদর জীউ প্রভৃতির স্থায়ি সেবার জন্য ৬৯১ নং তালুক অর্পণ করিয়াছেন।

বংশবল্লী নম্বর ৮ং

মেদিনীপুর পাথরার মজুমদার বংশের ধারা।

- রামনারায়ণ বা রাঘবরাম (ইনি ৺নারায়ণ ঠাকুরের অন্যতম একজন প্রথম শিষ্য)।
  - বিদ্যানন্দ
    - রত্নেশ্বর (পাথরা ৺বেড় জনার্দ্দনপুরের মজুমদারগণের আদিপুরুষ)।
      - রামচন্দ্র
        - সীতারাম
          - দুর্গাপ্রসাদ
            - রামদয়াল
              - রামসহায়
                - নীলকণ্ঠ
        - সুফলরাম
          - গঙ্গাপ্রসাদ
            - শম্ভুরাম
              - শ্রীনাথ
      - হরিনারায়ণ
        - পরশুরাম
          - বাবারাম
            - লোকনাথ
              - রাঘবরাম
                - নীলকমল
                  - ক্ষেত্রনাথ
                    - অমূল্য
      - শিবনারায়ণ
        - রঘুনাথ
          - জীতারাম
            - আত্মারাম
              - ভজরাম
                - ঈশান
                  - নীলকণ্ঠ (এম্. এ, ষ্টুডেন্টসিপ)
                    - অজয়
                  - রামদয়াল এম্, এ, (শ্রীগীতার সম্পাদক)
                  - প্রবোধ ব্রহ্মচারী
                - রামদাস
                  - হারাণ
                    - রতিকান্ত

রায় বংশবল্লী নম্বর ৯

ইহারা সঙ্কেত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান।
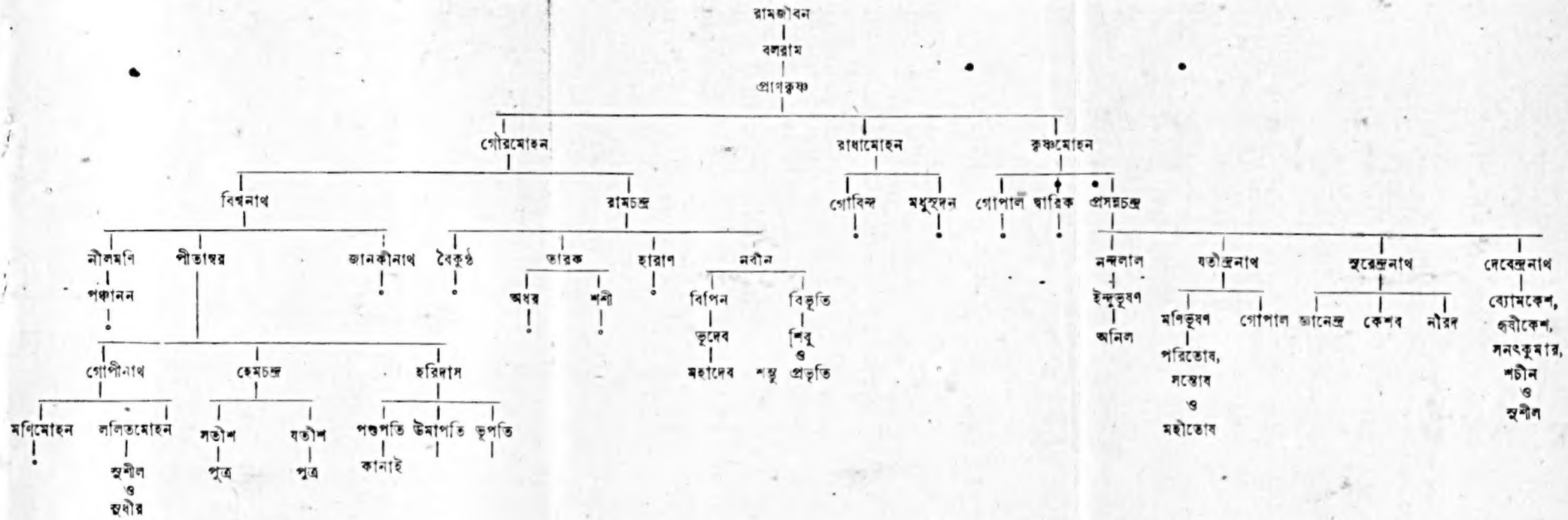
বংশবল্লী নম্বর ১০

ভাটপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের বংশপরিচয়।

আদি নিবাস জনাই গ্রামে। খড়দামেল কামদেব পণ্ডিতের সন্তান। জনাই হইতে ৺দর্পনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বেলেশিকরে গ্রামে বিবাহসূত্রে বাস করেন তাঁহার পুত্র ৺তারাচাঁদ মুখোপাধ্যায় ভাটপাড়ানিবাসী ৺বিশ্বনাথরায় জমীদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ৺দেবময়ী দেবীকে বিবাহ করিয়া ভাটপাড়ায় বাস করেন। তাঁহার ধারা—
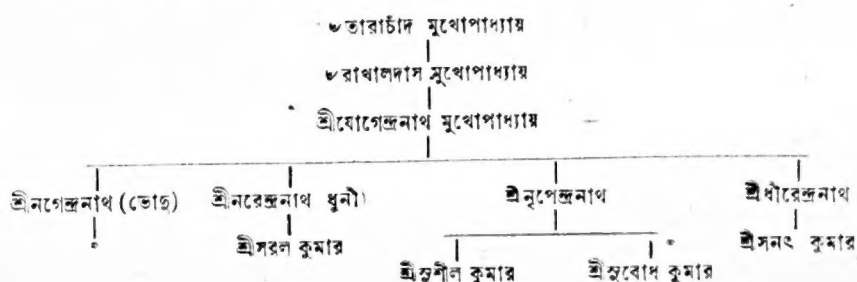
বংশবল্লী নম্বর ১১

ভাটপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশপরিচয়।

আদি নিবাস শ্যামনগর নপাড়া। ভঙ্গকুলীন